Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৫ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭১ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আজ ১৪২ আসনের ভাগ্য পরীক্ষা

ঘাসফুলের গড়ে কি ফুটবে পদ্মফুল ?

টিঙ্কু দত্ত ।। নয়া জামানা ।।

মতুয়াগড় থেকে গঙ্গার দুই তীর, আজ নজর কাড়ছে বাংলার সাতটি জেলা। প্রথম দফার হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের পর আজ বুধবার দ্বিতীয় দফায় নির্ধারিত হতে চলেছে বাংলার মসনদের ভাগ্য। দ্বিতীয় দফার এই ১৪২টি আসনকে বলা হচ্ছে ঘাসফুল শিবিরের 'শক্ত ঘাঁটি'। যে দক্ষিণবঙ্গ গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল, সেই দুর্গ রক্ষা করার চ্যালেঞ্জ আজ শাসকদলের সামনে। অন্যদিকে, 'বন্ধ্যা' জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া পদ্মশিবির। কড়া নিরাপত্তায় মোড়া সাত জেলার ভাগ্যবিধাতা আজ সোয়া তিন কোটিরও বেশি ভোটার। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' নিয়ে তরজা, একাধিক আদালতে মামলা ও প্রচারের আক্রমণ পেরিয়ে আজ দ্বিতীয় দফায় শেষ হচ্ছে বঙ্গের ভোট-পর্ব।

উল্লেখ্য, গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। বুথের সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ৩৭৬। কমিশন জানিয়েছে, মোট ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ জন ভোটদান করেছেন। অর্থাৎ, ৯৩.১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। আজ দেখা যাবে প্রথম দফার ভোটদানের রেকর্ড ভেঙে ফের নজির গড়ে কি না । সেদিকেই তাকিয়েই সব পক্ষ ।

আশা করা যাচ্ছে বুধবার সকাল থেকেই বুথে বুথে লম্বা লাইন দেখা যাবে । ১৪২টি আসনের জন্য লড়ছেন ১,৪৪৮ জন প্রার্থী। কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ার এই লড়াই গতবারের সমীকরণকে ওলটপালট করার শেষ সুযোগ বিজেপির কাছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই ১৪২টি আসনের মধ্যে ১২৩টিই ছিল তৃণমূলের দখলে। বিজেপি জিতেছিল মাত্র ১৮টিতে। কলকাতার সবকটি আসন থেকে শুরু করে হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপি ছিল পুরোপুরি 'শূন্য'। এবার সেই চিত্র বদলাতে চায় গেরুয়া শিবির। লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপি ১৮ থেকে বেড়ে ২৭টি আসনে এগিয়ে থাকলেও, সেই লিড বিধানসভার লড়াইয়ে ভোটবাক্সে ধরে রাখাটাই এখন বড় পরীক্ষা। উত্তরবঙ্গ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপিকে প্রথমবারের মতো বাংলায় সরকার গড়তে হলে এই পর্বে ভালো ফল করতেই হবে।

মতুয়া ভোট ও সংখ্যালঘু ভোটের রসায়ন এই দফার অন্যতম চালিকাশক্তি। নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার অন্তত ১৫টি আসনে মতুয়া ভোটাররা নির্ণায়ক শক্তি। সিএএ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রচারের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে দুই পক্ষই। মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতেও এবার আড়াআড়ি বিভাজন। একদিকে শান্তনু ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুরেরা, অন্যদিকে মমতাবালা ঠাকুর ও মধুপর্ণা ঠাকুর। কার পাল্লা ভারী হবে, তা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। একইভাবে, মুসলিম ভোটও এই ১৪২টি আসনের এক-তৃতয়াংশ জায়গায় জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। গত দেড় দশক ধরে এই ভোটব্যাঙ্ক তৃণমূলের একচেটিয়া থাকলেও, এবার বাম-আইএসএফ জোট কতটা কামড় বসাবে, সেটাই দেখার। পূর্ব বর্ধমান, দুই ২৪ পরগনা ও শিল্পাঞ্চলে নওশাদ সিদ্দিকির সভায় উপচে পড়া ভিড় শাসকদলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। ভাঙড়ের বিধায়ক ধর্মকে সরিয়ে রুটি-রুজিকে সামনে রেখে যে নতুন রাজনীতির বয়ান তৈরি করেছেন, তা কতটা ভোট টানবে সেটাই প্রশ্ন।

প্রার্থীদের তালিকায় এবার বিত্ত আর অপরাধের ছায়াও দীর্ঘ। দ্বিতীয় দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩২১ জন কোটিপতি প্রার্থী। এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে তৃণমূল। তাদের ১৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৩ জনই কোটিপতি। সম্পত্তির নিরিখে রায়দিঘির বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা ১০৪ কোটি টাকা নিয়ে শীর্ষে থাকলেও, ৭৬ কোটির মালিক পাণ্ডুয়ার সমীর চক্রবর্তী ও ৩৯ কোটির মালিক কসবার জাভেদ খান তৃণমূলের হয়ে পাল্লা দিচ্ছেন। অন্যদিকে, ফৌজদারি মামলার নিরিখেও পিছিয়ে নেই কেউ। ৩৩৮ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ৯১টি মামলা রয়েছে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে। নারীঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ৯৪ জনের তালিকায় ৫ জন বিজেপির ও ১ জন তৃণমূলের। এই দফায় নিরক্ষর প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ জন এবং উচ্চশিক্ষিত ৩৯ জন।

নির্বাচন কমিশনের কাছে এবারের বড় চ্যালেঞ্জ নিরাপত্তা। ২৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এই দফায়। গত দফার তুলনায় এবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার। শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে ১৪২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৯৫ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও ১০০ জন হিসাব পর্যবেক্ষক নজরদারি চালাচ্ছেন। কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও জারি করা হয়েছে। ওয়েস্টবেঙ্গল সেক্টর ও রাজ্য ফোর্স কোঅর্ডিনেটর সিআরপিএফের আইজি এই নম্বরগুলি প্রকাশ করেছেন। ভোটের দিন কোনও সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে '৮৪২০২৭২১০১', '৮৪২০২৭২৩৪৩' বা '০৩৩-২৩৬৭১১১৭' নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

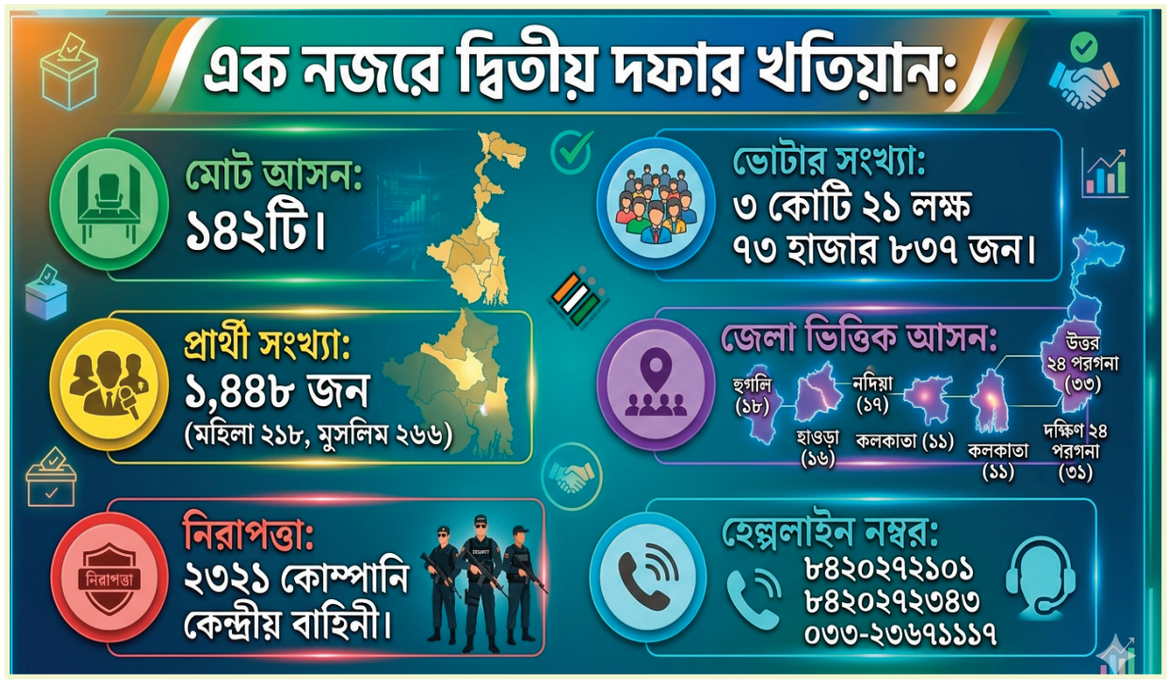

শহরতলির মহিলারা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন, তার প্রভাব ব্যালট বক্সে পড়ে কি না, তা নিয়ে ধন্দ কাটেনি। কলকাতার ১১টি আসন ও সংলগ্ন এলাকার জনবিন্যাস এবার বড় সূচক হতে চলেছে।

ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা এসআইআর এবার বড় ফ্যাক্টর হতে পারে। প্রথম দফার তুলনায় দ্বিতীয় দফায় বেশি সংখ্যক নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে। প্রথম দফায় বাদ গিয়েছিল ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার নাম, সেখানে এবার ৭টি জেলায় নাম বাদ পড়েছে ৫০ লক্ষ ৩৬ হাজার। বিশেষ করে দুই ২৪ পরগনার ৬৪টি আসনেই প্রায় ২৩ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ায় ফলাফল কোন দিকে ঘুরে যাবে, তা নিয়ে হিসাব কষছেন রাজনৈতিক পণ্ডিতরা। নাগরিকত্ব ইস্যু ও এসআইআর-এর ফলে ভোটারদের ক্ষোভকে তৃণমূল হাতিয়ার করতে চাইলেও বিজেপি নিজেদের অবস্থানে অনড়। নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত আসনগুলোতে গত তিনটি বড় নির্বাচনে বিজেপির প্রভাব থাকলেও এবার তৃণমূল সেখানে কামড় বসাতে মরিয়া।

সাতটি জেলার ১৪২টি আসনে লড়াইয়ের রসদ আলাদা আলাদা। কোথাও ধর্মীয় মেরুকরণ, কোথাও ভাষার রাজনীতি, আবার কোথাও বাঙালি গরিমার ভাষ্য প্রাধান্য পাচ্ছে। হাওড়া, হুগলি ও কলকাতার শিল্পাঞ্চলে অবাঙালি হিন্দু ভোট বড় ফ্যাক্টর। আবার কলকাতা লাগোয়া এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বাঙালির ক্ষোভ-বিক্ষোভের লড়াই। হুগলিতে গতবার বিজেপি চারটি আসন পেলেও এবার সেখানে ঘাসফুলের পাল্টা হাওয়া রয়েছে। পূর্ব বর্ধমান ও হাওড়ায় গতবার শূন্য হাতে ফেরা বিজেপি এবার অন্তত খাতা খুলতে মরিয়া। অন্যদিকে, তৃণমূল নিজেদের 'শক্ত ঘাঁটি' তথা দুর্ভেদ্য দুর্গ আগলাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। প্রার্থী চয়নেও তাই অভিজ্ঞ ও বিত্তশালী হেভিওয়েটদের ওপরই ভরসা রেখেছে শাসক দল।

এদিকে কড়া পাহারায় মুড়ে ফেলা হয়েছে বুথ চত্বর। বিকেল ৬টা পর্যন্ত চলবে এই ভাগ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গের মসনদ কার দখলে থাকবে, তার বড় উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আজকের এই দ্বিতীয় দফার লড়াইয়েই। বিজেপি যদি দক্ষিণবঙ্গে ছাপ ফেলতে না পারে, তবে তাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। অন্যদিকে, তৃণমূল যদি এই ১৪২টি আসনে তাদের দাপট বজায় রাখতে পারে, তবে নবান্নের রাস্তা তাদের জন্য অনেকটাই মসৃণ হয়ে যাবে। বাংলার রাজনীতির পালস্ এখন দ্বিতীয় দফার এই কেন্দ্রগুলিই। নদিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গার দুই পাড়ে এখন শুধুই জয়-পরাজয়ের সমীকরণ। দিনভর টানটান উত্তেজনার পর বিকেলেই স্পষ্ট হবে কোন ফুলের সুবাসে মাতবে দক্ষিণবঙ্গ। বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে এই দফাই হতে চলেছে 'টার্নিং পয়েন্ট'।

অভিযোগে বিদ্ধ 'সিংহম' মামলার অনুমতি কোর্টের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচনী আবহে সরগরম ফলতা। উত্তরপ্রদেশের 'সিংহম' আইপিএস অজয়পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে এখনই এই মামলা শুনতে রাজি নন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তাঁর স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'বুধবার ভোটগ্রহণ। তার আগে এই মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ করব না।' বিচারপতি আরও জানান, নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে পদক্ষেপ করা হবে না। মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শুনানি সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছে আদালত। বিতর্কের মূলে রয়েছে একটি ভিডিয়ো, যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। সেখানে অজয়পালকে হুঁশিয়ারির সুরে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। দাবি করা হয়েছে, ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বাড়ির সামনেই ওই মেজাজে ধরা দিয়েছেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি নয়া জামানা । এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। অজয়পাল চাইলে ফলতার জমায়েত নিয়ে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। অন্য দিকে, অজয়পালের গতিবিধি ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে ফলতায়। মঙ্গলবার তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে দিয়ে অজয়ের কনভয় যাওয়ার সময় 'গো ব্যাক' স্লোগান

ওঠে। বিক্ষোভের জেরে সাময়িক ভাবে আটকে যায় কনভয়ের পিছনের গাড়িগুলি। সোমবার থেকেই তৃণমূলের নিশানায় রয়েছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এই দুঁদে অফিসার। এরই মধ্যে অজয়পাল ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে ফলতা থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, রবিবার মাঝরাতে কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় সিআরপিএফ পরিচয়ধারী কয়েক জন। অজয়পালের তত্ত্বাবধানেই এই অভিযান চলে বলে দাবি তাঁর। অভিযোগে বলা হয়েছে, মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে তাঁকে। এমনকি বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া এবং ৪ মে-র পর দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন ওই মহিলা। পুলিশ পর্যবেক্ষকের নির্দেশে এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও এফআইআর দায়েরের দাবি জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটের ঠিক মুখে 'সিংহম' অজয়পাল শর্মাকে ঘিরে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ে উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মমতাকে জেতাতে নকল আঙুল কেনা হয়েছে, বিস্ফোরক শুভেন্দু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভবানীপুরের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের ঠিক মুখে 'নকল আঙুল' বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে শাসকদলের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর কারচুপির অভিযোগ আনলেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাতে ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস অন্তত ৭৫০টি কৃত্রিম আঙুল কিনেছেন। একটি প্লাস্টিকের আঙুলের নমুনা দেখিয়ে তিনি দাবি করেন, বুথে জাল ভোট দেওয়ার পর আঙুলের কালি সরাতেই এই অভিনব কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। যদিও এই অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে শাসক শিবির। ভোটের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সাড়ে ৭০০ নকল আঙুল কিনেছেন (৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর)। করতে দেব না। নিকৃষ্ট মানের ভোট চোর। ধরা পড়ে গিয়েছে। পারবে না করতে।' তাঁর দাবি, ভোটদাতাদের আঙুলে কালি দেওয়ার পর বুথ থেকে বেরিয়েই ওই নকল আঙুল খুলে ফেলবেন তৃণমূল কর্মীরা। এর পাশাপাশি বুথ স্লিপ নিয়েও কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, '৩,৮১০টি বিএলও স্লিপ ফিরে এসেছে। তা-ও চিহ্নিত করেছি।' সংশ্লিষ্ট ভোটারদের হদিশ মেলেনি দাবি করে সেই তালিকা দলের এজেন্টদের হাতে তুলে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। পাল্টা জবাবে তৃণমূল কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী যে অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গণতন্ত্রে এ ভাবে ভোট দেওয়ার জন্য কোনও দিন নকল আঙুল কেনা যায় না। তাই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগের আমাদের কাছে কোনও জবাব নেই।' তৃণমূলের প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে শুভেন্দু নিজের দাবিতেই অনড়। তৃণমূলের পরাজয় এখন 'সময়ের অপেক্ষা' দাবি করে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'হাই কোর্টে যেমন কানমলা খেয়েছেন, বুধবার সকাল থেকে ভবানীপুরের জনগণ আপনাদের কানমলা দেবে। যে ব্যবস্থা কমিশন নিয়েছে, যে ভাবে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ পর্যবেক্ষক, পুলিশের একটা অংশ যে ভাবে নিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছে, জেগে গিয়েছে জনতা। ভোট পাবেন না মমতা।' ৪ জুন গণনার দিন পর্যন্ত তৃণমূলকে 'ছোটানোর' হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। সব মিলিয়ে ভোটের সকালেই ভবানীপুরের পারদ তুঙ্গে।

যুবসমাজকে ভোটদানে আহ্বান রাজ্যপালের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুধবার বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা দ্বিতীয় দফার লড়াই। এই মহালগ্নে রাজ্যের যুবসমাজ ও নারীশক্তিকে গণতান্ত্রিক উৎসবে শামিল হওয়ার আর্জি জানালেন রাজ্যপাল আরএন রবি। মঙ্গলবার লোকভবন থেকে দেওয়া এক বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।' গণতন্ত্রের এই উৎসবে আমি সকল নির্বাচককে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি ।' বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি, নারীশক্তি এবং নতুন ভোটারদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন ।' 'প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।' এটি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ গঠনে এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আরও সুসংহত করতে সহায়ক হবে । অবাধ ও ভয়মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে তৎপর রাজভবন। ১০ মে পর্যন্ত চালু থাকছে ২৪ ঘণ্টার নাগরিক সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্পলাইন।

ভোটের পরও দু'মাস থাকবে বাহিনী, ঘোষণা অমিত শাহের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট মিটে যাওয়ার পর আরও দু'মাস পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই বড় ঘোষণা ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর বেশ কিছু দিন বাহিনী মোতায়েন থাকলেও, এবার সেই সময়সীমা এক ধাক্কায় ৬০ দিন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। মূলত ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি তৃণমূল ক্ষমতায় ফেরে, তবে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে কি না। শাহের এই আগাম ঘোষণাকে অনেকে বিজেপির ক্ষমতায় আসার বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বার্তাও মনে করছেন। বিগত লোকসভা ভোটের পর কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে বাহিনী রাখার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। তবে এবার এখনও আদালত পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায়নি, শাহের ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনের নীরবতা জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'ক্ষমতায় যে বিজেপি আসছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবু আমরা বাহিনী মোতায়েন রাখব। কারণ,

আমরা হিংসায় বিশ্বাসী নই। হেরে যাওয়ার পরে তৃণমূলের কর্মীরা হিংসার শিকার হন, আমরা তা-ও চাই না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী ৬০ দিন ধরেই মোতায়েন রাখা হবে।' রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ এই সিদ্ধান্তে আপত্তি না জানালেও বিজেপির তথাকথিত 'আত্মবিশ্বাস' নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ৪ মে ফল ঘোষণার পর যদি বিজেপি সরকার গড়ে, তবে পুলিশ তো তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। সেক্ষেত্রে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে? এর উত্তরে সুকান্ত জানিয়েছেন, 'প্রথমে বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে যে দলদাসত্বে অভ্যস্ত করে ফেলেছে, তাতে বিজেপি জেতার পরে ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হলে পুলিশ তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্তত এখনই সে বিষয়ে পুলিশের উপরে ভরসা রাখা যাচ্ছে না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখাই একমাত্র পথ।' একই সুরে সুর মিলিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় সহকারী পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয়ও। তাঁর মতে, রাতারাতি পুলিশ প্রশাসনের ভোলবদল সম্ভব নয়। মালবীয়ের সংযোজন, 'সরকার বদলে যাবে, পুলিশ-প্রশাসন বিজেপির নিয়ন্ত্রণে আসবে, সে কথা ঠিক। কিন্তু তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হওয়া ওসি, আইসি-রা রাতারাতি বদলে যাবেন, এমনটা ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাহিনী লাগবে।' সব মিলিয়ে ভোট মিটলেও খাকি উর্দির ঘেরাটোপে যে পশ্চিমবঙ্গ আরও বেশ কিছু দিন বন্দি থাকছে, তা নিয়ে কার্যত সিলমোহর পড়ে গেল। ওদিকে আইনি লড়াই নাকি রাজনৈতিক সংঘাত; কোন পথে এই বাহিনী-জট কাটে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। ফাইল ফটো।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

শ্রমিক যখন শিরোনামে

সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনে, ধর্মঘটে শেষতম দাবির ঠিক আগের দাবি থাকে 'ঠিকা, অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ।' সাধারণত তালিকার ২৯ নম্বর বা ৪৯ নম্বরে। আর শেষ দাবি থাকে 'দুনিয়ায় মজদুর এক হও।' দাবিসনদে অবস্থান দেখেই বোঝা যায় কোন দাবিকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আন্দোলন সফল করতে ঠিকা-কর্মীদের না নিলে নয়, তাই রাখা। বিহার, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশে হাজার হাজার ঠিকা শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এই পরিচিত খেলার দান উল্টে দিল। দেখা গেল, শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব, নেতৃত্বের দখল এখন ঠিকা শ্রমিক, চুক্তি শ্রমিকরাই নিয়েছেন। নয়ডা, গাজিয়াবাদ, পানিপথ, মানেসরের ঠিকা শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল মাসে অন্তত ২০ হাজার টাকা মজুরি, আট ঘণ্টা ডিউটি, ওভারটাইমে ডাবল মজুরি। উঠে এসেছে কাজের পরিবেশের প্রশ্নটাও।পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলি কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। নয়ডা, মানেসর বা গাজিয়াবাদের শিল্পাঞ্চলগুলি তুলনায় নতুন। শুরু থেকেই ঠিকা, চুক্তি শ্রমিকের প্রাধান্য। অধিকাংশই পরিযায়ী শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিকের প্রাধান্য ছিল বহু দিন। ক্রমে শিল্পের রুগ্ ণতা, আধুনিকীকরণ এড়ানো এবং নতুন বিনিয়োগের অভাব এই রাজ্যের শিল্প-সঙ্কট তৈরি করে। উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য স্থায়ী শ্রমিক কমে ক্রমশই ঠিকা ক্যাজুয়াল বাড়াতে থাকেন নিয়োগকারীরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বায়ন-পরবর্তী অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপ, শিল্পে ইউনিয়ন-বিরোধিতা এবং সর্বোপরি মালিকপক্ষের কাছে ইউনিয়ন নেতাদের আত্মসমর্পণ। যার ফলে স্থায়ী কাজ চলে যায় ঠিকাদারদের হাতে। হলদিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, মেটিয়াবুরুজ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, খড়গপুর, ডানকুনি, ধুলাগড়, ব্যারাকপুর; সর্বত্র ছবি কমবেশি এক।এ সব জায়গার পরিস্থিতি কি মানেসর, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, পানিপথ থেকে অন্য রকম? একেবারেই না। ন্যূনতম মজুরি, আট ঘণ্টা কাজের সীমা, ওভারটাইম, কিছুই মানা হয় না। উপরন্তু এ রাজ্যের প্রায় সমস্ত শিল্পাঞ্চলে নেতা-ঠিকাদারদের এক ভয়ঙ্কর আঁতাঁত তৈরি হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ইউনিয়নের নেতারাই বেনামে শ্রমিক ঠিকাদার। তাঁরাই আবার অনেক ক্ষেত্রে শাসক দলের নেতা, অথবা নেতার ডান হাত। তাঁদের কথাই আইন। এটা বাম আমল থেকেই শুরু হয়েছে। হয়তো কিছুটা নতুন স্থানীয় থানার সক্রিয় অংশীদারি। এখন মালিক-শ্রমিক বিরোধের মীমাংসা হয় থানায়। মীমাংসার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি দফতর বা প্রতিষ্ঠানগুলি হয় কর্মী-শূন্য, নাহয় তুলেই দেওয়া হয়েছে।শ্রমিকদের আন্দোলন এ বার শুরু হয়েছে পানিপথের সরকারি তৈল শোধনাগারে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে। পশ্চিমবঙ্গে এত দিন 'কর্মস্থলে নিরাপত্তা' বলতে মহিলাদের নিরাপত্তাই বোঝাত। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এই ধারণায় ধাক্কা দিল। সর্বত্র, সব ধরনের পেশায় সব স্তরের কর্মীর নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে এখন চর্চা চলছে। কর্মরত শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু এখন প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চটকলের কর্মী, বহুতলের নির্মাণ-শ্রমিক, রঙের মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ কর্মী, সাফাইকর্মী; কারও মৃত্যুতে নিয়োগকারীর শাস্তি হয়েছে, এমন কদাচিৎ শোনা যায়। কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়াও যেন ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ, দুর্ঘটনা ঘটলে কারা তদন্ত করবে, কে কত ক্ষতিপূরণ পাবে, সবই নির্দিষ্ট করা রয়েছে আইনে। আগে তার জন্য শ্রম দফতরের বিশেষ বিভাগও ছিল। এখন দুর্ঘটনায় মৃত্যু না-ঘটে থাকলে এফআইআর দায়ের করা দুঃসাধ্য। থানায় গেলে পুলিশ খবর দেয় শাসক দলের স্থানীয় নেতাকে। তার পর? নেতা-মালিক-পুলিশ বুঝিয়ে দেয়, নিখরচায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত হলেই যথেষ্ট।সম্প্রতি হাওড়ার এক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কর্মরত এক শ্রমিকের বুড়ো আঙুল কেটে পড়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকার মানবাধিকার কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে এফআইআর করতে থানায় যান। মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় নেতা দলবল নিয়ে থানায় এসে হাজির হন এবং পুরো প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন। বেহালার এক কারখানায় একই ধরনের পাত্রে খাবার জল এবং কারখানার প্রয়োজনীয় অ্যাসিড রাখা হত। এক শ্রমিক ভুল করে জলের বদলে অ্যাসিড খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাণে বেঁচে গেলেও কর্মক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। মানবাধিকার কর্মীরা ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁকে নিয়ে থানায় যান। ওই থানার ওসি তৎক্ষণাৎ মালিককে ডেকে পাঠিয়ে সবার সামনে প্রবল চাপ দেন। ক'দিন পরেই জানা যায়, মালিক ও পুলিশে রফা হয়ে গেছে। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র শিল্পে নিরাপত্তার নির্দেশাবলি (এসওপি) তৈরি হচ্ছে। তারকারা প্রভাবশালী, হয়তো ক্ষতিপূরণ আদায়ও হবে কিছুটা। অন্তত শিল্পীদের জন্য। কলাকুশলীরা কতটা কী পাবেন, সন্দেহ আছে। ছত্তীসগঢ়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বয়লার বিস্ফোরণ দেখিয়ে দিচ্ছে, নিয়মবিধি শুধু শ্রম কোডে লেখা থাকলেই চলবে না। এ রাজ্যেও বড় বড় কোম্পানির কারখানায় বেশ কয়েক বার বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটেছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। মালিকপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন নেতাদের সহযোগিতায়। সরকার কোথাও কোনও সমস্যা দেখতে পাচ্ছে না।উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শ্রমিকদের আন্দোলন বহু দিন পরে শ্রমিকদের দাবিকে শিরোনামে নিয়ে এসেছে।

ডবল ইঞ্জিন বনাম নারী সুরক্ষা

বাস্তব কী বলছে?

লিখেছেন ত্রিয়াশা লাহিড়ী

যেখানে যেখানে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে, সেখানে 'মা-বোনেদের' জন্য কাজ ও চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'মা-বোন'-এর পরিচয়ে মহিলাদের দাগিয়ে দেওয়া অসম্মানজনক।

যেখানে যেখানে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে, সেখানে 'মা-বোনেদের' জন্য কাজ ও চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'মা-বোন'-এর পরিচয়ে মহিলাদের দাগিয়ে দেওয়া অসম্মানজনক। মহিলাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিপরিচয় আছে। তবে মহিলাদের ইস্যুতে যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে 'পলিটিকাল কারেক্টনেস' আশা করা, আর দিনেদুপুরে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা, দুটোই এক পর্যায় পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আজ প্রথম পর্যায়। গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। ৯১ লক্ষ সাধারণ মানুষ এক কলমের খোঁচায় রাতারাতি নিজেদের নাগরিকত্ব খুইয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার পোষ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মিলিত চক্রান্ত মোটামুটি সফল। ৯১ লক্ষ রোহিঙ্গা কিংবা বাংলাদেশি ছাঁটাই হয়েছে কিনা! লাখ লাখ মানুষের এখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় 'লড়াই শেষতক' অবধি থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তার পিছু পিছু এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বাংলা দখল করতে বিজেপি দৃশ্যত আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম বসুর মতো মনিষী-স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে যে বিজেপি বিভিন্ন সময় নানা ধরণের অবমাননাকর মন্তব্য করেছে, আজ সেই মাটিকে দখল করতে এলে বাংলার জনগণ যে তাদের রুখে দিতে যথেষ্ট, এ'কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভোট আসে, ভোট যায়। আর প্রতিবারই বিজেপির বাংলা অধিকারের চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ে। যাক সেসব কথা। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিজেপির তাবড়-তাবড় নেতারা বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বিগ্নতা দেখিয়েছেন। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, যেখানে যেখানে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে, সেখানে 'মা-বোনেদের' জন্য কাজ ও চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'মা-বোন'-এর পরিচয়ে মহিলাদের দাগিয়ে দেওয়া অসম্মানজনক। মহিলাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিপরিচয় আছে। তবে মহিলাদের ইস্যুতে যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে 'পলিটিকাল কারেক্টনেস' আশা করা, আর দিনেদুপুরে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা, দুটোই এক পর্যায় পড়ে। আসুন দেখে নিই, উত্তরপ্রদেশের ডবল ইঞ্জিন সরকার মহিলাদের জন্য এত বছরে কতটা সুরক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে! ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যোগী শাসনে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২২ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ শীর্ষস্থানে ছিল। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, এখানে প্রায় ৫৯, ৪০০-এর বেশি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল, যা সারা দেশের মোট অপরাধের প্রায় ১৫ শতাংশ। ধর্ষণ, হত্যা, শ্লীলতাহানি, গণধর্ষণের পর খুন, যৌতুক দিতে না পারলে শারীরিক অত্যাচার, নারী পাচারের অভিযোগ উত্তরপ্রদেশে রোজকার ঘটনা। ২০১৭ সালে, বিজেপির তৎকালীন বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার ও তার দলের ছেলেরা একজন নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, পুলিশ প্রথমে ধর্ষণের অভিযোগ নিতে চায়নি। পরদিন নির্যাতিতার বাবাকে বেধড়ক মারধর করে বিধায়কের ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী। এরপর পুলিশ দোষীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করার বদলে নির্যাতিতার বাবাকে জেলবন্দি করে। নির্যাতিতা কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। রাতারাতি সেই খবর দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। নির্যাতিতার পরিবার এফআইআর দায়ের করতে চাইলে পুলিশ তাদের অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায়, তাঁরা আদালতের দারস্থ হন। তখন ইউপি পুলিশ মুখরক্ষার খাতিরে চারজনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। ২০১৮ সালে যখন মামলা সিবিআই-এর হাতে যায়, তখন অভিযুক্তদের ফর্দতে বিজেপি বিধায়কের নাম যুক্ত হয়। ওই বছর আগস্ট মাসে মূল সাক্ষী রহস্যজনকভাবে মারা যান। নির্যাতিতার কাকাকে একাধিক মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০১৯ সালে নির্যাতিতা, তাঁর কাকিমা, বোন এবং আইনজীবীর সাথে রায়বেরিলিতে জেলে আটক কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। যে গাড়ি করে ওঁরা যাচ্ছিল, সেই গাড়িতে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে নির্যাতিতার কাকিমা এবং বোনের মৃত্যু হয়। ক্রাইম থ্রিলার সিরিজের গল্পের মতো লাগছে না? উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার অবশ্য এসব গল্প সত্যি করে দেখিয়েছেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে এক দলিত তরুণীকে গণধর্ষণ করে চারজন উচ্চবর্ণের যুবক। নির্যাতিতা যাতে কোনোভাবে বয়ান দিতে না পারে, তাই তাঁর জিভ কেটে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা ছিল বিস্ময়াবিভূত। প্রমাণ লোপাটের স্বার্থে পুলিশ রাতের অন্ধকারে নির্যাতিতার পরিবারের সম্মতি ছাড়াই পেট্রোল ঢেলে তাঁর মরদেহ জ্বালিয়ে দেয়। নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দিতে দেখা যায় আরএসএস-এর প্রচারকদের। এই নৃশংসতা, পাশবিকতা, বর্বরতার অন্য নামই 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার।উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে মহিলাদের সুরক্ষার চিহ্নমাত্র নেই। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের, মুসলমান মহিলা চিকিৎসকের হিজাব টেনে খুলে দেওয়ার মতো অসভ্যতার সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি। উড়িষ্যায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ভবানী শঙ্কর দাস। ভারতের কুস্তিগীররা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের ব্রীজভূষণ শরণ সিং-এর নামে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছিল। কিছুদিন আগে বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশের রিবা জেলায় দুই মহিলা অভিযোগ করেন, রাজেশ সিং নামক একজন ব্যক্তি তাঁদের জমি দখল করে সেই জমিতে রাস্তা তৈরি করছিলেন। প্রতিবাদ করার 'শাস্তিস্বরূপ' দুই মহিলাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দিতে চায় রাজেশ ও তার অনুচরবর্গ। সম্প্রতি বিহারের একটি হাড়হিম করা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। অনেকে তা দেখেছেন, অনেকে দেখেননি। আমিও দেখিনি। ছবি দেখেছি। ছবিটা এতটাই রোমহর্ষক যে ভিডিওটা দেখার সাহস হয়নি। বিহারের নালন্দা জেলার এক যুবতী পাড়ার দোকান থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়িতে তাঁর দুই সন্তান। স্বামী কর্মসূত্রে থাকেন মহারাষ্ট্রের নাসিকে। ফিরতি পথে আচমকা তিন যুবক মেয়েটিকে ঘিরে ধরে। সর্বসমক্ষে তাঁর জামাকাপড় টেনেহিঁচড়ে খুলতে শুরু করে এবং গণধর্ষণের চেষ্টা করে। দর্শকেরা কেউ কেউ এই ঘটনা ক্যামেরা বন্দী করলে, অভিযুক্ত যুবকেরা আরো ভালোভাবে ভিডিও বানাতে বলে। জান্তব উল্লাসে মেতে ওঠে তাঁরা। কী ভয়ানক সেই আনন্দাতিশয্য! অনাদিকাল থেকে দেখছি, বিজেপি ও বিজেপির জোটসঙ্গীরা খুল্লামখুল্লা ধর্ষকদের পক্ষ নেয়। আমরা দেখেছি, কাশ্মীরে আসিফার ধর্ষকদের পক্ষে ভারতীয় পতাকা হাতে বিজেপির মিছিল, গুজরাট দাঙ্গায় গণধর্ষণের শিকার হওয়া বিলকিস বানোর ধর্ষকদের ফুল-মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া, ব্রীজভূষণের মতো যৌন-নিপীড়কদের ক্ষমতার জোরে বাঁচানোর চেষ্টা সহ আরো আরো নিদর্শন। ২০১৩ সালে যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, নারীরা স্বাধীনতার যোগ্য নয়। নারীরা পুরুষের মতো হলে সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। আদিত্যনাথরা ভারতীয় সংবিধানের বদলে 'মনুসংহিতা' চায়। যে মনুসংহিতা নারীদের শরীরের উপর পুরুষের কতৃত্ব কায়েম করে। মনুসংহিতার বহু শ্লোকে বলা হয়েছে, নারী, শূদ্র এবং পশু সমতুল্য। মনুর মতে, নারীর জ্ঞান আরোহন, শিক্ষা অর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই, বিবাহ, পতিসেবা, আর বংশবৃদ্ধি করাই মহিলাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে কর্মক্ষেত্রে যৌন-হেনস্তা বিরোধী ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি -র ক্ষমতা খর্ব করেছে। প্রায় সর্বত্র কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত পছন্দসই ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই কমিটি। যার ফলে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনা অধিকাংশ সময় নথিভুক্ত হয় না, অথবা নথিভুক্ত হলেও সঠিক পদ্ধতিতে তদন্ত হয় না। নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থায় আইসিসি গঠন আর বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়াও, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলিতে 'লাভ-জিহাদ' বিরোধী আইন এনে নারীদের সঙ্গী নির্বাচনের অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এর দরুন নারীর যৌনতার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ সসরাসরিভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই আইনের প্রণেতারা মনে করেন, মেয়েরা মুক্ত মনে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না। তাই বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু যুবতী এবং মুসলমান যুবকের সম্মতিসূচক বিবাহের পরেও 'অনার কিলিং'-এর মতো অমানবিক ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটতে দেখা যায়। এই লেখা যাঁরা পড়ছেন, আমার ধারণা ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের ঘটনা তাঁদের সকলের জানা। কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া এবং চিকিৎসককে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। অধ্যক্ষ সহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ আমাদের সামনে আসে। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ বিচারের দাবিতে পথের দখল নেয়। তাঁরা রাত জাগে। নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা মেয়েরা, এই ঘটনার সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করার পাশাপাশি, ধর্ষণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি তোলে। গোটা বাংলাই চেয়েছিল এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিচার হোক। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার মেয়েরা ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে পানিহাটী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন আরজিকর-এর নির্যাতিতার মা, শ্রীমতি রত্না দেবনাথ। ভোটে দাঁড়ানোর পর থেকে তৃণমূলের পাশাপাশি বামেদেরও তুলোধোনা করছেন রত্না দেবনাথ। সন্তানহারা মায়ের প্রতি সংবেদনশীলতা বজায় রেখে ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করা জরুরি বলে মনে হয়। একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে-কর্মক্ষেত্রে, ট্রেনে-বাসে, এমনকি নিজের বাড়িতে নারীদের যৌন-হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা, অপহরণ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এ'রাজ্যেও ঘটে, অন্যদিকে তেমনই প্রতিবাদী জনতা নিশ্চিত অন্য রাজ্যগুলিতেও আছে। তাদেরও সরকারের উপর ক্ষোভ আছে। তারাও রাস্তায় নামে। কিন্তু এই এত বড় লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরিবেশ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে আছে তো? আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিই, 'জাস্টিস ফর আরজিকর' আন্দোলন চলাকালীন মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে বছর চারেকের দুই ছাত্রী যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। এই নিন্দনীয় ঘটনার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিল, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জনের নামে এফআইআর দায়ের করে মহারাষ্ট্র পুলিশ। এই ৩০০ জনের মধ্যে আবার ৪০ জনকে গ্রেফতারও করে। পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলনের মাটি, লড়াইয়ের মাটি। এই ভিটেতে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে মানুষ লড়তে জানে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আজও আন্দোলন চলছে। কিন্তু বিজেপির ফ্যাসিবাদী চরিত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুখতে সবকিছু করতে পারে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দমনে ওঁরা ফার্স্ট বয়।যে অঞ্চলে রত্না দেবনাথ বিজেপির হয়ে লড়ছেন, সেই পানিহাটিতেই ২০২৪ সালে ১০৯ নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি স্পন্দন দাশের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি এই ভোটের ডামাডোলের বাজারে, জলপাইগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ভেতরেই এক বিজেপি কর্মী মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণ করে। এই কোনো ঘটনাই কি রত্না দেবনাথের চোখে পড়েনি? আজ এই দুর্দিনে, যে বা যাঁরা নারীবিদ্বেষী বিজেপির পক্ষে, আমার লিঙ্গপরিচয় আমাকে তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতি দেখানোর অনুমতি দেয় না।

তাই বর্তমান বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে, রত্না দেবনাথের রাজনৈতিক পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনি বিজেপির প্রার্থী। আরজিকর-এর ঘটনায় সাধারণ মানুষ সহ বাম-প্রগতিশীলদের লড়াইকে যিনি অস্বীকার করেন। পরিবর্তে, ধর্ষকরাজ বলবৎ করতে চাওয়া বিজেপিকে নির্দ্বিধায় সুবিধা করে দেন। বলাবাহুল্য, হাজার হাজার আসিফার মায়ের কান্না যাঁর কানে পৌঁছায়না, তাঁর বধিরতাকেই বিজেপি এ'বারের নির্বাচনে ঢাল করেছে।

তবু আমার বিশ্বাস, সারা বাংলার মেয়েরা নিজেদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে নারীবিদ্বেষী বিজেপিকে এ'বারও প্রত্যেকবারের মতো ভোট দেবে না। বাংলা যাতে উত্তরপ্রদেশ না হয়, তাঁর দায়ভার কাঁধে তুলে নিক বাংলার আমজনতা। ভোটের ময়দানে গণদেবতার রায়ই হবে একমাত্র যথার্থ উত্তর। সৌ ঃ সহমন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

মুর্শিদাবাদের নবাবী স্থাপত্যের রক্ষকদের বেতনে মাত্র ৯ টাকা !

কেন্দ্রকে কড়া নোটিশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মাসিক বেতন ৭ টাকা বা ৯ টাকা! মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক খোশবাগ-সহ বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের ২৬ জন কর্মীর এই অবিশ্বাস্য নামমাত্র পারিশ্রমিক দেখে রীতিমতো বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই অমানবিক বেতন কাঠামো নিয়ে তীব্র বিস্ময় প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এনডিএ সরকারের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত।

আগামী ৪ মে মামলার পরবর্তী শুনানি। ঘটনার সূত্রপাত ১৯৯৭ সালে। ওই বছর মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন নবাবী স্থাপত্য ও কবরস্থানে ২৬ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের সময় থেকেই তাঁদের বেতন ছিল নামমাত্র। মামলার নথি অনুযায়ী, বর্তমানে একজন সুপারিনটেনডেন্ট মাসে পান ১৫ টাকা।

মালির বেতন ৯ টাকা, চাপরাশি ও কারির বেতনও মাত্র ৯ টাকা। এমনকি ৫ টাকা বা ৭ টাকা বেতন পাওয়ার নজিরও রয়েছে এখানে। ২০০০ সাল থেকে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানালেও কেন্দ্র বা রাজ্য; কোনও পক্ষই কর্ণপাত করেনি। শেষে গত বছর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কর্মীরা। মামলাকারীদের আইনজীবী সারওয়ার জাহান ও সায়ন্তন হাজরা জানান, ২০১২ সাল পর্যন্ত বারবার দরবার করার পর কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয়, ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, 'পলিটিকাল পেনশন' ব্রিটিশ নিয়ম অনুযায়ী বাড়ানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই কর্মীরা ব্রিটিশ আমলের সেই পুরনো ভাতা বা পেনশন নিয়মেই আজও আটকে আছেন। রাজ্য সরকার আদালতকে সাফ জানিয়েছে, বিষয়টি কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় তাদের কিছু করার নেই। বাংলার নবাবী ইতিহাসের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। নবাব আলিবর্দি খাঁ বা সিরাজউদ্দৌল্লার স্মৃতিবিজড়িত খোশবাগ এবং ভাগীরথী তীরের শতাব্দীপ্রাচীন স্থাপত্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এই স্বল্পবেতনভোগী কর্মীরাই। অথচ তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি ন্যূনতম সম্মানজনক পারিশ্রমিক। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,

আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এমন বেতন ভাবা যায় না। ব্রিটিশ আমলের অজুহাতে কেন এখনও বেতন কাঠামো সংশোধন করা হয়নি, তা জানতেই কেন্দ্রকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যের কারিগরদের পেটে টান পড়ার এই করুণ চিত্র এখন আইনি লড়াইয়ের কেন্দ্রে। আদালত দেখতে চায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে দাঁড়িয়ে কীভাবে মানুষ মাসে ৯ টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবতে পারে। কেন্দ্রের উত্তরের অপেক্ষায় এখন ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের এই অবহেলিত কর্মীরা।

বিতর্কের মাঝেই ফলতায় বিডিও বদল

নয়া জামানা, ফলতা ঃ ভোটের আগের রাতেই নাটকীয় পটপরিবর্তন ফলতায়। দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ নির্বাচনের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে সরিয়ে দেওয়া হল ফলতার জয়েন্ট বিডিও সৌরভ হাজরাকে। বুধবার রাতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন এই কড়া নির্দেশ দিয়েছে। সৌরভ হাজরা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা এআরও পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে তড়িঘড়ি সরিয়ে পুরুলিয়া সদরে জয়েন্ট বিডিও হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন বর্তমানে ওএসডি পদে কর্মরত রম্য ভট্টাচার্য। ফলতার এই রদবদল নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নেপথ্যে উঠে আসছে উত্তরপ্রদেশের আইপিএস তথা পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসেবে পরিচিত এই আইপিএস অফিসারের সঙ্গে জয়েন্ট বিডিওর সংঘাতের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এই বদলির সঙ্গে আইপিএস বিতর্কের সরাসরি কোনো যোগ নেই বলে দাবি করেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এনকাউন্টার স্পেশালিস্টের সঙ্গে মতান্তরই কাল হল বিডিওর।

ঘটনার সূত্রপাত আইপিএস অজয় পাল শর্মার একটি ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে। যেখানে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির এলাকায় গিয়ে তাঁকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায়। সেই ভিডিয়োতে ওই আইপিএস বলেন, 'কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে, তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শুধু তাই নয়, মেজাজি ভঙ্গিতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'জাহাঙ্গিরকে শুধরে যেতে বলুন, না-হলে পরে কাঁদতে হবে।' এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক অন্দরে। পুলিশ পর্যবেক্ষকের এই 'সিংহম' অবতার মেনে নিতে পারেনি তৃণমূল শিবির। জাহাঙ্গির খান পাল্টা তোপ দেগে বলেন, 'আমি ভয় পাওয়ার মানুষ নই।' এরপরই ওই আইপিএসের কনভয় ঘিরে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অরূপ বিশ্বাসও। এই উত্তপ্ত আবহেই সৌরভ হাজরাকে সরানোর নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। একদিকে যখন বদলির হিড়িক, অন্যদিকে তখন কড়া বার্তা দিয়েছেন বিশেষ ভোট পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। ভুয়ো ভোট রুখতে কমিশনের কড়া নজরদারির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বারবার অনুরোধ করছি, ভুয়ো ভোট দেওয়ার অ্যাডভেঞ্চার করবেন না।' তিনি সতর্ক করেছেন যে এবার ওয়েবক্যামে ছবি থেকে যাবে।

ভোট মিটে গেলে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে আইনি মামলা হবে। যার শাস্তি এক বছরের জেল। সব মিলিয়ে শেষ দফার ভোটের আগে ফলতা এখন কার্যত বারুদাগার। বিডিও বদল এবং আইপিএস বিতর্কের ছায়ায় কাল কী হয়, সেদিকেই এখন সবার নজর। কমিশনের এই সক্রিয়তা ও কড়া মনোভাব শাসক শিবিরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শেষবেলার এই বদল ও হুঁশিয়ারি কি ভোটের ফোর্সে প্রভাব ফেলবে? উত্তর দেবে আজকের ভোট যুদ্ধ।

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার, কমিশনের পদক্ষেপে ফের কোর্টে কল্যাণ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের 'ট্রাবল মেকার' তালিকায় কোপ বসাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই গুরুতর অভিযোগ তুলেই মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, আদালতের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের প্রায় ৩৫০০ জন কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। শেষ দফার ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের আইনি লড়াই চরমে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তালিকা প্রকাশ করে ৩৫০০ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে কমিশন। এই প্রেক্ষিতেই দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মূলত প্রথম দফার মামলার রায়কে অগ্রাহ্য করার অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। ভোটের আগে অশান্তি রুখতে 'ট্রাবল মেকার' বা গোলমাল পাকানোর আশঙ্কায় থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে দ্বিতীয় দফার দু'দিন আগে পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে মোট ১৫৪৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারির নিরিখে সবার উপরে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা, সেখানে গ্রেফতার ৪৭৯ জন। এ ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনায় ৩১৯ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৪৬ জন, হুগলিতে ৪৯ জন এবং নদিয়ায় ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ঢালাও এই গ্রেফতারি নিয়ে এর আগেই কড়া অবস্থান নিয়েছিল হাই কোর্ট। প্রথম দফার ভোটের আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার প্রেক্ষিতে আদালত জানিয়েছিল, শুধুমাত্র 'ট্রাবল মেকার' তকমা দিয়ে নির্বিচারে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা সীমাহীন নয়। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই সময় জানিয়েছিল, 'শুধুমাত্র 'ট্রাবল মেকার' বলে চিহ্নিত করে ঢালাও নির্দেশ দেওয়া প্রাথমিক ভাবে ভুল। নাগরিকের স্বাধীনতা শুধুমাত্র আইন অনুযায়ীই সীমিত করা যায়। কেউ যদি অপরাধ করে, পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে। সতর্কতামূলক ভাবে কাউকে আটক করতে হলেও নির্দিষ্ট বিধি মেনেই করতে হবে।' এই স্থগিতাদেশের পরেও কেন কমিশন ফের সক্রিয় হল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। শেষ দফার আগে হাই কোর্টের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। কমিশনের এমন পদক্ষেপে তৃণমূলের ৮০০ কর্মীকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল আগের দফাতেই। এবার ৩৫০০ জনের বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপের অভিযোগ মামলার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল।

মুর্শিদাবাদের নবাবী স্থাপত্যের রক্ষকদের বেতনে মাত্র ৯ টাকা !
কেন্দ্রকে কড়া নোটিশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মাসিক বেতন ৭ টাকা বা ৯ টাকা! মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক খোশবাগ-সহ বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের ২৬ জন কর্মীর এই অবিশ্বাস্য নামমাত্র পারিশ্রমিক দেখে রীতিমতো বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই অমানবিক বেতন কাঠামো নিয়ে তীব্র বিস্ময় প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এনডিএ সরকারের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। আগামী ৪ মে মামলার পরবর্তী শুনানি। ঘটনার সূত্রপাত ১৯৯৭ সালে। ওই বছর মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন নবাবী স্থাপত্য ও কবরস্থানে ২৬ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের সময় থেকেই তাঁদের বেতন ছিল নামমাত্র। মামলার নথি অনুযায়ী, বর্তমানে একজন সুপারিনটেনডেন্ট মাসে পান ১৫ টাকা। মালির বেতন ৯ টাকা, চাপরাশি ও কারির বেতনও মাত্র ৯ টাকা। এমনকি ৫ টাকা বা ৭ টাকা বেতন পাওয়ার নজিরও রয়েছে এখানে। ২০০০ সাল থেকে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানালেও কেন্দ্র বা রাজ্য; কোনও পক্ষই কর্ণপাত করেনি। শেষে গত বছর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কর্মীরা। মামলাকারীদের আইনজীবী সারওয়ার জাহান ও সায়ন্তন হাজরা জানান, ২০১২ সাল পর্যন্ত বারবার দরবার করার পর কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয়, ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, 'পলিটিকাল পেনশন' ব্রিটিশ নিয়ম অনুযায়ী বাড়ানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই কর্মীরা ব্রিটিশ আমলের সেই পুরনো ভাতা বা পেনশন নিয়মেই আজও আটকে আছেন। রাজ্য সরকার আদালতকে সাফ জানিয়েছে, বিষয়টি কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় তাদের কিছু করার নেই। বাংলার নবাবী ইতিহাসের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। নবাব আলিবর্দি খাঁ বা সিরাজউদ্দৌল্লার স্মৃতিবিজড়িত খোশবাগ এবং ভাগীরথী তীরের শতাব্দীপ্রাচীন স্থাপত্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এই স্বল্পবেতনভোগী কর্মীরাই। অথচ তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি ন্যূনতম সম্মানজনক পারিশ্রমিক। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এমন বেতন ভাবা যায় না। ব্রিটিশ আমলের অজুহাতে কেন এখনও বেতন কাঠামো সংশোধন করা হয়নি, তা জানতেই কেন্দ্রকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যের কারিগরদের পেটে টান পড়ার এই করুণ চিত্র এখন আইনি লড়াইয়ের কেন্দ্রে। আদালত দেখতে চায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে দাঁড়িয়ে কীভাবে মানুষ মাসে ৯ টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবতে পারে। কেন্দ্রের উত্তরের অপেক্ষায় এখন ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের এই অবহেলিত কর্মীরা।

একার হাতেই বাম-দুর্গ চূর্ণ করার কারিগর পুলক রায়

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ প্রায় একক প্রয়াসেই লাল দুর্গকে দুরমুশ করে মৃত্তিকা গহ্বরে রচিত মৃত্যুশয্যায় সমাধিস্থ করে দিয়েছিলেন এক দৃঢ়চেতা ও ক্ষুরধার মস্তিষ্কের আপাদমস্তক কর্মকুশলতা সম্পন্ন তৃণমূল নেতা পুলক রায়। সেটা ছিল ২০১১ সাল। তখন হাওড়া জেলার বাগনান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, আমতা, উদয়নারায়ণপুর সহ বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলি ছিল সিপিআই(এম) সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের হাতে। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পুলক রায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী আহমেদ কুতুবুদ্দিন শেখ-কে ১১ হাজার ৮৩২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। উল্লেখ্য, ১৭৮ উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি ২০১১ সালে গঠিত হয়। আগে কেন্দ্রটি ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পুলক রায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী আহমেদ কুতুবুদ্দিন শেখ-কে ৩৫ হাজার ৩৪৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পুলক রায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী পাপিয়া দে (অধিকারী)-কে ২৮ হাজার ৪৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। পুলক রায়কে অনেকেই বামফ্রন্টের দীর্ঘদিনের আধিপত্য ভাঙার কারিগর বলে মনে করেন। বর্তমানে পুলক রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী।

মেয়রের বাড়িতে মাঝরাতে হানা, ফিরহাদকে পুলিশের 'হুঁশিয়ারি'

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের মুখে উত্তপ্ত শহর। সোমবার গভীর রাতে খাস কলকাতায় রাজ্যের মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে অতর্কিতে হাজির হলেন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সূত্রের খবর, খোদ মেয়রের চেতলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে কার্যত 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে এসেছেন ওই আধিকারিক। এলাকায় ভোট সামান্য বিঘ্নিত হলেও যে 'কড়া পদক্ষেপ' নেওয়া হবে, তা সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ফিরহাদকে। ভবানীপুর কেন্দ্রে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই ছিল নজর। এই নজিরবিহীন ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফিরহাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও বাহিনী। মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে চান ওই আধিকারিক। তাঁদের কথোপকথনে উঠে আসে ভোট পরবর্তী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ মহলে জানান, পুলিশ পর্যবেক্ষকের পক্ষ থেকে 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে বলা হয়েছে, 'ওই এলাকায় ভোট যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়। কোনও রকম অশান্তি তিনি বরদাস্ত করবেন না। যদি কোথাও কোন অশান্তির ঘটনা ঘটে, তবে তিনি কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন।' পাল্টা জবাবে মেয়রও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। পুলিশ আধিকারিককে তিনি জানান, চেতলা এলাকায় এর আগে কখনও অশান্তি হয়নি, এবারও হওয়ার প্রশ্ন নেই। ফিরহাদের কথায়, তাঁর বাড়ি কলকাতা পুরসভার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে যা ভবানীপুর বিধানসভার অন্তর্গত। এই কেন্দ্রে প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ফিরহাদ নিজে কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। তাই ভোটের দিন তিনি নিজের নির্বাচনী এলাকাতেই থাকবেন বলে আধিকারিককে জানিয়ে দেন। ভোটের লড়াইয়ে ভবানীপুর এখন হাইপ্রোফাইল কেন্দ্র। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এই কেন্দ্রে একবিন্দু রক্তপাত এড়াতে মরিয়া কমিশন। সেই লক্ষ্যেই কি মেয়রের বাড়িতে রাতের হানা?

প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এক মামলার শুনানিতে তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যের এক মন্ত্রীর বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশ হানা দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের 'ট্রাবল মেকার' তালিকায় নাম প্রকাশ নিয়ে চলা বিতর্কের মাঝে এই ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে মেয়রের বাড়িতে রাতের সফর ঘিরে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ফাইল ফটো।

জেলায় জেলায় এনআইএ হানা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ঠিক আগের দিন ফের খবরের শিরোনামে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি থেকে নদিয়া; দ্বিতীয় দফার মহারণের আগে রাজ্যের একাধিক জেলায় চিরুনি তল্লাশিতে নামল তারা। মূলত স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতেই জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এনআইএ-র ছোট ছোট দল বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে শুরু করেছে এই অভিযান।

তদন্তকারীদের নজরে মূলত বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক। এনআইএ-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভোটের মুখে তাজা বোমা বা গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনার কিনারা করতেই এই তৎপরতা। তাঁর কথায়, 'ভোটের আগে বা ভোটের দিন বা ভোটের পরে অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পেলে, তা খতিয়ে দেখতে তৎপর এনআইএ।' নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আগে থেকেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকা তল্লাশি চালাচ্ছে। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তদন্তের রাশ এখন এনআইএ-র হাতে। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের অভিযানে উত্তর কাশীপুরের মাঝেরহাটে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ৭৯টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পাওয়া যায় বোমা তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই তদন্তভার তুলে দেয় এনআইএ-র হাতে। সেই সূত্র ধরেই এই সক্রিয়তা। রাজ্যের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ মারণাস্ত্র ও গোলার হদিস পেতে মরিয়া গোয়েন্দারা। অশান্তি রুখতে এনআইএ-র এই ঝটিকা সফর ভোট-আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল। সব মিলিয়ে ভোটের আগের দিন রাজ্যজুড়ে টানটান উত্তেজনা। প্রতীকী ফটো।

ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র, ভোট দেবেন আরও ১৪৬৮ জন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে ফের বদলে গেল বাংলার ভোটার তালিকা। ট্রাইবুনালে আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়ার পর নতুন করে ১৪৬৮ জনের নাম যুক্ত করল নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালতের বিশেষ ছাড়পত্র মেলায় বুধবার দ্বিতীয় দফার লড়াইয়ে এই নতুন ভোটাররা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তালিকায় এই বিপুল সংযোজনের পাশাপাশি ৬ জনের নাম বাদও দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাজ্যের সাত জেলার ১৪২টি আসনে মেগা নির্বাচন। কমিশনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ভোটের নির্দিষ্ট সময় আগে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' বা স্থির হয়ে যায়। তবে এবারের ভোটে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক বিশেষ সংস্থান রাখা হয়েছিল। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, 'ভোটের দু'দিন আগেও ট্রাইবুনাল যে সমস্ত নামের নিষ্পত্তি করবে এবং যাঁদের ভোটার হিসাবে ছাড়পত্র দেবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।' মূলত সোমবার পর্যন্ত চলা আইনি লড়াই ও আবেদনের ফয়সালার ভিত্তিতেই এই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর প্রায় ৬০ লক্ষ নাম বিবেচনাধীন বা 'হোল্ড' তালিকায় ছিল। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের স্ক্রুটিনিতে বহু নাম 'অযোগ্য' ঘোষিত হয়েছিল। সেই সময় আদালত জানিয়েছিল, সংক্ষুব্ধ ভোটাররা চাইলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে পারবেন। সেই ট্রাইবুনালেই নিজেদের নথিপত্র পেশ করে শেষ পর্যন্ত 'পাশ' করেছেন এই ১৪৬৮ জন নাগরিক।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

ভোটের ফল ঘোষণার আগেই রঙের উৎসব, সবুজ-গেরুয়া-লাল আবিরের চাহিদা তুঙ্গে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেও ফলাফল ঘোষণা এখনও বাকি।

তবে হার-জিতের লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই শিলিগুড়ির বাজারে শুরু হয়েছে রঙের উৎসব। জয় উদযাপনের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে শিলিগুড়ির পাইকারি ও খুচরো বাজারে বিভিন্ন রঙের আবিরের চাহিদা আকাশছোঁয়া। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বিশেষ করে সবুজ, গেরুয়া এবং লাল, এই তিন রঙের আবিরের বিক্রি সবথেকে বেশি। রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও কর্মীরা ফল ঘোষণার দিন বিজয় উৎসব পালনের জন্য এখন থেকেই আবির কিনে মজুত করতে শুরু করেছেন। শিলিগুড়ির বাজার থেকে এই আবির কেবল শহরেই নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তেও সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে মানভেদে আবিরের দাম কেজি প্রতি প্রায় ১০০ টাকা। তবে সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধার্থে ১৫ টাকার ছোট প্যাকেটও দেদার বিক্রি হচ্ছে। সব মিলিয়ে ফলাফল ঘোষণার আগেই এক অদ্ভুত উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে শহরজুড়ে।

এখন শুধু দেখার অপেক্ষা, শেষ পর্যন্ত কোন রঙের আবিরে রঙিন হয় শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রাজপথ।

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে, আলিপুরদুয়ারে ঝটিকা অভিযানে টাস্ক ফোর্স

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান দাম এবং বাজারের অস্থিরতা রুখতে এবার সরাসরি ময়দানে নেমেছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের প্রধান বাজারগুলিতে টাস্ক ফোর্সের পক্ষ থেকে ঝটিকা অভিযান চালানো হয়। কিষান মন্ডি, বড় বাজার থেকে শুরু করে নিউটাউন বাজার, প্রতিটি প্রান্তে এদিন চলে কড়া তল্লাশি। মূলত পাইকারি ও খুচরো বাজারের দামের পার্থক্য খতিয়ে দেখতেই এই ঝটিকা সফর। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পকেটে স্বস্তি ফেরানোই ছিল অভিযানের লক্ষ্য। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ বীরপারা স্থিত কিষান মন্ডি, আলিপুরদুয়ার বড় বাজার ও নিউটাউন বাজারে হানা দেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। সাম্প্রতিক সময়ে সবজি থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামে যে অসংগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতেই এই উদ্যোগ। বিশেষত, পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারের দরের মধ্যে যে বড় পার্থক্য দেখা দিচ্ছে, তা নিয়ন্ত্রণ করতেই এদিন সক্রিয় ভূমিকা নেয় টাস্ক ফোর্স। এদিনের অভিযানে শুধুমাত্র দামের ওপর নজরদারিই নয়, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। বহু ব্যবসায়ী লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, অবিলম্বে যথাযথ নথিপত্র এবং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। অনিয়ম করলে ভবিষ্যতে কঠোর আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে ব্যবসায়ীদের। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই নজরদারি কেবল আজকের জন্য নয়, আগামী দিনেও জারি থাকবে। অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি রুখতে এবং ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাজার মনিটরিংয়ের কাজ নিয়মিতভাবে চালানো হবে।

নাগরাকাটায় রাত হলেই ‘অদৃশ্য’ ঢিল বৃষ্টি!

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাত আটটা বাজলেই শুরু হয় সেই তাণ্ডব। চারিদিক শুনশান, অথচ হঠাৎ করেই বৃষ্টির মতো ঢিল এসে পড়ছে বাড়ির টিনের চালে। গত এক সপ্তাহ ধরে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া বাজার সংলগ্ন ফকিরধুরা গ্রাম যেন কোনো এক রহস্যময় ঘাতকের নিশানায়। এই অদৃশ্য ঢিল বৃষ্টির জেরে গ্রামের একাধিক বাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাত হলেই এক অদ্ভুত আতঙ্ক গ্রাস করছে ফকিরধুরাকে। স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল হকের দাবি, রবিবার রাতে বাড়িতে গাড়ি রাখতে গিয়ে তিনি দেখেন আচমকা ঢিল পড়তে শুরু করেছে। কোথা থেকে এই ঢিল আসছে, তা কারও মাথায় ঢুকছে না। নিজের দামী গাড়িটিকে বাঁচাতে তিনি এখন সেটি স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালের মাঠে রেখে আসছেন। একই অভিজ্ঞতা রুবেল হকেরও। তাঁর বাড়ির চালও এখন চালুনির মতো ফুটো। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে এলাকার পড়ুয়ারা। স্থানীয় ছাত্রী স্নেহা পারভিন জানায়, রাত আটটার পর আর ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস পাই না। অনবরত ঢিল পড়ার শব্দে পড়াশোনায় মন বসানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ঘরবাড়ি নয়, রাস্তার লোকজনের গায়েও এসে পড়ছে সেই ঢিল। রহস্য উদঘাটনে নাগরাকাটা থানার পুলিশ গ্রামে নজরদারি বাড়ালেও সমাধান মিলছে না। অন্ধকার গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ এই কাজ করছে কিনা, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আপাতত ফকিরধুরা গ্রামের বাসিন্দাদের রাত কাটছে আতঙ্কে, আর পুলিশের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারা এই অদৃশ্য আক্রমণকারী, তা খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মাল ব্লকের গুর্জংঝোরা চা বাগানে রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

নয়া জামানা, বানারহাট ঃ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন শেষ হতেই মাল ব্লকের রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত গুর্জংঝোরা চা বাগান এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। বাগানের বালি লাইন থেকে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ লড়াই ও আন্দোলনের পর এই রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছে এবং সরকারি শিডিউল মেনে কাজ করা হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাস্তা তৈরির সাথে সাথেই তা ফের উঠে যেতে শুরু করেছে। সোমবার সকাল থেকেই চা বাগানের কাজ বন্ধ রেখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইঞ্জিনিয়ার দিওয়াকর লামা, স্থানীয় পঞ্চায়েত

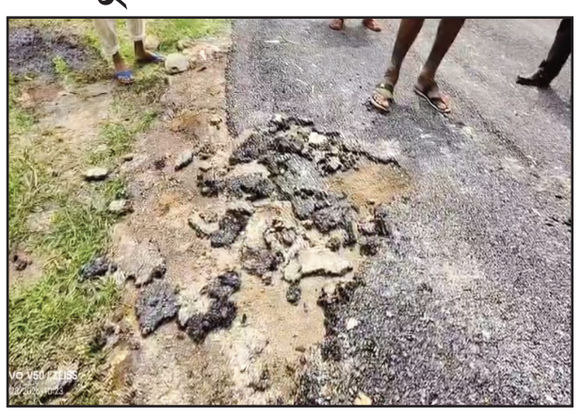

সদস্য দিল ভঞ্জন নায়েক, উজ্জ্বল ওঁরাও এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কাঞ্ছা রানা। তাঁরা আসতেই গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন। নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ রাখা হয়।

অবশেষে ইঞ্জিনিয়ার দিওয়াকর লামা এবং তৃণমূল নেতা কাঞ্ছা রানা স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেন যে, কাজের গুণমানের সাথে কোনো আপস করা হবে না এবং নিয়ম মেনেই রাস্তা তৈরি করা হবে। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। তবে এলাকার মানুষের দাবি, ভবিষ্যতে কাজের ওপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে যাতে সরকারি অর্থের অপচয় না হয়।

ফালাকাটায় বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ বেআইনি মদ সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ফালাকাটা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শীর্ষেন্দু সরকার। ভোটের জন্য ধাপে ধাপে বন্ধ থাকছে মদের দোকান। সেই সুযোগে নিজের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ দেশি, বিলিতি মদ ও বিয়ার মজুত করা হয়েছিল। চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছিল ওই মদ। অভিযানে মোট ২০০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত বেআইনি মদের কারবারীকে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার আদালতে চালান করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেপ্তার দম্পতি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শিলিগুড়িতে মাদকের কারবার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার-সহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করল সাদা পোশাকের পুলিশবাহিনী। বিশ্ববাংলা গেট সংলগ্ন কাওয়াখালি এলাকা থেকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় তাঁদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে একটি স্কুটিতে করে যাচ্ছিলেন এমডি জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী সাবো বেগম। কাওয়াখালি এলাকায় পুলিশের বিশেষ দল তাদের পথ আটকায়। দম্পতির আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাঁদের স্কুটিটি তল্লাশি শুরু করে। স্কুটির ডিকি খুলতেই উদ্ধার হয় প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার হওয়া এই মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিক অনুমান। প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, তাঁরা বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে এই মাদক সংগ্রহ করে শিলিগুড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিলেন। তবে শিলিগুড়ি শহরের কোন এলাকায় এবং কার কাছে এই মাদক পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতরা পেশাদার অপরাধী এবং এর আগেও অসামাজিক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। আজ ধৃত জাহাঙ্গীর ও সাবো বেগমকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। মাদক চক্রের মূল মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পুলিশ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে। এই পাচারচক্রে আরও বড় কোনো গ্যাং জড়িত রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই এখন পুলিশের প্রধান লক্ষ্য।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কোচবিহারে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পুলিশের রুটমার্চ

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থা বজায় রাখতে কোচবিহার জেলা পুলিশ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা। মঙ্গলবার দিনহাটার পেটলা ও মাতালহাট এলাকায় এই রুটমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। রুটমার্চে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং। তিনি নিজে এলাকায় উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন। তিনি জানান, প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং কোনোভাবেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে দেওয়া হবে না। এদিন রুটমার্চ চলাকালীন পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর

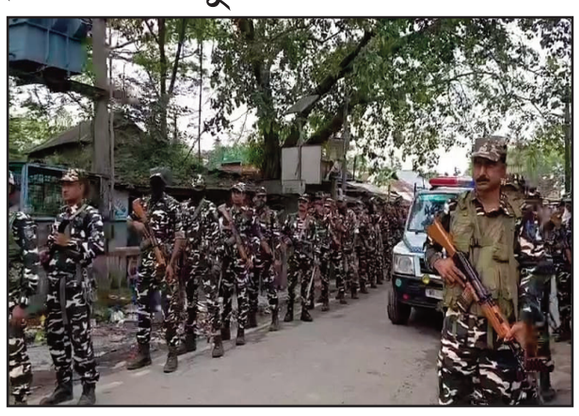

জওয়ানদের সক্রিয় উপস্থিতি নজরে পড়ে। এলাকাজুড়ে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিটি সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে গোটা জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রুটমার্চ শেষে পুলিশ সুপার বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই বিশেষ অভিযান চলছে। কোথাও কোনো ধরনের অশান্তির খবর পাওয়া গেলে দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাংলা আবাস যোজনায় ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ কুমারগঞ্জে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলা আবাস যোজনার ঘর তৈরিকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েতের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল কুমারগঞ্জে।

সোমবার কুমারগঞ্জ ব্লক অফিসে গিয়ে জয়েন্ট বিডিও-এর কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন সমজিয়া পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযোগকারী গৃহবধূ বিউটি বেগম জানান, তারা গোটা পরিবার নিয়ে বাইরের রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। সরকারি বাংলা আবাস যোজনায় আবেদন করার পর তাঁর নামে একটি বাড়ি বরাদ্দ হয়। তালিকায় নাম আসার পর প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমাও পড়ে। কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার পরই পঞ্চায়েতের দুই কর্মী তন্ময় বসাক ও সহিদুল মোল্লা একাধিকবার তাঁর কাছে ঘুষ দাবি করেন বলে অভিযোগ। বিউটি বেগমের দাবি, তাঁকে মোট ৩০ হাজার টাকা দিতে বলা হয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রথম কিস্তির টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর থেকেই বারবার ফোন করে টাকা দাবি করা হচ্ছিল। এইদিকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে এক সমস্যার কারণে টাকা তুলতেও পারছেন না বলে জানান বিউটি বেগম। বিউটি বেগমের কথায়, আমরা বহুদিন ধরে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করি।

আমাদের কৃষ্ণপুরের বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য। ভোট দিতে কয়েকদিন আগে গ্রামে ফিরেছি। কিন্তু অ্যাকাউন্ট লক থাকায় ঘরের কাজ শুরু করতে পারছি না। তিনি আরও জানান, এই ঘুষ চাওয়ার বিষয়টি পঞ্চায়েত প্রধান সহ একাধিক জায়গায় জানানো হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়েই শেষপর্যন্ত ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ জমা দেন তিনি। অভিযোগপত্রে তিনি সেই ফোন নম্বরগুলিও উল্লেখ করেছেন, যেগুলি থেকে বারবার টাকা চাওয়া হচ্ছিল বলে দাবি। অভিযুক্ত সহিদুল মোল্লা অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো অভিযোগ। প্রমাণ থাকলে সামনে আনুক। যে কেউ যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। অন্যদিকে তন্ময় বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সমজিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোকারাম হোসেন জানান, তাঁদের কাছেও এই বিষয়ে অভিযোগ এসেছে। তিনি বলেন, ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিষয়টি নিয়ে এখনও আলোচনা করা যায়নি। আগামী ৭ মে এই নিয়ে বৈঠক হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনা প্রসঙ্গে কুমারগঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নাজমুল হক বলেন, অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাজস্থান থেকে ফাটাপুকুরে, বদলে যাওয়া জীবনযাত্রায় এগিয়ে ইরানি সম্প্রদায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গে প্রচুর জনগোষ্ঠী মিলেমিশে থাকেন। সময়ের সঙ্গে প্রচুর জনগোষ্ঠী এই জায়গায় বাইরে থেকে এসে থেকে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সর্বশেষ এসেছেন, তাঁরা হলেন ইরানি। স্থানীয় মতে তাঁদের ইরানি বলে ডাকা হলেও, তাঁরা কেউই ইরান থেকে আসেননি। জানা যায়, তাঁরা রাজস্থানের মরু অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। ধর্ম মতে হিন্দু, শক্তির উপাসক। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন বসতি ফাটাপুকুরের এই ইরানি বস্তি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যার চেহারা বদলেছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এই বস্তিতে প্রায় ২০০টি পরিবার রয়েছে, মোট জনসংখ্যা প্রায় এক হাজার। এই ইরানি সম্প্রদায়ের অন্যতম বান্টি গোয়ালা। এক যুগ আগে ক্রিকেটের হাত ধরে কলকাতায় গিয়েছিলেন বান্টি। অবহেলিত অবস্থা থেকে উঠে এসে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি নামী ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। কলকাতা থেকে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষে ভারতীয় ডাকবিভাগে চাকরিও পেয়েছেন। ছুটি নিয়ে বাড়িতে এলেও কলকাতাতেই এখন ফ্ল্যাট কিনে সপরিবার রয়েছেন। বান্টির ছোট ভাই বংশী গোয়ালাও পড়াশোনায় ভালো ছিলেন।

তিনিও এখন শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ায় শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে উত্তরায়ণে ফ্ল্যাট কিনে, সেখানেই থাকেন। বর্তমানে ইরানি সম্প্রদায়ের পুরুষরা শিলিগুড়িতে কাজ করতে যান বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায়। আবার অনেকে ফাটাপুকুরে দোকান দিয়ে ভালোভাবে সংসার চালাচ্ছেন। মুনিয়া গোয়ালা, রাখি গোয়ালা, শ্যাম সিং গোয়ালা সহ অনেক ইরানি ফাটাপুকুর বাজারে স্টেশনারি, পানের দোকান সহ নানা ধরনের দোকান দিয়ে তাঁদের জীবিকানির্বাহ করছেন। জাতীয় সড়ক থেকে ইরানি বস্তি যাওয়ার মূল রাস্তায় একটি স্টেশনারি দোকান করেছেন রাখি গোয়ালা। বলেন, আমার স্বামী শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে। আমি দোকান করি, এই দিয়ে ভালোভাবেই সংসার চলে যাচ্ছে। ফাটাপুকুর মোড়ের পাশেই দোকান করেছেন শ্যাম সিং গোয়ালা। বললেন, আমাদের সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট ব্যবসা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে সংসার চালাতে এখন আর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কালের নিয়মে অন্যান্য সমাজে মণ্ডল বা মুখিয়া প্রথা উঠে গেলেও এই ইরানি জনগোষ্ঠীর সমাজে কিন্তু এখনও মুখিয়া রয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর মুখিয়া মহিলা এবং পুরুষ, উভয়ই হয়ে থাকে। এরকমই একজন মুখিয়া সরোদিনী সিং গোয়ালা বলেন, বাপঠাকুরদার মুখে শুনেছি, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ বছর আগে রাজস্থান থেকে কোনও এক কারণে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাংলায় চলে আসেন। এখানে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরির পর তাঁরা রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এখানেই থেকে গিয়েছি আমরা। এখানকার বাঙালি এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনেক ছেলের সঙ্গেও আমাদের মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দীপালি রায় বলেন, ইরানি বস্তির এখানকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করে ছোট ছোট ব্যবসা এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে সুন্দরভাবে তাঁদের জীবিকানির্বাহ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিদের সঙ্গে থেকে তাঁরাও এখন বাঙালিদের অনেক আচার-আচরণ পালন করছেন।

দলবিরোধী কাজের অভিযোগে, বিজেপির দুই নেতাকে বহিষ্কার ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ প্রথম দফার নির্বাচনের পর বড়সড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিল ভারতীয় জনতা পার্টি।

দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ময়নাগুড়ি বিধানসভার মন্ডল ৪-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিমাই দাস এবং পদমতি ১-এর জয়কান্ত রায়কে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ময়নাগুড়ির বিজেপি পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করেন মন্ডল ৪-এর সাধারণ সম্পাদক শ্যামল রায় প্রধান।

তিনি জানান, নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে উল্লিখিত দুই নেতা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার পরই দলের পক্ষ থেকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্যামল রায় প্রধান আরও বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজেপি সবসময়ই কঠোর অবস্থান নেয় এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।

ঘটনাকে ঘিরে ময়নাগুড়ির রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ায় সার্ভিস রোডে ধস, মরণফাঁদে আতঙ্কে স্থানীয়রা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড নাকি মরণফাঁদ বুঝতে পারবেন না। বৃষ্টির জলে ধসে গিয়েছে রাস্তার নীচের মাটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গার্ডওয়ালও। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন কান্তিভিটায় চারলেন রাস্তার এমনই হাল নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ঢালু জায়গা হওয়ায় রাস্তার জল ঠিক কান্তিভিটার ওই অংশ দিয়েই নীচু জমিতে যাচ্ছে। জলের কারণে রাস্তার নীচের মাটি ধসে গিয়ে বিপদের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। বিপদ ঠেকাতে ধসে যাওয়া অংশে বালিভর্তি বস্তা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বসানো হয়েছে ট্রাফিক কোণ। বিপদ এড়াতেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশ সংস্কার করছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। উলটো দিকের সার্ভিস রোডেও একই পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করছেন ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায়। তাঁর কথায়, বর্ষার শুরুতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড নাকি মরণফাঁদ বুঝতে পারবেন না। বৃষ্টির জলে ধসে গিয়েছে রাস্তার নীচের মাটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গার্ডওয়ালও। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন কান্তিভিটায় চারলেন রাস্তার এমনই হাল নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ঢালু জায়গা হওয়ায় রাস্তার জল ঠিক কান্তিভিটার ওই অংশ দিয়েই নীচু জমিতে যাচ্ছে। জলের কারণে রাস্তার নীচের মাটি ধসে গিয়ে বিপদের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাচ্চারা ওইপথ দিয়ে সাইকেল নিয়ে বা হেঁটে যাতায়াত করতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়তে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা সাগর রায়, অমিত গোস্বামী আমাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। আমি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ফোনে জানিয়েছি। তবে, তাতে কোনও কাজ হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন প্রধান। তাঁর কথায়, আমরা দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাব। কারণ, যে কেউ দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। এর দায় কে নেবে। স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায়ের কথায়, প্রধানকে বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা গ্রামবাসীরা মিলে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 5

২৯ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

গৌড়বঙ্গে আবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস চাষের জমি, ফসল ও স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা

সাজাহান আলি ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

দক্ষিণবঙ্গে বিধানসভার ভোট নিয়ে চরম ব্যস্ততা ও সরগরম রাজনীতির ময়দান। অন্যদিকে নিম্নচাপের প্রভাবে আবারো মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে সবজি ফসলের বিরাট ক্ষতি ও স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে গৌড়বঙ্গ জুড়ে। মঙ্গলবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ গৌড়বঙ্গের জন্য আবহাওয়ার এমন প্রতিকূল পূর্বাভাস জানানো হয়েছে। ফলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতে একদিকে যেমন স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সবজি, ফসল ও বোরো ধানের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।উত্তর প্রদেশ , বিহার , পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ , আসাম বরাবর যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে তার গতি খুব কম হওয়ায় এই নিম্নচাপ এখনো সরে যায়নি। ফলে আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। নিম্নচাপ জনিত এই বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগামী পাঁচ দিনে ১১৬ মিলিমিটার , উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১০৩ মিলিমিটার এবং মালদা জেলায় ৯১ মিলিমিটারের মতো। আগামী পাঁচ দিন গৌড়বঙ্গের আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি । বৃষ্টিময় এই দিনগুলিতে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলার উপর দিয়ে পূর্ব দিক থেকে ১৪ থেকে ২৪ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইতে পারে ।

এই সময় গৌড়বঙ্গে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৮৮ - ৯২ এবং সর্বনিম্ন ৪১ - ৭১ শতাংশের এর মতো। মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডঃ জ্যোতির্ময় কার ফর্মা জানান , কয়েকদিন আগে যে নিম্নচাপ শুরু হয়েছে সেটি আসাম হয়ে সরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিম্নচাপের গতি কম থাকায় এখনো সে উত্তরবঙ্গ আসাম এলাকাতে বিরাজ করছে। ফলে আগামী পাঁচ দিন গৌড়বঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝিয়ানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জানান , ৩ মে পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তবে ১ মে বিকেল থেকে পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।কিন্তু নিম্ন চাপের অকাল বর্ষণে সবজি ফসলের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মাঝিয়ান কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী (উদ্যান বিদ্যা) ডঃ সিদ্দিকুল ইসলাম। তিনি বলেন , সবজি ফসলের মধ্যে লঙ্কা , বেগুন , শসা , পটল , চাল কুমড়ো , ভেন্ডি , লাল শাক ইত্যাদির জমিতে জল জমে গেলে ভালো রকম ক্ষতি হতে পারে । সেক্ষেত্রে জমিতে নালা কেটে যত দ্রুত সম্ভব জল বের করে দিতে হবে। বৃষ্টির কারণে ধ্বসা রোগ দেখা দিতে পারে।

সেক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক কার্বেনডাজিন বা কপার অক্সিক্লোরাইড কিংবা থিওফানেট মিথাইল জমিতে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে এই ওষুধগুলি যথাক্রমে ২ গ্রাম , ৪ গ্রাম , ১.৫ গ্রাম পরিমাণ প্রতি লিটার জলে মিশ্রিত করে ধ্বসা রোগ প্রতিরোধের জন্য ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া এই বৃষ্টিতে আম , জাম , কাঁঠাল , লিচু ইত্যাদি অর্থকরী ফল গাছ থেকে ঝরে যেতে পারে । এমনকি বোরো ধানের ক্ষেত্রেও শীষে পাতান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । সর্বোপরি নিম্নচাপ জনিত এই বৃষ্টির কারণে গৌড়বঙ্গের স্বাভাবিক জনজীবন ভীষণভাবে ব্যাহত হতে পারে।

গাজোলে জাল নোটসহ যুবক পাকড়াও, উদ্ধার সাড়ে তিন হাজার টাকা

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ ফের জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার গাজোল থানার আহিল হাটে। মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় সাড়ে তিন হাজার টাকার জাল নোটসহ এক যুবককে হাতেনাতে ধরে পুলিশে কাছে তুলে দেয়। ধৃত যুবকের নাম রাজীব মন্ডল (২৮)। সে গাজোলের সালাইডাঙ্গা অঞ্চলের নয়াপাড়া বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরেই আহিল হাটে জাল নোট চালানোর একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাজীব মন্ডল নামের ওই যুবক নিয়মিত হাটের বিভিন্ন মুদি দোকান ও সবজি দোকানে জাল নোট দিয়ে কেনাকাটা করছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগে থেকেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল।এদিন বিকেলে ওই যুবক হাটের একটি দোকানে ৫০০ টাকার একটি নোট দিয়ে কেনাকাটা করতে যায়। দোকানে উপস্থিত মহিলার সন্দেহ হওয়ায় তিনি পাশের এক দোকানদারকে নোটটি পরীক্ষা করতে বলেন। নোটটি জাল বুঝতে পেরেই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ওই যুবককে আটকে রেখে গাজোল থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে আরও সাতটি ৫০০ টাকার জাল নোট (মোট ৩,৫০০ টাকা) উদ্ধার করে।*এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ধৃত যুবকের সাথে আরও বড় কোনো চক্র জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে গাজোল থানার পুলিশ।

হোস্টেলের শৌচালয়ের ঘুলঘুলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা , মর্মান্তিক মৃত্যু পড়ুয়ার

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বেসরকারি মাদ্রাসার আবাসিক হোস্টেলের শৌচালয়ের ঘুলঘুলি দিয়ে পালানোর সময় ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক দশম শ্রেণীর পড়ুয়ার। সোমবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার জাহাঙ্গীরপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম জামিস আলবাক্স হোসেন(১৪)। বাড়ি তপনের রামচন্দ্রপুরে। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ওই রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ এবং পরিবারের সদস্যরা। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো এদিন রাতেও খাওয়া দাওয়ার পরে শৌচালয়ে হাতমুখ ধুতে যায় জামিস। ফেস ওয়াশ করার পর ক্রিমটি বন্ধুকে দিয়ে তাকে ঘরে যেতে বলে সে। এরপর থেকেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হোস্টেলের বাইরে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।তাঁর মুখে ছিল ক্ষতের চিহ্ন। এছাড়াও শৌচাগারের পাশেই থাকা ১১ হাজার ভোল্টের তারে চুল আটকে ছিল তাঁর। সেই জায়গা থেকেই হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের অনুমান ইলেকট্রিক শক খেয়েই মারা গিয়েছে সে। মঙ্গলবার ছাত্রের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে পড়ুয়ার মৃত্যুতে আবাসিক হোস্টেলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই অভিযোগে সরব হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার প্রশ্ন তুলেছেন কেনই বা সেই ছাত্র শৌচাগারের ঘুলঘুলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল? হোস্টেলে কি তার উপর অত্যাচার করা হতো নাকি এর নেপথ্য অন্য কোনো কারণ রয়েছে।বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শৌচাগারের উপরে হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের তার ছিল। সম্ভবত ঘুলঘুলি দিয়ে বেরোতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই পড়ুয়ার। এখন দেখার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কি আসে।

‘জলই জীবন’ ঃ সচেতনতা প্রচারে বিদ্যালয়ে জল পক্ষ পালন

নয়া জামানা, মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ১৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ত পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে জল পক্ষ। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মালদা চক্রের কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পালিত হল সচেতনতা দিবস।এদিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে ছোলা, গুড় ও বিশুদ্ধ পানীয় জল খাওয়ানো হয়। প্রচণ্ড গরমে জলের গুরুত্ব বোঝাতে এবং ডিহাইড্রেশন রোধে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে।পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে জলের অপচয় রোধ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং নিরাপদ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন। ক্ষ্মজলই জীবনক্ষ্ম - এই বার্তা ছোটদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।জল পক্ষ উপলক্ষে ক্ষ্মজল বাঁচাও, জীবন বাঁচাওক্ষ্ম থিমের উপর বিদ্যালয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে রং-তুলিতে ফুটিয়ে তোলে জল সংরক্ষণের নানা ছবি। নদী, পুকুর, কল, বৃষ্টি, গাছ - খুদে শিল্পীদের কল্পনায় ধরা পড়ে জলের নানা রূপ। স্কুলে ছোলা, গুড় ও ঠান্ডা জল পেয়ে বেজায় খুশি খুদেরা। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অনু মণ্ডল জানায়, আজ দিদিমণি জল নিয়ে অনেক গল্প বলেছে। বাড়ি গিয়ে মাকেও বলব কল খোলা রাখতে না। চতুর্থ শ্রেণির অপূর্ব মণ্ডল বলে, গুড়-ছোলা খেতে খুব ভালো লেগেছে। ছবি এঁকেও মজা হয়েছে।বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক সুমন দাস বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা ১৬ এপ্রিল থেকেই রোজ অ্যাসেম্বলিতে জল শপথ করাচ্ছি। আজকের এই আয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জলের গুরুত্ব গেঁথে দেবে। ওরাই বাড়ি গিয়ে পরিবারকে সচেতন করবে। জল পক্ষের সব ছবি ও ভিডিও আমরা দপ্তরের পোর্টালে আপলোড করে দিচ্ছি।জল সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক স্তর থেকেই সচেতনতা গড়ে তোলার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ অন্যান্য স্কুলের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অনাস্থা ভোটে জয়, বিজেপি-কংগ্রেসকে হটিয়ে গ্রামীণ বোর্ড দখল তৃণমূলের !

নয়া জামানা, মালদহ ঃ দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বদলে গেল পঞ্চায়েতের ক্ষমতার সমীকরণ।এতদিন বিজেপি-কংগ্রেসের যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকা পুরাতন মালদহের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড এবার দখল করল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। অনাস্থা প্রক্রিয়ার পর অনুষ্ঠিত প্রধান নির্বাচনে ১৭-৫ ভোটে জয়ী হয়ে প্রধানের চেয়ারে বসলেন রুম্পা রাজবংশী।এই জয়ের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ, রুম্পা রাজবংশী একসময় নির্দল সদস্যা ছিলেন।পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি এই লড়াইয়ে নামেন এবং শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরীক্ষায় সফল হন। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় উচ্ছ্বাস বাজি-পটকা, ব্যান্ডবাজনা ও সবুজ আবীরের রঙে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।নির্বাচনকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় ছিল চাপা উত্তেজনা। তবে ভোট প্রক্রিয়া শেষ হতেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং নতুন প্রধানকে ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ।শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে আসেন পুরাতন মালদহের দলীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় বাসিন্দারা।দায়িত্ব নেওয়ার পর রুম্পা রাজবংশী স্পষ্ট জানিয়েছেন, উন্নয়নই হবে তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার।তিনি বলেন, রাস্তা, পানীয় জল ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তন শুধু একটি বোর্ড দখল নয় বরং এলাকায় তৃণমূলের প্রভাব বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে।এখন নজর, প্রতিশ্রুত উন্নয়ন কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়।

রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরে ভোট গণনা ঃ চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে জেলাপ্রশাসন

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলায় আসন্ন ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ ও ইসলামপুর কলেজে যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে জেলাপ্রশাসন। নির্ভুল ও সুষ্ঠু গণনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।ইসলামপুর কলেজে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখোর এবং চাকুলিয়া;এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে।প্রতিটি বিধানসভার জন্য ১৮টি করে ইভিএম গণনার টেবিল রাখা হয়েছে।পাশাপাশি পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য প্রতিটি বিধানসভায় থাকছে ৩টি করে পৃথক টেবিল।অন্যদিকে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজে করণদীঘি ও হেমতাবাদ বিধানসভার জন্য ২০টি করে ইভিএম গণনার টেবিল নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়াও কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ও ইটাহার বিধানসভায় যথাক্রমে ২২টি, ১৬টি এবং ১৮টি ইভিএম গণনার টেবিল থাকবে।

পোস্টাল ব্যালট গণনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; করণদীঘি ও রায়গঞ্জে ৪টি করে এবং বাকি তিনটি বিধানসভায় ৩টি করে টেবিল রাখা হয়েছে।প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একটি করে পৃথক ভিভিপ্যাট গণনার টেবিলও রাখা হচ্ছে, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।এই বিশাল গণনা প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য মোট ১৯০ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং ২২৮ জন কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত থাকবেন।

প্রতিটি টেবিলে একজন করে মাইক্রো অবজারভার উপস্থিত থাকবেন এবং প্রতিটি কাউন্টিং হলে একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (এ.আর.ও) দায়িত্বে থাকবেন।গণনা কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে ইতিমধ্যেই দুই দফা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাপ্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করতে সমস্ত রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় আসন্ন ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ ও ইসলামপুর কলেজে যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে জেলাপ্রশাসন। নির্ভুল ও সুষ্ঠু গণনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।ইসলামপুর কলেজে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখোর এবং চাকুলিয়া;এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে।প্রতিটি বিধানসভার জন্য ১৮টি করে ইভিএম গণনার টেবিল রাখা হয়েছে।

ভোট পরবর্তী করঞ্জিতে খোন্তাপাড়া সংগঠন মজবুতের বার্তা, তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে রেখা রায়

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি ব্লকের করঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েত খন্তপাড়া এলাকায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই রাজনৈতিক তৎপরতা নতুন মাত্রা পেল। ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলীয় সংগঠনকে আরও সুসংহত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দলীয় প্রার্থী রেখা রায়।এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি তৃণমূলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ভোটের দিন তাদের ভূমিকা ও অভিজ্ঞতার কথা শোনেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী নকুল রায়, রেজা জাহির আব্বাস, ফরিকুল ইসলাম, গৌতম রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও বহু কর্মী-সমর্থক। তাদের সক্রিয় উপস্থিতিতে কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী সময়ে কর্মীদের পাশে থাকা এবং সংগঠনের ভিত আরও দৃঢ় করতেই এই ধরনের সৌজন্য সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এলাকাজুড়ে এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে দলীয় সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

সপ্তম শ্রেণীর রুদ্রপ্রিয়ার আঁকা ছবিতে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী, পাঠালেন শুভেচ্ছা বার্তা

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ নিজের দেওয়া কথা রক্ষা করলো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবি পেয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন নরেন্দ্র মোদি। নিজের আঁকা ছবি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পেল মালদার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুদ্রপ্রিয়া মল্লিক। গত ১৭ই জানুয়ারি মালদা-হাওড়া -কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস এক্সপ্রেসের শুভ উদ্বোধন করতে মালদা এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।মালদার বার্লো গার্লস হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুদ্রপ্রিয়া মল্লিক, বাড়ি মালদা শহরের মকদুমপুরে। সফর চলাকালীন রুদ্রপ্রিয়া নিজের হাতে আঁকা ক্ষ্মবিকশিত বাংলা, বিকশিত ভারতক্ষ্ম শীর্ষক একটি ছবি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়।ছবিটি গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী রুদ্রপ্রিয়াকে বলেন, ছবির পেছনে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দাও, পরবর্তীতে তোমাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাব।সেই কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। গত ২৬ এপ্রিল ২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া সেল থেকে রুদ্রপ্রিয়ার বাড়িতে ফোন আসে এবং প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত শুভেচ্ছা বার্তা ও শংসাপত্র পাঠানো হয়।

জাতীয় সড়কে টোটো- ট্রাক্টর সংঘর্ষ, মৃত টোটোচালক

নয়া জামানা, মালদহ ঃ সকালবেলার স্বাভাবিক যাত্রা মুহূর্তেই পরিণত হল মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়।

মালদহের রতুয়া থানার বাহাড়াল শিবপুর এলাকায় মাটি বোঝাই একটি বেপরোয়া ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল টোটো চালক মিনু মিঞা (৪৮)-র। গুরুতর আহত হয়েছেন টোটোর চার যাত্রী।মঙ্গলবার সকালে বাহাড়াল থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে অচিনতলা

হাঁটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন মিনু মিঞা।

ধাক্কার অভিঘাতে টোটো ও ট্রাক্টর দুটিই রাস্তার পাশে উল্টে যায়।দুর্ঘটনার পরই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক মিনু মিঞাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুরুতর জখম এক যাত্রীকে স্থানান্তর করা হয়েছে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 6

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ নওদা থানার ত্রিমোহনী এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম শামসের মন্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসায় তড়িঘড়ি ছাদ থেকে রসুনের বস্তা নামানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই পা পিছলে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত আমতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার বিকেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
নিহতের আত্মীয় আকতারুল মন্ডল জানান, আকাশে মেঘ ডাকছিল, সেই কারণে তাড়াহুড়ো করে রসুন নামাতে গিয়েছিলেন শামসের মন্ডল।
পড়ে যাওয়ার পরও তিনি জানান যে তিনি ঠিক আছেন, তবে বুকে ও মাথায় আঘাত পেয়েছেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত আরও এক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ হরিহরপাড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক যুবকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত চুয়া নতুনপাড়া এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম রবিউল শেখ। তাঁর বাড়ি হরিহরপাড়ার শ্রীপুর গ্রামে। আহত যুবকের নাম এখনও জানা যায়নি। তিনি গুরুতর জখম অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের দাবি, এদিন একটি মোটরবাইকে চেপে দুই যুবক হরিহরপাড়া থেকে আমতলার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আমতলার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির লরি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইকে থাকা দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। অভিযোগ, এরপর লরিটি রবিউল শেখের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর চালক লরি নিয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শ্রীপুর গ্রাম-সহ গোটা এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে রবিউলের পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই রাস্তায় বেপরোয়া গতির যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

সাপের কামড়ে মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ইসলামপুর থানার অন্তর্গত লোচনপুর এলাকায় শৌচাগারে যাওয়ার সময় সাপের কামড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
মৃতের নাম রুবাইল সেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত্রি প্রায় ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ রুবাইল সেখ বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাড়ির বারান্দায় বের হন। তখনই অন্ধকারের মধ্যে একটি সাপ তার ডান পায়ে কামড় দেয়। ঘটনার পর সাপটি সেখান থেকে চলে যায়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে খড়িবোনা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পরই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। নিহতের দাদা সোলাইন সেখ জানান, রাতের অন্ধকারে বারান্দায় যাওয়ার সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বড়ঞা থানার আন্দি গ্রামে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন সহবাস করার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে অভিযুক্তকে আটক করা হয়। মঙ্গলবার তাকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম বাপি পাল। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। কাজের সূত্রে খ ড়গ্রাম থানার এলাকার এক যুবতীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রথমে বন্ধুত্ব, পরে সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অভিযোগ, বাপি পাল ওই যুবতীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা সহবাস করেন। যুবতীর দাবি, তিনি বিয়ের আশায় এই সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই অভিযুক্ত নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। ধীরে ধীরে তিনি যোগাযোগও বন্ধ করে দেন। এতে প্রতারিত বোধ করে ওই যুবতী বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার রাতে বাপি পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে পুলিশ ৭ দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। তবে বিচারক প্রাথমিকভাবে ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফলপ্রকাশের আগেই 'সেটিং'-র অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যাওয়ার দাবি অধীরের

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই বহরমপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিস্ফোরক মন্তব্যকে ঘিরে। সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দাবি করেছেন, বহরমপুরে যাঁরা নির্বাচনে হারবেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ নেতা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিজেপির তহাত-পা ধরছেনদ এবং বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন।
অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, তএখানে তৃণমূলের যাঁরা হারবে, তাঁরা বিজেপির সঙ্গে লাইন করতে লেগে গিয়েছে। আগামী দিনে টিকে থাকার জন্য হাত-পা ধরছে। বহরমপুরের তৃণমূল নেতারা বিজেপি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। পুরসভায় আলোচনা হয়ে গিয়েছে। মালকড়ি কামানো পার্মানেন্ট করতে তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।দ অধীরের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখ পাত্র অরূপ চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, তহারবেন তো অধীর চৌধুরী, হারবেন বিজেপির এজেন্টরা। তৃণমূল বহরমপুর লোকসভা জিতেছে, বহরমপুর বিধানসভাও জিতবে। কারা সেটিং করছে, তা অধীরবাবুর বক্তব্যেই পরিষ্কার। যাঁরা হারবেন, মানে অধীরবাবুই সেটিং করছেন। বাংলার বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করার ক্ষমতা কারও নেই।
সেটা উনি বুঝে গিয়েছেন।দ প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। এবার ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বহরমপুর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক পদের জন্য লড়াই করছেন। প্রচারের শুরু থেকেই অধীর অভিযোগ করে আসছেন, তাঁর নির্বাচনী প্রচারে একাধিকবার বাধা দিয়েছে তৃণমূল। তাঁর দাবি ছিল, তৃণমূল বুঝতে পারছে তারা পরাস্ত হতে চলেছে বলেই এই বাধা। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে বিজেপি জয়ী হলেও কেন শুধুমাত্র তাঁর প্রচারেই বাধা দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির নয়? তাঁর কথায়, ততাহলে কি তৃণমূল আমাকে নিয়েই বেশি চিন্তিত?দ ভোটের ফলপ্রকাশের আগে অধীরের এই মন্তব্যে বহরমপুরের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এখ ন নজর ফলপ্রকাশের দিকে;অধীরের অভিযোগ কতটা সত্যি, আর কতটা রাজনৈতিক কৌশল, তা সময়ই বলবে।

মসজিদ-কবরস্থানের কর্মীদের 'অবাক' বেতন, কেন্দ্রকে নোটিশ কোর্টের

নয়া জামানা ঃ একবিংশ শতকের ২৫ বছর পেরিয়েও রাজ্যের একাধিক মসজিদ ও কবরস্থানের কর্মচারীরা মাসে পাচ্ছেন মাত্র ৫ টাকা, ৭ টাকা, ৯ টাকা, ১৫ টাকা কিংবা ২২ টাকা! এমন বিস্ময়কর তথ্য সামনে আসতেই কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে নোটিশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
আগামী ৪ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী খোশবাগ কবরস্থান-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের মোট ২৬টি পদের কর্মচারীদের বেতন বা ভাতা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মামলাকারীদের বক্তব্য শুনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্পষ্ট জবাব তলব করেন। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সারওয়ার জাহান ও সায়ন্তন হাজরা আদালতে জানান, ১৯৯৭ সালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০০০ সালে তাঁদের বেতন বা ভাতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম আবেদন করা হয়। এরপর ২০১২ সাল পর্যন্ত একাধিকবার রাজ্য ও কেন্দ্র;উভয় সরকারের কাছেই বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু কোনও কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি।
আদালতে জানানো হয়, বর্তমানে সুপারিনটেনডেন্ট মাসে ১৫ টাকা, মালি ৯ টাকা, চাপরাশি ৯ টাকা, কারি ৯ টাকা এবং অন্য কিছু পদে ২২ টাকা, ৭ টাকা বা ৫ টাকা করে ভাতা পান। এই তথ্য শুনে বিচারপতি সিনহা রীতিমতো বিস্মিত হন। রাজ্য সরকার আদালতে জানিয়েছে, এই বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, ব্রিটিশ আমল থেকে এঁরা 'পলিটিকাল পেনশন' বা ভাতা পেয়ে আসছেন। ২০১২ সালের ২৩ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার এক চিঠিতে জানায়, ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানানো হয়েছিল;ব্রিটিশ শাসনামলের নিয়ম অনুযায়ী এই 'পলিটিকাল পেনশন' বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের নবাবি ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে খে শবাগ। বাংলার নবাব আলিবর্দি খ াঁয়ের তৈরি এই ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্রে শায়িত রয়েছেন শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ও তাঁর স্ত্রী। জেলার নানা ঐতিহ্যবাহী মসজিদ, সমাধিক্ষেত্র ও ঐতিহাসিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের এই নগণ্য ভাতা ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত এই কর্মীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

ভোট দিতে বাড়ি,ভিনরাজ্যে কর্মস্থলের পথে কান্দির পরিযায়ী শ্রমিকরা

নয়া জামানা ,কান্দি ঃ ভোট দিতে এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা যাওয়ার আশঙ্কা এড়াতে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন কান্দি মহকুমার বহু পরিযায়ী শ্রমিক। ভোট মিটতেই আবার কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা দিতে শুরু করেছেন তাঁরা। কারও এক সপ্তাহ, কারও ১০ থেকে ১৫ দিন কাজ বন্ধ থাকায় পাঁচ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। কান্দি মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কাজের সূত্রে দেশের নানা প্রান্তে থাকেন। কেউ মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ে চাকরি করেন। কেউ ঝাড়খ ণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশে চুলের ব্যবসা করেন। আবার বহু নির্মাণশ্রমিক কেরলেও কর্মরত। সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই পরিযায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অনেকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নোটিস পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আবার কেউ ভোটের কয়েকদিন আগে গ্রামে আসেন। নাম কাটা যাওয়ার ভয়, শুনানির ঝামেলা এবং ভোটাধিকার রক্ষার তাগিদেই তাঁরা যাতায়াতের খরচ ও কাজের ক্ষতি মেনে বাড়ি ফিরেছেন। ভরতপুর থানার তালগ্রামের বাসিন্দা সাকিবুর রহমান জানান, তিনি তিন বছর ধরে কেরলে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করছেন। ২০২২ সালে ভোট দেওয়ার পরও শুনানির নোটিস পান। তাই এবার কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বড়ঞার বধূয়া গ্রামের আতিকুর শেখ বলেন, ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে ভেবে ১৫ দিনের মাইনে কেটে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েই ফিরতে হয়েছে। এতে তাঁর প্রায় ১৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। ভরতপুরের সিজগ্রামের শুভম শেখ, যিনি মুম্বইয়ে মাংসের দোকানে কাজ করেন, তাঁরও প্রায় ১৫ দিনের কাজ বন্ধ হয়েছে। কান্দির সহিসপাড়ার আমিরুদ্দি শেখ, যিনি ঝাড়খণ্ডে চুলের ফেরি করেন, ১০ দিন বাড়িতে থাকায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লোকসানের মুখে পড়েছেন। রবিবার সকালেই সালার স্টেশনে বহু পরিযায়ী শ্রমিককে ফের কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা দিতে দেখ া যায়। ইব্রাহিমপুরের সুকলাল শেখ ও আনাই শেখরা জানান, ভোট দিয়ে স্বস্তি পেয়েছেন। এবার নিশ্চিন্তে কাজে ফিরছেন।

নদী থেকে উদ্ধার নেত্রীর স্বামীর দেহ, শোকপ্রকাশে বাড়িতে সাংসদ খলিলুর রহমান

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলায় চাঞ্চল্য। দীর্ঘ নিখোঁজ থাকার পর লালগোলা ব্লকের বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী হাসিনা বানু বিবির স্বামীর নিথর দেহ উদ্ধার হল নদী থেকে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ মঙ্গলবার শোকাতপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে লালগোলায় পৌঁছান জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খলিলুর রহমান।লালগোলা ব্লকের রাজনীতিতে পরিচিত মুখ হাসিনা বানু বিবি। গত কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন তাঁর স্বামী। সোমবার তাঁর নিথর দেহ নদী থেকে উদ্ধার হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল, তা নিয়ে দানা বাঁধছে রহস্য।খবর পেয়ে এদিন সকালেই হাসিনা বানু বিবির বাসভবনে যান সাংসদ খলিলুর রহমান। তিনি শোকাতপ্ত নেত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং গভীর সমবেদনা জানান। পরিবারের পাশে থাকার পূর্ণ আশ্বাস দেন তিনি।তবে শুধুমাত্র সাক্ষাৎ নয়, এই মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সক্রিয় ভূমিকা নেন সাংসদ। এদিন তিনি সরাসরি লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে দেখা করেন। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি।এদিন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের পাশে আছি। পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি যাতে ঘটনার সঠিক তদন্ত হয় এবং প্রকৃত সত্য সামনে আসে। কোনও দোষী যেন ছাড় না পায়।এটি দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হত্যা, তা নিয়ে ধন্দ কাটেনি এলাকাবাসীর। সাংসদের হস্তক্ষেপে পুলিশি তদন্ত এখন কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে লালগোলাবাসী।

নেতার মতো কাজ করছেন আইপিএস! সিংহ'ম অজয়ের সমালোচনায় অধীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র একদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। ভিন্ রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের এনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিজেপি; এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর দাবি, ওই আধিকারিকেরা নিজেদের প্রশাসনিক দায়িত্ব ভুলে রাজনৈতিক নেতাদের মতো আচরণ করছেন, যা সাধারণ মানুষ মেনে নেবেন না। বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে গত ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে এসেছে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা এবং তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের মধ্যে প্রকাশ্য 'ঠান্ডা যুদ্ধ' এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের ২০১১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার অজয়পাল শর্মা দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার ফলতা এলাকায় যান। সেখ ানে তিনি তৃণমূল প্রার্থীর খোঁজখবর নেওয়া, তাঁর পরিচিতদের সতর্ক করা এবং এলাকায় 'ঝামেলাবাজ'দের তালিকা নিয়ে টহল দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে 'অতি সক্রিয়তা'র অভিযোগ তোলা হয়েছে। মঙ্গলবারও ফলতায় রুটমার্চ করেন অজয়পাল শর্মা। সেই সময় তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ও তাঁর সমর্থকেরা। ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়। প্রথম দফার নির্বাচন তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ হওয়ায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন অধীর। তবে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগের দিন তিনি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অধীর বলেন, তপুলিশ অবজার্ভার এমন আচরণ করছেন, যেন তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা। এ ধরনের আচরণ আমরা এ রাজ্যের পুলিশের ক্ষেত্রে দেখে অভ্যস্ত।দ এখানেই থেমে থাকেননি কংগ্রেস নেতা। তৃণমূল ও বিজেপি; দুই দলকেই নিশানা করে তিনি বলেন, তএ রাজ্যে পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে আইপ্যাক আর পুলিশ। এখ ন বিজেপিও সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অন্য রাজ্য থেকে নিজেদের অনুগত পুলিশ অফিসার এনে বাংলার মানুষকে ধমকানো যাবে না।দ ভোটের মুখে ফলতার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সামশেরগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকায় শতাধিক বুথে ভোট পড়েছে ৯৯ শতাংশ!

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফাতেই নজিরবিহীন হারে ভোট পড়েছে। কমিশনের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, প্রথম দফায় প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে, যা সাম্প্রতিক অতীতে বিরল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বুধবার সাত জেলায় শেষ দফার ভোটগ্রহণের আগে এই বিপুল ভোটের হারকে ঘিরে উৎসাহ যেমন বেড়েছে, তেমনই কিছু বুথে অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়ার ঘটনায় প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় মোট ৩১ হাজার ২৩৪টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়। এই দফায় মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ। তার মধ্যে ১৮২টি বুথে ভোটের হার ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। এমনকি ১০০-রও বেশি বুথে ৯৯ শতাংশ ভোট পড়ার রিপোর্ট এসেছে। কমিশনের একাংশের মতে, এই ধরনের পরিসংখ্যান অত্যন্ত বিরল এবং তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সূত্রের খবর, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের একটি বুথে সর্বাধিক ভোট পড়েছে। তবে ঠিক কোন বুথে এত রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়ল, তা এখনও সরকারি ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এত বিপুল ভোট পড়তে পারে। যদিও কমিশনের ব্যাখ্যা, প্রথম দফায় বড় ধরনের কোনও অশান্তির খবর সামনে না আসায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশই ভোটের হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করছে কমিশন। ইতিমধ্যেই ১৮২টি বুথের প্রিসাইডিং অফিসারদের নথি পুনরায় যাচাই করার কাজ শুরু হয়েছে। ভোটের পরিসংখ্যানে কোনও গরমিল রয়েছে কি না, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, যাচাইয়ে যদি অতিরিক্ত ভোট বা তথ্যগত ভুল ধরা পড়ে, তা গণনার সময় ইভিএমের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বাতিল করা হবে। জেলা ভিত্তিক ভোটের নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে কোচবিহার। সেখানে ভোটের হার ৯৬.৪ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ দিনাজপুর, যেখানে ভোট পড়েছে ৯৫.৪৪ শতাংশ। সবথেকে কম ভোট পড়েছে কালিম্পং জেলায়;৮৩.০৭ শতাংশ। যে সব এলাকায় সর্বাধিক ভোটের হার দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা, সিতাই, মাথাভাঙা; আলিপুরদুয়ারের কালচিনি; পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম; মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি ও রঘুনাথগঞ্জ; এবং বীরভূমের সিউড়ি। শেষ দফার ভোটেও এমন রেকর্ড অংশগ্রহণ হবে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও কমিশনের।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 7

স্লোগানমুখর ভোট প্রচার শেষ, শিশুদের কোলাহলে নতুন সুর বাঁধলেন বিদায়ী বিধায়িকা নীলাবতী

তারিক আনোয়ার ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

ভোটের উত্তেজনা স্তিমিত। জনতার ঢেউ সরে গিয়ে বীরভূমের রাজনৈতিক প্রান্তরে নেমেছে এক গভীর নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যেই এক অন্য সুরে ধরা দিচ্ছেন সাঁইথিয়ার বিদায়ী বিধায়িকা নীলাবতী সাহা।রাজনীতির কোলাহল ছেড়ে শিক্ষার আলয়ে ফিরে গিয়ে যেন তিনি খুঁজে নিয়েছেন নিজের প্রকৃত পরিচয়।এখন আগের মতোই প্রায় প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে তাঁকে সাঁইথিয়া অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের মাঝে বসে পাঠদান, খাতা দেখা;এই দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দেয়, রাজনীতির বাইরেও তাঁর এক গভীর মানবিক সত্তা রয়েছে।এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের সেই বাণী যেন এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে; ক্ষুশিক্ষার আলোয় জাগো, মানবতার পথে আগাওক্ষু। আবার সাহিত্যের সেরা সেই লাইন ক্ষুযাহা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নরক্ষু; এই নারী নেত্রীর জীবন যেন সেই কথারই প্রতিফলন।বীরভূমের রাজনীতি মানেই বহু সময় তীব্র ভাষা, তর্ক-বিতর্ক, আর জনসভায় চড়া স্লোগানের ঝড়। বিশেষ করে অনুব্রত মণ্ডলের তড়াম চড়ামদ, তণ্ডড় বাতাশাদ, তসুটিয়ে লালদ মন্তব্য একসময় রাজ্যের রাজনীতিতে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল এবং বীরভূমকে সেই কারণে বিশেষ পরিচিতিও দিয়েছে।কিন্তু সেই একই বীরভূমের লাল মাটিতে দাঁড়িয়ে নীলাবতী সাহার রাজনীতি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সুরে বাঁধা।

তাঁর বক্তব্যে নেই উত্তেজনার ঝাঁজ, নেই আক্রমণাত্মক শব্দচয়ন। বরং সংযম, ভদ্রতা এবং উন্নয়নকেন্দ্রিক বার্তাই ছিল তাঁর প্রচারের মূল সুর।নির্বাচনের আগে তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে সিউড়ী ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুর থেকে শুরু করে ডেউচা পাঁচামী এলাকার ডেউচা পঞ্চায়েত পর্যন্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রচার চালিয়েছেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখেই ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

তবে ভোট মিটতেই রাজনৈতিক মঞ্চের আলো থেকে সরে গিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন স্কুলের শ্রেণিকক্ষে যেখানে নেই কোনো স্লোগান, নেই মাইক, আছে শুধু শিক্ষার নির্মল পরিবেশ।এই ফিরে আসা শুধু একজন বিধায়িকার নয়, এটি এক দর্শনের;যেখানে রাজনীতি কোলাহল নয়, দায়িত্ব আর পরিচয় ক্ষমতায় নয়, মানুষের কাছে। এখন দেখার, এই সংযমী ও নীরব রাজনীতি মানুষের মনে কতটা দাগ কাটে তার উত্তর মিলবে আগামী ৪ মে ফল ঘোষণার দিনে।

ভোট দিতে এসে রহস্যমৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের, গয়েশপুরে চাঞ্চল্য !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ফের ভোট দিতে এসে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। উল্লেখ্য, এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম ভোট। কিন্তু তার আগেই বাড়ি থেকে উদ্ধার হল তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃতের নাম অনিকের দে(২০), বাড়ি হুগলি জেলার মগরা এলাকায়। যুবক বেঙ্গালুরুতে কর্মরত ছিল। ভোটের জন্য রাজ্যে ফিরে সে নদীয়ার গয়েশপুরে নিজের মামার বাড়িতে থাকছিল। পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাতে বন্ধুদের সাথে মিলে মদ্যপান করে অনিকেত। তারপরই বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তার। এরপরই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং পর দিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা বাড়ির পিছন থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারপরই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। যুবকের এই আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কি কারনে এই মৃত্যু তার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ।

আবহাওয়ার দুর্যোগ এড়াতে বীরভূমে বোরো ধান কাটার ধুম

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ তীব্র দাবদাহের পর চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই আকাশের মুখ ভার। তাই বোরো চাষের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে ধান কাটতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চাষিরা। তাদের দাবি, কালবৈশাখী ঝড় হলেই সমস্ত ধানের ক্ষয়ক্ষতি হবে। পাশাপাশি এই সময় শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে। তাই পাকা ধান জমিতে না রেখে তা কাটতে মাঠে নেমে পড়েছেন রামপুরহাট, নলহাটি, ময়ূরেশ্বরের চাষিরা।

বাইরে থেকে ধান কাটা ও ঝাড়াইয়ের মেশিনেরও আনাগোনা বেড়েছে। উল্লেখ্য, পাকা ধান নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে সারা বছরই চাষীদের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করে। তার মধ্যে কয়েকদিন ধরে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়েছে। ফলে গুমোট আবহাওয়ায় চাষিরা কালবৈশাখী ঝড় ও নিম্নচাপের বৃষ্টির আশঙ্কা করছেন। ফলে পাকা ধান জমিতে ফেলে রাখতে কেউই ঝুঁকি নিচ্ছেন না। সোমবার সকালে আকাশে সূর্যের দেখা না মেলায় চাষিরা ধান কাটতে আর কাল বিলম্ব করতে চাইছেন না। প্রসঙ্গত, এবার জেলায় রেকর্ড পরিমাণ ১ লক্ষ ১ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে।এতদিন এই চাষে সমস্যার মুখে পড়েন নি চাষিরা। কিন্তু, এই বছর ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে বোরো চাষে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন চাষিরা। এই প্রসঙ্গে জেলা কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, বৃষ্টিতে সবজি চাষিরা উপকৃত হলেও, বোরো ধানের পাশাপাশি তিল চাষের ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে।

প্রচারের শেষ লগ্নে তৃণমূলে ভাঙ্গন, জোড়া ফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে একাধিক কর্মী- সমর্থক

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সোমবার নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার আগেই তৃণমূলে দেখা দিল ভাঙ্গন।আজ, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা ভোট। তার আগেই নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে বিকাল চারটে নাগাদ চমক দিলো বিজেপি। কৃষ্ণগঞ্জের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে যোগদান করল বিজেপিতে।এই ঘটনা তৃণমূলে এক বড় ভাঙ্গন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।ভোট প্রচার শেষ হওয়ার আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাধিক সদস্য ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানালো, তৃণমূল ছাত্রনেতা পাপন বিশ্বাস ও তৃণমূলের যে প্রার্থী হয়েছেন তিনি নানা দুর্নীতির সাথে যুক্ত। সেই জন্য আমরা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলাম। বিজেপির যুব সভাপতি লিঙ্কন বিশ্বাস ও মন্ডল সভাপতি দীপঙ্কর সরকারের হাত ধরেই কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি নির্বাচনী কার্যালয়ে এদিন যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে মন্ডল সভাপতি বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের ও যুবকদের যোগদান প্রার্থী সুকান্ত বিশ্বাসের জয়ের মার্জিনকে আরো ত্বরান্বিত করবে বলেই মনে করছি। মন্ডল সভাপতি দীপঙ্কর সরকার বলেন, শুধু এরাই নয় প্রত্যেকটি ছাত্র ও যুবকদের উচিত তৃণমূল ত্যাগ করে নিজেদের কর্মসংস্থান এর জন্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া।

ভোটার তালিকায় নাম নেই , ‘কবিতাওয়ালা’র ছন্দে হতাশা !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার অজ-পাড়াগায় বাড়ি হলেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কবিতাওয়ালাকে চেনেন না, এমন বাঙালি ভাষাভাষী খুব কমই আছেন।তাঁর আসল নাম আজিবর মন্ডল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন তাঁর ফলোয়ার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের কাছাকাছি।

আজিবর পেশায় কৃষক হলেও নেশায় সে কবি। নিজেদের কলাবাগান, পটল ক্ষেত বা পাটের জমিতে কাজ করতে করতেই জীবনানন্দ দাশ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়; বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনা আবৃত্তি করে শোনান আজিবর। সূত্রের খবর, গ্রামে তার পরিচিত কয়েকজনের নাম তালিকা থেকে ডিলিটেড হয়ে গেছে। সেই মানুষগুলি যে নির্বাসন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে দিয়ে তাই তুলে ধরছেন কবিতাওয়ালা। নদীয়ার নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোরপুর গ্রামে বাড়ি আজিবরের। উচ্চ মাধ্যমিকের পর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু, সংসারের চালানোর দিকটা মাথায় রেখে প্রথম বর্ষে তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। ৪৫ বছরের আজিবর এখন এক অভিজ্ঞ চাষী। রোদে পুড়ে, বৃষ্টির জলে ভিজে দিন দুপুরে চাষের জমিতে কঠোর পরিশ্রম করলেও নিজের মনের কবি প্রেমকে তিনি বিসর্জন দেননি আজও। চাষের জমিতে আসার সময় কাস্তে-হাতুড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জামের পাশে খাতা-পেন ও মোবাইল আনতে ভোলেন না আজিবর। মাথায় গামছা বেঁধেই কাজের ফাঁকে নিজের পছন্দের সাহিত্যিকদের আবৃত্তি করেন তিনি এবং তারপরে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন। এসআইআর প্রসঙ্গে আজিবর বলেন, বহু মানুষকেই বে-নাগরিক করার চেষ্টা চলছে। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবেই যে, আজকের এই পরিস্থিতির কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরও কতদিন আগে অনুভব করে গেছেন। আজিবর আরো বলেন, তাঁর এক বন্ধু পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক, তার নাম বাদ যাওয়ায় এই বছর ভোট দিতে সে আসতে পারেনি। সেই বন্ধুর নাম বদলেও তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন আজিবর। তাই কবিতাওয়ালা দু-লাইন আড়ালেন, ক্ষুএ কথা সে কথার পর ভোলা বলল। হ্যাঁ রে মায়ের নামটা।একটু রইলাম চুপ করে। তারপর বললাম হ্যাঁ ডিলিট হয়েছে।

দ্বিতীয় দফার আগে বীরভূম,পূর্ব বর্ধমান সীমান্তে কড়া নাকা চেকিং

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বুধবার রাজ্যের দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে বীরভূমের কীর্ণাহার এবং পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার সংযোগস্থল ফুটিসাঁকো এলাকায় নজরে পড়ে কড়া নাকা চেকিং।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। ফুটিসাঁকোতে দুই থানার শেষ সীমানায় বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। সেখানে মোটরবাইক, চারচাকা গাড়ি থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী বাস;সব ধরনের যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মূল লক্ষ্য, যাতে কোনও অবৈধ সামগ্রী বা আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করা না যায়।এদিন কীর্ণাহার থানার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাতে দেখা যায় পুলিশকে। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার এলাকায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সহযোগিতায় একইভাবে চলে নাকা চেকিং। দুই জেলার প্রশাসনের এই সমন্বিত উদ্যোগে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তার মাত্রা।নির্বাচনের আগে এমন কড়া নজরদারিতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নদীয়ার ডিসিআরসি-তে চরম ব্যস্ততা, কড়া নিরাপত্তায় দ্বিতীয় দফা

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে মৃত্যু হল একমাত্র গন্ডার ভীমের। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পার্ক কর্মীদের মধ্যে। বেঙ্গল সাফারিতে ভীমের আসার ইতিহাস ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সঙ্গীনী দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে এলাকা ছাড়া হয় ভীম। এরপর সেবকে চলে এসেছিল গন্ডারটি। সেইসময় কানহেলা নামে এই গন্ডারটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে আসে বনদফতর। এখানেই তার নতুন নামকরণ করা হয় ভীম। ধীরে ধীরে গন্ডারটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এরপরই পার্ক কর্তৃপক্ষ আলাদা করে রাইনো সাফারি চালু করেছিল। বেশ কয়েকবার পার্কের দেওয়াল ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টাও করেছিল ভীম। তার জন্য সঙ্গীনীর খোঁজও চলছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ আজ রাজ্যে বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে হতে চলেছে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ। তার আগে ২৮ শে এপ্রিল নদীয়ার কৃষ্ণনগর, রানাঘাট ও কল্যাণীর ডিসিআরসি সেন্টারে ব্যস্ততা ছিল চরমে। প্রায় একমাস ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়ার পর এবার পরীক্ষা দেওয়ার পালা ভোট কর্মীদের।এদিন প্রত্যেকটি ডিসিআরসি সেন্টারে পৌঁছান ভোটকর্মীরা, এরপর ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে একে একে পৌঁছে যান ভোট কেন্দ্রগুলিতে। ১৭ টি বিধানসভা নিয়ে নদীয়ার বিধানসভা নির্বাচন।প্রত্যেকটি বিধানসভায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে কড়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। ভোট কেন্দ্র গুলিতে লাগানো হয়েছে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। নির্বিঘ্নে ভোট সম্পন্ন করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।আজ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে ভোটাররা, ভোটারদের যাতে কোনভাবেই প্রভাবিত না করতে পারে সেই দিকেও নজর রয়েছে কমিশনের। নদীয়ার কল্যানীর ডিসিআরসি সেন্টার, রানাঘাট কলেজের ডিসিআরসি সেন্টার, ও কৃষ্ণনগরের ডিসিআরসি সেন্টারের বাইরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে।প্রত্যেকটি ডিসিআরসি সেন্টারে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা।বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর জানান, গন্ডারটির বয়স হয়েছিল এবং শারীরিক কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম মেনে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং রিপোর্ট উচ্চপদস্থ জু অথরিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে মৃত্যু হল একমাত্র গন্ডার ভীমের। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পার্ক কর্মীদের মধ্যে। বেঙ্গল সাফারিতে ভীমের আসার ইতিহাস ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সঙ্গীনী দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে এলাকা ছাড়া হয় ভীম। এরপর সেবকে চলে এসেছিল গন্ডারটি। সেইসময় কানহেলা নামে এই গন্ডারটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে আসে বনদফতর। এখানেই তার নতুন নামকরণ করা হয় ভীম। ধীরে ধীরে গন্ডারটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এরপরই পার্ক কর্তৃপক্ষ আলাদা করে রাইনো সাফারি চালু করেছিল। বেশ কয়েকবার পার্কের দেওয়াল ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টাও করেছিল ভীম। তার জন্য সঙ্গীনীর খোঁজও চলছিল।

খাবারের টাকা কম , বেতাই আম্বেদকর কলেজে ভোটকর্মীদের বিক্ষোভ

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে তেহট্টের বেতাই ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কলেজে তৈরি করা করিমপুর ও তেহট্ট বিধানসভার ডিসি-আরসি সেন্টারে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠল ভোট কর্মীদের তরফে। অভিযোগ, খাবারের খরচ বাবদ নির্ধারিত টাকার তুলনায় ১৭০ টাকা কম দেওয়া হয়। ভোট কর্মীদের দাবি, সীমিত জায়গার মধ্যে বিপুল সংখ্যক কর্মীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। তার উপর প্রাপ্য ভাতা সম্পূর্ণভাবে মেটানো হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। বিশেষ করে খাবারের জন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত ১৭০ টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদে সরব হন ভোট কর্মীরা।

তাঁদের হুঁশিয়ারি, বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দিলে তাঁরা ভোটকেন্দ্রে রওনা দেবেন না। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কড়াকড়ি , বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসি পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত !

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিপুল বিদ্যুৎ বিলের চাপ সামলাতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর তারই জেরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন পড়ুয়ারা।

বহু ক্লাসরুমে দীর্ঘদিন ধরে এসি বিকল বা বন্ধ থাকায় পড়াশোনার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে অস্বস্তি, ক্লান্তি ও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতেও সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে সেই সুবিধা মিলছে না। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে একদল পড়ুয়া পরিকাঠামো ও অন্যান্য দাবিদাওয়া নিয়ে উপাচার্যকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২৬ কোটি টাকা, যা আর্থিকভাবে বড় চাপ তৈরি করেছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে দুই দফায় মোট ১ কোটি টাকা অনুদান মিললেও এখনও প্রায় ২৫.২৫ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে।একাধিকবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশও এসেছে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসি বন্ধ রাখা, অপ্রয়োজনীয় আলো ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখা, বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ শুল্ক মুকুবের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।কর্তৃপক্ষের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য হারে সাশ্রয় হয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৯৪৮ ইউনিট, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এর ফলে বিদ্যুৎ বিলে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে। তবে আর্থিক সংকটের প্রভাব শুধু এসিতে নয়, লিফট, ডিজেল জেনারেটর সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণেও পড়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষ বাধ্যতামূলক নয়, রাজ্যের অধিকাংশ সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সুবিধা সাধারণভাবে থাকে না। পাশাপাশি ক্লাসের সময়সূচি ও শ্রেণীকক্ষ পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে সরাসরি রোদ ও ছাদের তাপের প্রভাব কম পড়ে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 8

আজ ভোট ঃ ভিভিপ্যাট মেশিনের সুরক্ষায় অভিনব উদ্যোগ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। বিশেষত, ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা এবং ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবার ভোটকর্মীদের ডিসিআরসি থেকে বুথে নিয়ে যাওয়া এবং ভোট গ্রহণ শেষে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি যানবাহনে জিপিএস ট্র্যাকার ডিভাইস লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে যাতায়াতের পথে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা বা অনিয়ম রোধ করাই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৭ এপ্রিল থেকেই গাড়িগুলিতে এই আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্ধমানের ইউআইটি সংলগ্ন ডিসিআরসি সেন্টারে ২৮ এপ্রিল সকাল থেকেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোতে জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগানোর প্রক্রিয়া চলে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি থেকে শুরু করে সেক্টর অফিসার ও ভোটকর্মীদের বহনকারী যানবাহন; সবকিছুই এখন কমিশনের সরাসরি নজরদারির আওতায়। এই ব্যবস্থার

মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম থেকে প্রতিটি গাড়ির বর্তমান অবস্থান রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রযুক্তির এই ব্যবহার অপরিহার্য। ট্র্যাকিং ডিভাইসটি মূলত একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র যা গাড়িতে সংস্থাপনের পর একটি নির্দিষ্ট সিম কার্ডের মাধ্যমে সক্রিয় করা হয়। ডিভাইসের গায়ে থাকা কিউআর কোডটি স্ক্যান করে একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। সেখানে গাড়ির নম্বর, চালকের নাম এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত থাকছে। ফলে কোনো গাড়ি যদি নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করে বা কোনও জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে ভোট প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্বাচনী সরঞ্জাম চুরির বা কারচুপির আশঙ্কা অনেকাংশে কম হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রায় ২৯০০ গাড়িতে এই জিপিএস ডিভাইস লাগানো হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যখন ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট নিয়ে স্ট্রং রুমের দিকে গাড়িগুলো রওনা দেবে, তখন প্রতিটি সেকেন্ডের আপডেট ট্র্যাক করা যাবে। কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ বা পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও দ্রুত উদ্ধারকারী দল পাঠাতে এই জিপিএস ট্র্যাকিং সহায়ক হবে। ইভিএম বহনকারী গাড়ির রুট ম্যাপ আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই ম্যাপের লঙ্ঘন ধরা পড়বে তৎক্ষণাৎ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরণের কঠোর নজরদারি অতীতে খ ুব একটা দেখা যায়নি। বিরোধীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও নিরাপত্তার দাবিকে মান্যতা দিয়েই কি এই পদক্ষেপ ?

ভোট দিতে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু গৃহবধূর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আজ ভোট, তাই বাড়ি আসছিলেন এক দম্পতি। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্ত্রীর। স্বামী প্রানে বাঁচলেও আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ভয়াবহ ওই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার মালডাঙ্গা-মন্তেশ্বর রাজ্য সড়কের ঘোষপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাইকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন ওই দম্পতি হুগলির হিন্দমোটর থেকে তাদের বাড়ি তারাশুসনো গ্রামে আসছিলেন। মন্তেশ্বরের ঘোষপাড়ার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বাইকটি। দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু শুভ্রা মন্ডল নামে ওই গৃহবধূকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইক আরোহী সমিতি মন্ডলের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রেফার করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া তারাশুশুনা গ্রামে।

ট্রেনের কামরায় বুথ ! অভিনব ব্যবস্থা মঙ্গলকোটে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বুথ তো নয়, আস্ত একটা ট্রেনের কামরা। ভোট দিতে গেলে সেই অভিনব ঘটনার মুখোমুখি হবেন ভোটাররা। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের একটি বুথে ভোট দিতে গেলেই ট্রেনের কামড়ায় চেপে ভোট দেবার অনুভূতি মিলবে। এমনটাই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে।অভিনব ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিদ্যালয়ের একটি শ্রেনী কক্ষ।

বুধবার ভোট, তার আগে ওই বুথ ঘিরে এলাকার ভোটারদের চরম আগ্রহ। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট নেওয়ার জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছে বুথ গুলিকে।এরকমই একটি বুথ রয়েছে মঙ্গলকোটের সাগীরা গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের ৫৯ নম্বর বুথ।ভোটারদের কাছে আর্কষণ বাড়াতে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ওই বুথকে। এছাড়াও বিভিন্ন পরিষেবা রয়েছে এই বুথে।

পাশাপাশি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছেন প্রধান শিক্ষক দীপাঞ্জন সরকার। তিনি জানান, যে রুমে ভোট নেওয়া হবে সেই রুমটি আধুনিকভাবে সাজানো। রুমের এমন রং করা হয়েছে দূর থেকে দেখলেই আপনি ভাববেন একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আর এই ভোট কেন্দ্র দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন এলাকার মানুষ।

কালনা বিধানসভায় ভোটের প্রস্তুতি চূড়ান্ত, ২৭৬ বুথে ভোটগ্রহণ

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা , কালনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের কালনা বিধানসভা কেন্দ্রে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ভোটের আগের দিন ডিসিআরসি থেকে ধাপে ধাপে রওনা দিতে শুরু করেন ভোটকর্মীরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বার কালনা বিধানসভা এলাকায় মোট ২৭৬টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ৬৫টি বুথ সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত, যা নির্বাচনে এক বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে নজর কেড়েছে। পাশাপাশি গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।এই প্রস্তুতির মধ্যেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে। ভোটের দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার সময় শ্রাবণী মুখার্জী নামে এক ভোটকর্মী সিঁড়ি দিয়ে নামার

সময় অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। তাঁর পা ও মুখে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, মীরহাট এফপি স্কুলে তাঁর ভোটের দায়িত্ব পড়েছিল।অন্যদিকে, ভোটকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, অন্যান্য বারের তুলনায় এ বার নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি উন্নত ও সুসংগঠিত। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বতোভাবে প্রস্তুত বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে এনআইএ-র তৎপরতা, স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি জোরদার

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৎপর হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। মঙ্গলবার বিকেলে বর্ধমান শহরের একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় পরিদর্শন করেন এনআইএ-র তিন সদস্যের একটি দল। তাদের সঙ্গে ছিল জেলা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন হঠাৎই এনআইএ-র দল পৌঁছে যায় বহুল চর্চিত খাগড়াগড় বিস্ফোরণ-এর ঘটনাস্থলে। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। এরপর তারা টিকরহাটা, রথতলা, কাঞ্চননগর, আঞ্জিরবাগান সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকা ঘুরে দেখে ন।পরিদর্শনের সময় এনআইএ আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী, চায়ের দোকানদার এবং সেলুনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি,

ভোটের আগে কোনও উত্তেজনা বা অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি, স্থানীয়দের কাছে জানতে চান, সম্প্রতি এলাকায় কোনও নতুন বা সন্দেহজনক ব্যক্তির আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়েছে কিনা। খাগড়াগড় এলাকায় ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিশদে খোঁজ নেন আধিকারিকরা। অন্যদিকে, টিকরহাটের রথীন রায় এবং কাঞ্চননগরের বিমান ভান্ডারির মতো দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের কাছ থেকেও এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যদিও গোটা পরিদর্শন জুড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি এনআইএ আধিকারিকরা। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, অতীতে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় চিহ্নিত এলাকা এবং শহরের স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতেই বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বুধবার ভোটের দিন যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই এই তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে।

আজই মহিলা পরিচালিত ৬১১ পিঙ্ক বুথে ভোট, নিরাপত্তায় কড়া নজর প্রশাসনের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬ টি বিধানসভা আসনের ভোট গ্রহণ হবে বুধবার তার আগে পোস্টাল ব্যালটের ভোট থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ হয়েছে সোমবার । মঙ্গলবার একেবারে শেষ পর্যায়ে বুথ এবং বুথের বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি চলে। এরই মধ্যে যতটা সম্ভব বুথ গুলি একের এক পরিদর্শন করেন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। ওই সূত্রে জানা গেছে, ভোট পরিচালনার সুবিধার জন্য এবার জেলায় মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা বেশি থাকছে। মহিলা পরিচালিত অর্থাৎ পিঙ্ক বুথ নিয়ে ইতিমধ্যেই সব রকমের ব্যাবস্থা খ তিয়ে দেখে জেলা থেকে কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বুথের সংখ্যা এবং তালিকা প্রকাশ করা হয় প্রশাসনের তরফে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবার নজিরবিহীন ভাবে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সংখ্যাটা ছশো পার হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে কম বেশি মহিলা কর্মী পরিচালিত ' পিঙ্ক ' বুথের ব্যাবস্থা থাকবে।

জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভোটের আগেরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সমস্ত মহিলা পরিচালিত বুথে সব রকমের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হবে বুথ এবং চারপাশের এলাকা। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হল

বাড়তি নজরদারি থাকবে ওই বুথ গুলোর উপর। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রথমবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক বুথে ভোটদান শুরু হয়েছিল। তারপর যত নির্বাচন হয়েছে সব ক্ষেত্রেই মহিলা পরিচালিত বুথ চালু ছিল। কিন্তু সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এবারের ভোটে জেলায় ৬১১ টি মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক বুথের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে , রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এবার পিঙ্ক বুথের সংখ্যা বেড়েছে। তার অন্যতম কারণ হলো চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজে না নেবার কারণে কর্মী সংকট দেখা যায়। সেই ঘাটতি পূরণ করতে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মীদের কাজে লাগাতে এই পরিকল্পনা। এর পাশাপাশি অবশ্য এবার জেলায় পুরুষ - মহিলা মিক্সড বুথ হবে না বললেই চলে। এমনটাই জানানো হলো প্রশাসনের তরফে। তবে এলাকা ভিত্তিতে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা কম বেশি রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পিঙ্ক বুথের সংখ্যা বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০ টি বুথ মহিলা পরিচালিত। এছাড়াও ১২ থেকে ২৫ টির মতো বুথের ব্যাবস্থা করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য। বিভিন্ন এলাকায় এই বুথ থাকবে। এর মধ্যে হবে মেমারি, খ ন্ডঘোষ, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান উত্তর এলাকা এবং দাঁইহাটে। প্রতি বুথে থাকবে ওয়েভ ক্যামেরা, কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ বাড়তি নিরাপত্তা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা হয়েছে যাতে মহিলাদের বাড়ির কাছাকাছি কোন বুথে ভোটের ডিউটি করতে পারেন। আর অন্যান্য বুথের তুলনায় ওই বুথ গুলোতে বেশ কিছু সামগ্রী বাড়তি দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। থাকছে, দাঁত মাজার ব্রাশ, মাজন, শ্যাম্পু, সাবান, ওআরএস এবং বেশ কয়েকটি জরুরি ওষুধ। থাকবে শৌচাগার এবং বাড়তি পানীয় জলের ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তে মঙ্গলবার সব কিছু দেখে নেবার কাজ চলে বলে জানা গিয়েছে।

মহিলা ভোটারদের হুমকি, থানার আইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ তৃণমূলকে ভোট দিলে শাস্তি হবে। পিঠের চামড়া তুলে দেব। জেলের ভাত খ াওয়াবো। রাতের অন্ধকারে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের তুল্যা গ্রামে বেশ কয়েকজনের বাড়িতে দরজা ঠেলে মহিলা ভোটারদের এমনইভাবে হুমকি ও শাসানি দেওয়ার অভিযোগ উঠলো মন্তেশ্বর থানার আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে।

শুধু তাই নয়, বিজেপির হয়ে ভোট করানোর চেষ্টার অভিযোগ তুলে ভোটের আগের দিন মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ জানালেন মন্তেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। আইসি ও অন্য কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালানোর অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী এবং ওই গ্রামের মহিলা ভোটাররা। বুধবার ভোটের আগেই তাঁদের অপসারণের দাবি তোলেন সকলেই। মহিলাদের অভিযোগ, মন্তেশ্বর থানার আইসি ও এসআই সুভাষ ভৌমিক সোমবার রাতে চারটি গাড়িতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে বাছাই করে করে বেশ কয়েকজনের বাড়িতে গিয়ে রাতের বেলায় সজোরে দরজা ঠেলতে থাকে। দরজা খোলার পরেই বাড়ির পুরুষদের অনুপস্থিতিতে মহিলা ভোটারদের হুমকি ও শাসানি দেয়। ভোটের দিন যেন কোনও মাতামাতি না করে। বেশি বাঁদরামি করলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব-- এ ধরনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এইসব দেখে বাড়ির ছোটরাও ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এমনই ঘটনার পর মহিলাদের অভিযোগ, মহিলা পুলিশ কর্মী ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে এইভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এদিকে এই অভিযোগ নিয়ে আইসি কোনও মন্তব্য করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

তিন জেলার সীমান্ত এলাকায় কড়া নাকা চেকিং বাহিনীর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। ঠিক তার আগের দিন মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান সহ তিন জেলার সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি চললো কমিশনের। একই সঙ্গে তিন জেলার সীমান্ত এলাকায় নাকা চেকিং চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। যাতে সীমান্ত এলাকা দিয়ে ঢুকে কেউ অপরাধ করে বেড়িয়ে যেতে না পারে। ভোটের দিন নিরাপত্তা জোরদার করতে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ এই জেলা গুলোর সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বীরভূমের কীর্ণাহার ও পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকা ফুটিসাঁকোয় ব্যাপক নাকা চেকিং চালানো হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্তে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ফুটিসাঁকো এলাকায় দুই জেলার শেষ সীমান্তে প্রতিটি

মোটরবাইক, চারচাকা গাড়ি এবং যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। মূল লক্ষ্য;অবৈধ সামগ্রী বা আগ্নেয়াস্ত্র পাচার রুখে দেওয়া। এদিন কীর্ণাহার থানার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে গাড়ি পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি কেতুগ্রাম থানার এলাকায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সহযোগিতায় একইভাবে নজরদারি চালানো হয়। প্রশাসনের এই তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এমন কড়া নজরদারি নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

দায়িত্ব আর ভালোবাসার অনন্য ছবি

কোলে কন্যা, তবুও ভোটের ডিউটিতে বাবা-মা

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ ভোট মানেই দায়িত্ব, আর সেই দায়িত্বের টানে অনেক সময় বদলে যায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। কিন্তু সেই দায়িত্ব যখ ন মিশে যায় সন্তানের প্রতি মমতায়, তখন তৈরি হয় এক অন্যরকম গল্প। তেমনই এক মানবিক ছবি ধরা পড়ল বর্ধমানের ইউআইটি কলেজ-এর ডিসিআরসি কেন্দ্রে। মঙ্গলবার ফুটফুটে কন্যা শিশুকে কোলে নিয়েই ভোটের ডিউটিতে হাজির হলেন এক দম্পতি। মা বর্ণালী বারিক;পেশায় পোস্ট অফিস কর্মী, আর বাবা একজন ব্যাংককর্মী। দু'জনেরই ভোটের ডিউটি পড়েছে;একজনের বর্ধমানে, অন্যজনের ভাতারে। সমস্যার সূত্রপাত বাড়িতেই। যার কাছে প্রতিদিন ছোট্ট মেয়েটিকে রেখে কাজে যান, সেই পরিচারিকাকেও ভোটের কারণে ছুটি নিতে হয়েছে। ফলে সামনে বড় প্রশ্ন;শিশুটিকে রেখে যাবেন

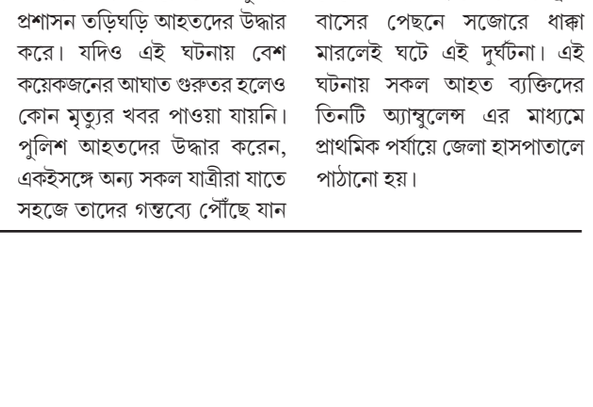

কোথায়? শেষমেশ সমাধান একটাই;কোলেই করে নিয়ে যাওয়া। ডিসিআরসি কেন্দ্রে তাই দেখা গেল দায়িত্ব আর ভালোবাসার এক অনন্য মেলবন্ধন।

এক হাতে ভোট সংক্রান্ত কাগজপত্র, অন্য হাতে আদরের সন্তান। বর্ণালীর কথায়, তঅসুবিধা তো হচ্ছেই, কিন্তু দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে।দ ভোটের কড়াকড়ি আর প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝেও এই দৃশ্য ছড়িয়ে দিল এক আলাদা উষ্ণতা। সন্তানের সঙ্গ ছাড়েননি এই দম্পতি;বরং তাকে নিয়েই শামিল হয়েছেন গণতন্ত্রের উৎসবে। ভোট বড় দায়িত্ব;তবে সেই দায়িত্বের মাঝেই লুকিয়ে থাকে এমনই কিছু ছোঁয়া লাগা মানবিক গল্প।

শ্রমিকদের সাথে খনি আধিকারিকের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, প্রতিবাদে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পাণ্ডবেশ্বর ঃ ইসিএলের কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার খনি আধিকারিকের, প্রতিবাদে কোলিয়ারি বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হল খনির শ্রমিকদের একাংশ।ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারি দু'নম্বর পিটে। সোমবার কোলিয়ারি এজেন্ট তপন জানা শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ।তার পাশাপাশি ভজহরি বাগ নামের এক শ্রমিকে সাসপেন্ডও করা হয় বলে সূত্রের খবর। প্রতিবাদে মঙ্গলবার দু'নম্বর পিট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি যতক্ষণ না সাসপেনশন অর্ডার উইথড্র করছে না খনি আধিকারিক, ততক্ষণ তারা

কাজে যাবেন না।এ বিষয়ে এজেন্ট কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাই শ্রমিকরা।যদিও এই বিষয়ে মুখ খ ুলতে নারাজ কোলিয়ারির এজেন্ট।

টুরিস্ট কোচে ট্রাকের ধাক্কা - আহত অন্তত ১৬

সীতারাম মুখার্জি ,নয়া জামানা , রানীগঞ্জ ঃ মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের রানীগঞ্জ স্কয়ার এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ঝাড়খণ্ডের মালডা গামা বাজার এলাকা থেকে কলকাতা অভিমুখে যাওয়া একটি টুরিস্ট কোচ বাস কে একটা চৌদ্দ চাকার ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা মারলে বাসের মধ্যে থাকা প্রায় ১৬ জন যাত্রী এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে রানীগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির ইনচার্জ নাজিমুল হুদার নেতৃত্বে, পুলিশের বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকল যাত্রীদের উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে আহত থাকা প্রায় ১৬ জন যাত্রীকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে অন্য সকল যাত্রীদের কলকাতা অভিমুখে যাওয়া বিভিন্ন বাসে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে সহায়তা করে। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটা, এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ প্রশাসন তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে। যদিও এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হলেও কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করেন, একইসঙ্গে অন্য সকল যাত্রীরা যাতে সহজে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যান তার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে,অন্য সকল বাসগুলি দাঁড় করিয়ে সকল যাত্রীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি এই বাসটি অন্য একটি বাসের চালকের সঙ্গে জাতীয় সড়কে চলাচলের সময় কথা বলছিলেন, সে সময় পেছন থেকে আসা ওই ১৪ চাকার ট্রাক বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারলেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। এই ঘটনায় সকল আহত ব্যক্তিদের তিনটি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

ফল ঘোষণার আগে তমলুকে আবির কারখানায় জোর প্রস্তুতি, কোন রঙে রাঙাবে জয়?

নয়া জামানা , তমলুক ঃ ভোটের ফল প্রকাশে আর বাকি মাত্র এক দফা। তবে তার আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে আবির তৈরির কারখানাগুলিতে ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। কোন দল জিতবে, কোন রঙের আবির বেশি উড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবুও আগাম প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না কারখানার মালিক ও শ্রমিকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের উত্তরচড়া শংকর আড়া এলাকায় একাধিক আবির তৈরির কারখানা রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে রঙ মেশানো, শুকানো, প্যাকেটজাত করা এবং মজুতের কাজ। কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। জেলায় মোট ১৬টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ভোটের হারও ৯২ শতাংশের বেশি। ফলে এবার ফলাফল নিয়ে শাসক ও বিরোধী;উভয় শিবিরেই প্রবল আশাবাদ। সেই কারণেই ফল ঘোষণার দিনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও আবিরের অর্ডার বাড়ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় এক আবির কারখানার মালিক সাধন চন্দ্র গুড়িয়া বলেন, ফলের দিনই বোঝা যায় কোন রঙের চাহিদা বেশি। গত কয়েকবার সবুজ আবিরের চাহিদা বেশি ছিল। তাই এবারও সবুজ রঙ বেশি তৈরি করছি।দ অন্যদিকে এক ভেষজ আবির কারখানার ম্যানেজার চন্দন কুমার জানান, তদোলের সময় অনেক রঙের আবির তৈরি হয়। তবে এখন সবুজ, গেরুয়া ও লাল; এই তিন রঙের চাহিদাই বেশি। বেশ কিছু অর্ডার এসেছে, পাশাপাশি বাড়তি স্টকও রাখা হয়েছে।দ রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে রঙের লড়াই। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ফলের দিন সবুজ আবিরে ভরে যাবে এলাকা। পাল্টা বিজেপির দাবি, এবার গেরুয়া আবিরেই রঙিন হবে তমলুক। সব মিলিয়ে ভোটের ফলের আগেই তমলুকে এখন জমজমাট আবিরের বাজার। এখন অপেক্ষা শুধু ফল ঘোষণার দিনের।

মুগবসানে মানবতার দৃষ্টান্ত, রক্তদান শিবিরে ৩৭ জনের স্বেচ্ছায় রক্তদান

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ব্লকের মুগবসান এলাকায় মানবসেবার উজ্জ্বল নজির গড়ল টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জুনিয়র টিম। তাদের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট ৩৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সমাজের প্রয়োজনে এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় প্রশংসার ঝড় উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই বহু মানুষ রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হন। সুষ্ঠু পরিবেশে রক্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। আয়োজকদের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া এই কর্মসূচিকে সফল করে

তুলেছে। এই শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, দু'জন মহিলা প্রথমবারের মতো রক্তদান করেন। তাঁদের এই সাহসী ও মানবিক পদক্ষেপকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান। আয়োজকদের মতে, মহিলাদের অংশগ্রহণ অন্যদের মধ্যেও রক্তদান নিয়ে সচেতনতা বাড়াবে এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। শিবিরটি সফল করতে টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জুনিয়র টিমের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রক্তদাতাদের সহায়তা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা থেকে শুরু করে পুরো ব্যবস্থাপনায় তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা নজর কেড়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী হাসানুজ্জামান শেখ, পঞ্চায়েত সদস্য রিয়াজুল হক, অধ্যাপক শান্তনু পান্ডা, সমাজসেবী অসীম ধর, শিক্ষক ও সমাজসেবী সুদীপ কুমার খাঁড়া, সমাজকর্মী মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ ইনজামুল হক এবং সোসাইটির সম্পাদক মহম্মদ ইমরান সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত অতিথিরা রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন, রক্তদানই হতে পারে বহু অসহায় মানুষের জীবন বাঁচানোর অন্যতম বড় উপায়। মুগবসানের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ব্যান পিরিয়ডে বাজারে মাছের টান, দিঘায় দামে আগুন

সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই বাজারে দেখা দিয়েছে মাছের টান। জোগান কমে যাওয়ায় দিঘা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন বাজারে মাছের দাম এখন আকাশছোঁয়া। ব্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর থেকেই সাধারণ ক্রেতাদের পকেটে চাপ বেড়েছে।মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, আগামী ১৪ জুন থেকে নতুন মরশুম শুরু না হওয়া পর্যন্ত মাছের জোগান বাড়ার সম্ভাবনা খুব কম।

নয়া জামানা , দিঘা ঃ সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই বাজারে দেখা দিয়েছে মাছের টান। জোগান কমে যাওয়ায় দিঘা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন বাজারে মাছের দাম এখন আকাশছোঁয়া। ব্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর থেকেই সাধারণ ক্রেতাদের পকেটে চাপ বেড়েছে।

মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, আগামী ১৪ জুন থেকে নতুন মরশুম শুরু না হওয়া পর্যন্ত মাছের জোগান বাড়ার সম্ভাবনা খুব কম। ফলে আরও কিছুদিন বাজারে এই পরিস্থিতি চলতে পারে। সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমুদ্রে ট্রলার, যন্ত্রচালিত নৌকা ও মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়। বর্তমানে বাজারে কোল্ড স্টোরেজে রাখা মাছ এবং ওডিশা, কেরল-সহ অন্য রাজ্য থেকে আসা চালানি মাছের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। তবে উপকূল এলাকার বহু মানুষ টাটকা সমুদ্রের মাছই বেশি পছন্দ করেন। ফলে চাহিদা থাকলেও জোগান কম থাকায় দাম দ্রুত বাড়ছে। স্থানীয় ক্রেতাদের অভিযোগ, রুলি, তাপড়ার মতো ছোট সামুদ্রিক মাছ বছরের অন্য সময় ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে মিললেও এখন সেই মাছ ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। ইলিশ, পমফ্রেট, ভেটকি-সহ বড় মাছের দামও বেড়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিষ শ্যামল বলেন, তক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সহায়তা দরকার। ব্যান পিরিয়ডে তাঁদের আয় বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে বাজারেও মাছের ঘাটতি তৈরি হয়।দ কাঁথি মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যান পিরিয়ডে যাতে নিয়ম মেনে মাছ ধরা বন্ধ থাকে, তার জন্য কড়া নজরদারি চলছে। সব মিলিয়ে, ব্যান পিরিয়ডে মাছের জোগান কমে যাওয়ায় বাঙালির পাতে এখন টান পড়েছে। আর বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

গরমে হাতপাখার সঙ্গে টক্কর 'চায়না ফ্যানের', বাজারে বদলাচ্ছে হাওয়ার ছবি

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ বৈশাখের দাবদাহে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। তীব্র গরম, ঘনঘন লোডশেডিং আর সিলিং ফ্যানের গরম হাওয়ায় হাঁসফাঁস অবস্থা। এমন সময় আবার ঘরে ঘরে ফিরেছে তালপাতার হাতপাখা। তবে এবার সেই পুরনো বাজারে জোর টক্কর দিচ্ছে আধুনিক 'চায়না ফ্যান'। মেদিনীপুর শহর ও আশপাশের বাজারে এখন দেদার বিক্রি হচ্ছে ছোট রিচার্জেবল হাতফ্যান। দাম ১৫০ থেকে ১৭৫ টাকার মধ্যে। ইউএসবি কেবল দিয়ে চার্জ দিলেই দু' থেকে তিন ঘণ্টা অনায়াসে চলে। ব্যাগে রাখা সহজ, হাতে ধরেও ব্যবহার করা যায়। ফলে বাস, ট্রেন, বাজার, মিছিল কিংবা বাইরে বেরোলেই অনেকের হাতে দেখা যাচ্ছে এই ছোট্ট ফ্যান। মেদিনীপুর শহরের ব্যবসায়ী সেলিম খান বলেন, তপ্রথমে ভাবিনি এত বিক্রি হবে। এখন দিনে ১০ থেকে ১৫টি ফ্যান বিক্রি হচ্ছে।দ স্থানীয় বাসিন্দা পিয়ালী সামুই বলেন, তবাইরে গেলে এই ফ্যান খুব কাজে

লাগে। তবে বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকলে হাতপাখাই ভরসা।দ অন্যদিকে, তালপাতার হাতপাখার চাহিদা এখনও রয়েছে। মেদিনীপুর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের শিরোমণি গ্রামে বহু পরিবার আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হাতপাখা তৈরি করছেন। মহিলারা বাড়িতে বসে পাখা বানান, পুরুষরা তালপাতা সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেন। এক একটি হাতপাখা বিক্রি হয় মাত্র ২০ থেকে ২৫ টাকায়। কিন্তু তা তৈরি করতে যথেষ্ট পরিশ্রম লাগে। তালপাতা শুকানো, কাটা, বাঁধা ও সাজিয়ে তৈরি হয় একটি পাখা। শিল্পী চন্দনা ঘোড়ই বলেন, তএখন আর আগের মতো বিক্রি নেই। তবুও এই কাজ ছাড়িনি।দ প্রবীণ শিল্পীদের দাবি, সরকারি স্বীকৃতি মিললেও পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা নেই। ফলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে, গরমে মানুষ স্বস্তির খোঁজে আধুনিক ফ্যানের দিকে ঝুঁকলেও বাংলার হাতপাখা এখনও হার মানেনি।

দাবদাহে নাজেহাল পড়ুয়ারা, তিন জেলায় উঠল মর্নিং স্কুলের জোর দাবি

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা ছাত্রছাত্রীদের। তাপমাত্রা কোথাও ৩৬, কোথাও ৩৮, আবার অনেক জায়গায় ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নিয়ম মেনে দুপুরের দিকে স্কুলে যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম;এই তিন জেলায় মর্নিং স্কুল চালুর দাবি জোরদার হয়েছে। নির্বাচনী পর্ব শেষ হতেই সোমবার থেকে স্কুল খুলেছে। কিন্তু প্রবল গরমে অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চিন্তায় পড়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত গরমে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অনেক স্কুলে ফ্যান থাকলেও তাতে স্বস্তি মিলছে না। ঘামে ভিজে যাচ্ছে পড়ুয়াদের পোশাক। পশ্চিম

মেদিনীপুরের এক অভিভাবক প্রতিমা সাউ বলেন, তএই গরমে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় লাগছে। সকালবেলা স্কুল হলে অনেক সুবিধা হতো।দ একই দাবি তুলেছেন কেশপুর, শালবনি-সহ বিভিন্ন এলাকার অভিভাবকেরা। শিক্ষকদের একাংশও বলছেন, প্রতি বছর এই সময়ে মর্নিং স্কুল চালু হতো। কিন্তু এ বছর এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। ফলে ছাত্রছাত্রী কম এলেও নিয়ম মেনে স্কুল চালাতে হচ্ছে। অনেক স্কুলে উপস্থিতির হারও কমেছে। পূর্ব মেদিনীপুরেও একই চিত্র। অভিভাবকদের দাবি, গরমের কথা মাথায় রেখে দ্রুত সকালবেলার স্কুল চালু করা হোক। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের অনুমতি ছাড়া স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। ঝাড়গ্রামেও মর্নিং স্কুলের দাবিতে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা পড়েছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। শিক্ষামহলের মতে, শিশুদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। এখন অভিভাবক, শিক্ষক ও পড়ুয়াদের নজর রাজ্য সরকারের ঘোষণার দিকে।

কুয়ো শুকনো, নলকূপে জল নেই! গরমে জলসঙ্কটে কাহিল জামবনি

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ তীব্র গরম পড়তেই ঝাড়গ্রামের জামবনি ও আশপাশের একাধিক এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র জলসঙ্কট। শুকিয়ে গিয়েছে পাতকুয়ো, নলকূপেও মিলছে না জল। ফলে সকাল থেকেই কলসি, বালতি হাতে সরকারি জলের ট্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ঝাড়গ্রামের ভুলাভেদা অঞ্চলের গিদিঘাটি, চন্দনপুর, কুশভুলা, বাঁশপাহাড়ি এলাকার বিদরী ও খেড়িয়ারাতা গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি গ্রীষ্মেই এই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ বছর গরম বাড়তেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েল থেকেও জল উঠছে না। চন্দনপুর গ্রামের বাসিন্দা ঝিলাপী সর্দার বলেন, তগ্রামে একটিমাত্র টিউবওয়েল আছে। সেখান থেকেও এখন জল পড়ছে না। তাই বাধ্য হয়ে জলের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।দ স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিন জল সংগ্রহ করতেই অনেকটা সময় নষ্ট হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে বেলপাহাড়ি ও জামবনি ব্লকে প্রতিদিন জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হচ্ছে।

দু'হাজার লিটারের ছ'টি ট্যাঙ্ক দিনে দু'বার করে মোট ২৪ হাজার লিটার জল সরবরাহ করছে প্রশাসন। দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, জেলার বহু এলাকায় পাম্প হাউস থাকলেও অতিরিক্ত গরমে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় কিছু অঞ্চলে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্ষা না আসা পর্যন্ত আপাতত ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জল সরবরাহ চালিয়ে যাওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সাময়িক সমাধান নয়, স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। এলাকায় একাধিক সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। সব মিলিয়ে, দাবদাহের সঙ্গে এখন জলকষ্টও বাড়তি দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঝাড়গ্রামের বহু গ্রামের মানুষের কাছে। এখন সবার অপেক্ষা বৃষ্টির দিকে।

পিংলায় বেপরোয়া গতির গাড়ি গাছে ধাক্কা, অল্পের জন্য রক্ষা দুই আরোহীর

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার করকাই-হাড়কান্দি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান গাড়িতে থাকা দুই আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ একটি দ্রুতগতির প্রাইভেট কার ১১ মাইল এলাকা থেকে বলাইপণ্ডার দিকে যাচ্ছিল। হাড়কান্দি বাজারের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর রাস্তার ধারে থাকা একটি বড় গাছে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে আশপাশের দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে থাকা দুই

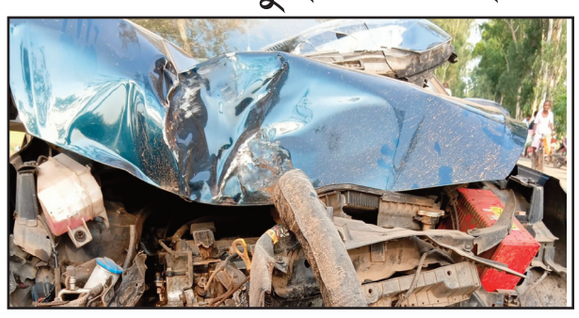

ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। সৌভাগ্যবশত, চালক ও অপর আরোহী গুরুতর আহত হননি। তবে আচমকা দুর্ঘটনায় তারা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পিংলা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। কী কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অতিরিক্ত গতি, রাস্তার অবস্থা নাকি অন্য কোনও কারণ;সব দিকই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় প্রায়ই দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করে। ফলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাঁদের দাবি, এলাকায় গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নজরদারি বাড়ানো হোক। অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ানো গেলেও ঘটনাটি ফের পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ডিজিটাল দুনিয়ায়
সব খবর সবার
আগে

দৈনিক
নয়া
জামানা

১৪ পৃষ্ঠা
রঙ্গিন

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 10

নেতাজীর ‘মৃত্যুদিন’ লেখা পোস্টার ঘিরে সোনারপুরে বিতর্ক, চাপে বিজেপি

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর, সোনারপুর এলাকায় একটি নির্বাচনী পোস্টারকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি প্রার্থী রুপা গাঙ্গুলি-র সমর্থনে লাগানো পোস্টারে সুভাষ চন্দ্র বসু -র ‘মৃত্যুদিন’ উল্লেখ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। পোস্টারটি সামনে আসতেই বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস সচেতন মানুষজনের একাংশের দাবি, এখনও পর্যন্ত ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নেতাজীর মৃত্যুদিন ঘোষণা করেনি। তাই এই ধরনের উল্লেখ বিভ্রান্তিকর এবং অসংবেদনশীল। দীর্ঘদিন ধরেই নেতাজীর অন্তর্ধান ও মৃত্যুকে ঘিরে নানা মতভেদ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য,

নির্বাচনী প্রচারে এমন সংবেদনশীল বিষয় ব্যবহারের আগে তথ্য যাচাই করা উচিত ছিল। অনেকেই মনে করছেন, নেতাজীর মতো জাতীয় নেতাকে ঘিরে ভুল তথ্য ছড়ানো উচিত নয়। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন রাজপুর,সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব কুমার দাস । তিনি বলেন, নেতাজী বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তাঁর মৃত্যুদিন নিয়ে সরকারি স্পষ্ট ঘোষণা নেই। সেখানে এমন পোস্টার লাগানো দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। বিতর্ক বাড়তেই সংশ্লিষ্ট পোস্টারগুলি এলাকা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে বিজেপির তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এমন তথ্য পোস্টারে এল এবং কারা এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের মুখে এই ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নেতাজীকে ঘিরে মানুষের আবেগ গভীর। ফলে একটি পোস্টার ঘিরেই বড় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ভোটের আগের দিন ফলতায় তপ্ত পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভ

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ভোটের আর মাত্র একদিন বাকি। তার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তেজনার পারদ চড়ে গেল। নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রুট মার্চে নামে প্রশাসন। কিন্তু সেই রুট মার্চ ঘিরেই শুরু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ, যা মুহূর্তে উত্তপ্ত করে তোলে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ কর্মীরা ফলতার বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করছিলেন। ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, ভোটারদের আস্থা বাড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই রুট মার্চের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে রুট মার্চ চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান

বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের দাবি, ভোটের আগে এলাকায় অযথা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে এবং সাধারণ ভোটারদের মনে ভয় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান অভিযোগ করেন, প্রশাসনের কিছু অংশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ফলতার মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তার জবাব দেবেন।দ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। অন্যদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রুট মার্চ সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একটাই;ভোটের আগে এলাকায় শান্তি বজায় রাখা এবং ভোটারদের নিরাপত্তার বার্তা দেওয়া। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এতে নেই বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। ঘটনার জেরে ফলতা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাজার এলাকা থেকে গ্রামাঞ্চল;সব জায়গাতেই চাপা উত্তেজনার আবহ দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, ভোটের আগে এমন পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তবে অনেকেই আশা করছেন, প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনা নির্বাচনী আবহকে আরও সংবেদনশীল করে তোলে। বিরোধী দল ও শাসক দলের পারস্পরিক অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। সব মিলিয়ে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এখন টানটান উত্তেজনার মধ্যে ভোটের প্রহর গুনছে। আগামীকালের ভোট কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, এখন সেদিকেই নজর সবার।

বাঘের ডেরায় ভোটযাত্রা, সুন্দরবনের দ্বীপে নৌকায় পৌঁছচ্ছেন ভোটকর্মীরা

নয়া জামানা , সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনের দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে ভোট মানেই আলাদা লড়াই। নদী, খাঁড়ি, জঙ্গল আর বাঘের ভয়কে সঙ্গী করেই ভোটকর্মীদের পৌঁছতে হয় বুথে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রে সেই চেনা ছবিই আবার সামনে এল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইভিএম ও ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় রওনা দিলেন ভোটকর্মীরা। গোসাবা এলাকার বহু বুথ নদীবেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থিত। মইপিঠ, বালিচর, গোপালগঞ্জ, কাচিয়ামারা, গাফ্‌ফারিয়া এবং ঘরামিপাড়ার মতো এলাকায় সড়কপথ নেই। একমাত্র ভরসা নৌকা। ফলে ভোটকর্মীদের জলপথে দীর্ঘ সময় যাত্রা করেই বুথে পৌঁছতে হচ্ছে। সকাল থেকেই নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা ইভিএম, কন্ট্রোল ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করেন।

সবকিছু পরীক্ষা করে নিরাপত্তার মধ্যেই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ভোটের সরঞ্জাম। এরপর দল বেঁধে জেটিঘাটে পৌঁছে নৌকায় তোলা হয় সামগ্রী। প্রতিটি দলে লাইফ জ্যাকেট, নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তারপর শুরু হয় দীর্ঘ নদীপথের যাত্রা। কখনও উত্তাল নদী, কখনও সরু খাঁড়ি, আবার কোথাও ঘন জঙ্গলঘেরা জলপথ পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হচ্ছে কর্মীদের। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভৌগোলিক দুর্গমতার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর ঝুঁকিও মাথায় রেখে বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ ও বনদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয়দের কথায়, সুন্দরবনে ভোট শুধু নির্বাচন নয়, এক উৎসব।

প্রতিবারই এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়;প্রতিকূলতা যতই থাকুক, গণতন্ত্রের পথ থেমে থাকে না। এবারও বাঘের ডেরায় পৌঁছে গেল ভোটের প্রস্তুতি।

সুকান্তর বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ, বসিরহাটে ভোটের আগে বাড়ল রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভোটের আবহে বসিরহাটে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার -এর বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠালেন বসিরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্র । তাঁর পক্ষ থেকে আইনজীবী শান্তনু চৌধুরী এই নোটিশ পাঠিয়েছেন। অভিযোগ, সম্প্রতি বসিরহাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, বসিরহাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী ও তাঁর স্বামী সুরজিৎ মিত্রের বিরুদ্ধে কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলর লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগপত্র নাকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জি -এর কাছেও জমা পড়ে। সুকান্তর বক্তব্যে যে কাউন্সিলরদের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে ভাস্কর মিত্রর নামও ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। এরপরই তিনি আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন। নোটিশে বলা হয়েছে, তিন দিনের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে বসিরহাট পুরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী পাল্টা বলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তুলে ভোটের আগে পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, পুরসভা নিয়ম মেনেই কাজ করেছে এবং গত কয়েক বছরে একাধিক সরকারি স্বীকৃতিও পেয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তবে বসিরহাটের মানুষ সব বুঝে গিয়েছেন এবং ভোটবাক্সেই তার জবাব দেবেন। নির্বাচনের মুখে এই ঘটনায় বসিরহাটের রাজনীতি এখন সরগরম।

ঝড়ো হাওয়া-উত্তাল নদী পেরিয়ে

ভোটযাত্রা, পাথরপ্রতিমায় কর্মীদের লড়াই

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রবল দমকা হাওয়া, নদীর জলোচ্ছ্বাস আর উত্তাল ঢেউ;সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে জলপথে রওনা দিলেন কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকায় ভোটের আগে এমন দৃশ্য নজর কেড়েছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের। ১৩০ নম্বর বিধানসভার অন্তর্গত জিপল্ট, ব্রজবল্লভপুর, শ্রীধরনগর, অচিন্ত্যনগর, পাথরপ্রতিমা, গোপালনগর এবং দুবাচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই সব দ্বীপ ও নদীবেষ্টিত অঞ্চলে বুথে পৌঁছতে জলপথই প্রধান ভরসা। তাই আবহাওয়া খারাপ হলেও থেমে থাকেননি ভোটকর্মীরা। লঞ্চ ও নৌকায় করে ইভিএম, ভোটের বিভিন্ন সামগ্রী, নথিপত্র এবং জরুরি সরঞ্জাম নিয়ে একের পর এক কর্মী নির্ধারিত বুথের উদ্দেশ্যে রওনা

দেন। নদীতে ঢেউ বাড়লেও তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনও খামতি দেখা যায়নি। প্রশাসনের কর্মীদের এই নিষ্ঠা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশংসা করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, পাশাপাশি ভোটকর্মীদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। স্থানীয়দের কথায়, প্রতি নির্বাচনের সময়ই এই অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই ভোটের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তবুও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেমে থাকে না। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ভোটকর্মীদের এই সাহস, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠা আবারও প্রমাণ করল; দেশের গণতন্ত্রকে সচল রাখতে মাঠে নেমে কাজ করেন অসংখ্য নীরব যোদ্ধা। এখন সকলের নজর ভোটের দিনের দিকে।

ভোটের আগে বাসন্তীতে বিজেপি কর্মীকে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় অভিযোগে চাঞ্চল্য

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোটের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বিধানসভা এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় জীবনতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি ১২৮ নম্বর বাসন্তী বিধানসভার জীবনতলা থানার অন্তর্গত আঠারোবাঁকি পঞ্চায়েতের হেদিয়া গ্রামের।

অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী রাজু সরদার মঙ্গলবার সকালে ধান কাটতে মাঠে গিয়েছিলেন। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী লোহার রড, বাঁশের লাঠি এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেখানে হাজির হয় বলে অভিযোগ। রাজু সরদারের দাবি, তাঁকে লক্ষ্য করে হুমকি দিয়ে বলা হয় বিজেপি করার ফল ভোগ করতে হবে। বুথে ভোট দিতে গেলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও শাসানো হয়। এমনকি ভোটের পরে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এবং পরিবারকে ক্ষতি করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তিনি আরও জানান, আচমকা এই ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং কান্নাকাটি করতে করতে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। পরে জীবনতলা থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার বলেন, তআমাদের কর্মীদের ভয় দেখিয়ে ভোট আটকানোর চেষ্টা চলছে। প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।দ অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বাসন্তীতে বিজেপির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিশ্চিত পরাজয় বুঝেই সহানুভূতি পাওয়ার জন্য এ ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ভোটের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

ক্যানিংয়ে ভোটের আগে কড়া বার্তা, মাইকিংয়ে মাঠে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এলাকায় তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে এলাকাজুড়ে টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগে ভোটারদের মধ্যে বাড়ছে আস্থা।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মাইকিংয়ের মাধ্যমে জানাচ্ছেন, ভোটের দিন কোনওরকম ভয় বা চাপের মধ্যে পড়ে নয়, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন সবাই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানানো হচ্ছে। মাইক প্রচারে আরও বলা হচ্ছে, নির্বাচন চলাকালীন কোনওরকম অশান্তি, গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। কেউ যদি ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করে, তবে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাশাপাশি ভোটের দিন সকলকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়াও, ভোটারদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, কোনও সমস্যা, হুমকি বা অনিয়ম চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি ও সরাসরি প্রচার সাধারণ মানুষের মনে ভরসা বাড়িয়েছে। এতে ভোটের দিন মানুষ আরও নিশ্চিন্তে বুথমুখী হবেন। নির্বাচনের আগে ক্যানিংয়ে এমন কড়া নজরদারি ও সচেতনতা প্রচার ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। এখন নজর ভোটের দিনের পরিস্থিতির দিকে।

প্রচারের শেষ দিনে ফ্রেজারগঞ্জে উত্তেজনা, কার্ড বিলি ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি ধাক্কাধাক্কি

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপির প্রচার কর্মসূচির সময় ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ বিলিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল বচসা, ধাক্কাধাক্কি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রুট মার্চ করতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর গ্রামে বিজেপি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় ইস্তাহার ও লিফলেট বিলি করছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, সাধারণ লিফলেটের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীরা ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ নামে একটি বিশেষ কার্ড বিলি করছেন। ওই কার্ডে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বেকার যুবকদের প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই অভিযোগ তুলে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শ্রীদাম মণ্ডল বলেন, প্রচার সবাই করতে পারে। কিন্তু টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের সামিল। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। অন্যদিকে

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপির প্রচার কর্মসূচির সময় ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ বিলিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল বচসা, ধাক্কাধাক্কি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রুট মার্চ করতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর গ্রামে বিজেপি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় ইস্তাহার ও লিফলেট বিলি করছিলেন।

সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলেন, আমরা শুধুমাত্র নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে প্রচার করছিলাম। তৃণমূল বুঝে গিয়েছে মানুষ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আমাদের প্রচারে বাধা দিতে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও সেখানে পৌঁছে রুট মার্চ শুরু করেন। বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। ভোটের আগে এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি নেতাদের বাড়িতে ‘হরি বোল’ চিরকুট, সাদা থান-সিঁদুরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় রহস্যজনক ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ও একাধিক নেতৃত্বের বাড়ির সামনে গভীর রাতে সাদা থান কাপড়, সিঁদুর, জবা ফুল, তুলো এবং একটি হুমকির চিরকুট ফেলে রেখে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। অভিযোগ, ভবানীপুর এলাকার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দুলাল চন্দ্র মণ্ডল এবং বিজেপি নেতা গৌড় বাউরিয়ার বাড়ির দরজার সামনে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে প্যাকেট রেখে যায়। সকালে পরিবারের সদস্যরা দরজা খুলে ওই প্যাকেট দেখতে পান। প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে আসে সাদা থান কাপড়, সিঁদুর, জবা ফুল, তুলো এবং একটি সাদা কাগজে লেখা বার্তা; তএবার বল হরি হরি বোল করে দেব।দ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এটি রাজনৈতিক ভয় দেখানোর চেষ্টা। ঘটনার জেরে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ মণ্ডল বলেন, তএসব নিজেরাই সাজিয়ে অন্যের নামে দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। যে দলের প্রার্থী প্রকাশ্যে বুলডোজার চালানোর কথা বলে, তাদের কাছ থেকে এর বেশি আর কী আশা করা যায়।দ নির্বাচনের আবহে এই ঘটনাকে ঘিরে হিঙ্গলগঞ্জে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বেড়েছে। এখন তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর সকলের।

ভোটের আগের রাতে বাদুড়িয়ায় উত্তেজনা, বিজেপির পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগেই উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। বিজেপির দলীয় পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন খুলে ছিঁড়ে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের যশাইকাটি সাড়াতলা এলাকার ৯১ ও ৯২ নম্বর বুথে। বিজেপির দাবি, ভোটের ঠিক আগের রাতে পরিকল্পিতভাবে তাদের প্রচারের সামগ্রী নষ্ট করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বুথ এলাকার মহিলা ভোটারদেরও হুমকি ও ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বাদুড়িয়া বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি দীপঙ্কর মণ্ডল বলেন, ২৯ তারিখের ভোটকে সামনে রেখে বুথ এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের লোকজন সেগুলি খুলে ফেলে ছিঁড়ে নষ্ট করে দেয়। ভোটারদেরও চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বুলবুল রহমান বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। বাদুড়িয়ায় বিজেপির কোনও সংগঠন নেই। তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী, তাই অন্যের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার আমাদের কোনও দরকার নেই। তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের হার নিশ্চিত বুঝে এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ভোটের আগের রাতে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বাড়লেও প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 11

হরেকরকম

নয়া জামানা

২২ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

রানী মুখার্জি কেন ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখেন ?

নয়া জামানা ঃ বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রানী মুখার্জি বরাবরই নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব সংযত। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খুব কমই সক্রিয়, আর ব্যক্তিগত মুহূর্ত প্রায় কখনও শেয়ার করেন না। এর পিছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে; ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে
রানী মনে করেন, ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগতই থাকা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন, একজন শিল্পীর কাজই তার আসল পরিচয়;ব্যক্তিগত জীবন নয়। তাই পরিবার, স্বামী বা সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে আনতে তিনি অনিচ্ছুক। পরিবারের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে তাঁর স্বামী আদিত্য চোপড়া নিজেও অত্যন্ত লো-প্রোফাইল মানুষ। তিনি মিডিয়ার সামনে খুব কম আসেন। পরিবারের এই মনোভাবের কারণেই রানীও ব্যক্তিগত জীবনকে প্রচারের বাইরে রাখেন।
সন্তানের নিরাপত্তায়
তাদের মেয়ে আদিরার নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক শৈশব নিশ্চিত করতে রানী সচেতন। অতিরিক্ত প্রচার থেকে দূরে রাখতেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পারিবারিক মুহূর্ত শেয়ার করেন না।এছাড়াও
রানী বরাবরই কাজকেই অগ্রাধিকার দেন। যশ রাজ ফিল্মস -এর সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তিনি জানেন কীভাবে প্রচারের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। সিনেমা মুক্তির সময় তিনি প্রচারে অংশ নিলেও ব্যক্তিগত বিষয় আলাদা রাখেন।রানী সেই সময়ের অভিনেত্রী, যখন সোশ্যাল মিডিয়ার এত প্রভাব ছিল না। তাই তাঁর মানসিকতা এখনও কিছুটা ঐতিহ্যনির্ভর;খ্যাতি মানেই সব কিছু প্রকাশ করা নয়। কিছুদিন আগে দ্য কপিল শর্মা শোতে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন রানী মুখার্জি। সেখানেও সঞ্চালক কপিল শর্মা তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আসলে সবকিছু দেখাতে হয়। ভক্তরা তাঁর এই বক্তব্যের কিছুটা বেফাস ইঙ্গিত করলেও; আদতে রানী যা বুঝিয়েছেন তা সকলের কাছে খুবই বোধগম্য। সব মিলিয়ে, রানী মুখার্জির কাছে খ্যাতির চেয়ে পরিবার ও ব্যক্তিগত শান্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি আলোয় থাকেন তাঁর অভিনয়ের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়।

চটজলদি ঘটিবাড়ি স্পেশাল ঝিঙে আলু পোস্ত রেসিপি

নয়া জামানা ঃ পোস্ত পছন্দ করে না এমন বাঙালি বোধহয় খুব কম আছে। পোস্তর নাম শুনলেই যেন জিভে জল।পেঁয়াজ পোস্ত, আলু পোস্ত, পোস্ত ছড়িয়ে আলু ভাজা ইত্যাদি জনপ্রিয় বাঙালি পদের মধ্যে আরও একটি সুস্বাদু পোস্তর রেসিপি হল ঝিঙে পোস্ত। অনেকে আবার সাথে আলু মিশিয়ে তৈরি করেন ঝিঙে আলু পোস্ত। ঝিঙে পোস্ত বাঙালিদের বিশেষ করে ঘটিদের খুব জনপ্রিয় একটি নিরামিষ পদ। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ খেতে দারুণ লাগে। খুব অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যায় এই বাঙালি পদ।
উপকরণ
ঝিঙে ৪,৫টি, পোস্ত ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২,৩টি, কালোজিরে আধ চা চামচ, সরষের তেল ২ টেবিল চামচ, হলুদ সামান্য, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালী
প্রথমে পোস্ত প্রায় ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। ঝিঙেগুলো খোসা ছাড়িয়ে লম্বা করে কেটে নিন।কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বের হলে কাটা ঝিঙে দিয়ে দিন। সামান্য হলুদ ও লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে ঢেকে রান্না করুন। ঝিঙে থেকে একটু জল বের হলে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন।এরপর পোস্ত বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। প্রয়োজনে অল্প জল দিতে পারেন। ৫,৬ মিনিট নেড়ে রান্না করুন যাতে পোস্ত ঝিঙের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। শেষে ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়ে সামান্য সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। যদি সাদা তরকারি করতে চান তাহলে হলুদ বাদ দিলেও স্বাদের কোন হেরফের হবে না।গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঘটি স্টাইলের ঝিঙে পোস্ত;সহজ অথচ অসাধারণ স্বাদের একটি পদ। এক থালা গরম ভাতে ডালের সঙ্গে কিংবা শুধু এই পদ দিয়েই দুপুরের খাবার একেবারে জমে যাবে।

নজরে INSTA

মৌনী

আলিয়া

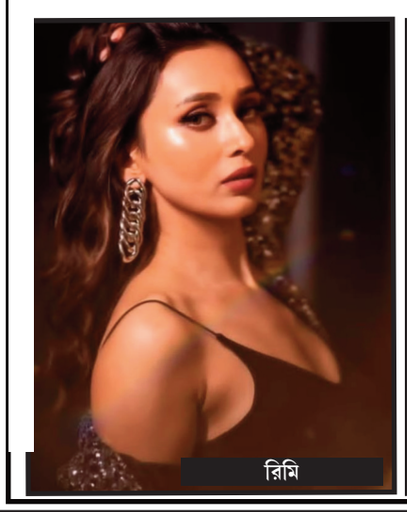
রিমি

শ্রদ্ধা

নূরা

ব্রণ থেকে মুক্তি

নয়া জামানা ঃ ব্রণ ত্বকের একটি খুবই সাধারণ সমস্যা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। ত্বকের অতিরিক্ত তেল, ধুলো-ময়লা, হরমোনের পরিবর্তন বা ভুল স্কিন-কেয়ারের কারণে ব্রণ হতে পারে। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে ব্রণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।ব্রণ দূর করার কিছু কার্যকর উপায়
১. নিয়মিত মুখ পরিষ্কার রাখা
দিনে অন্তত দুইবার হালকা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এতে ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর হয় এবং ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।
২. মুলতানি মাটি ব্যবহার
মুলতানি মাটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে। মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে সপ্তাহে ১-২ বার ব্যবহার করলে ব্রণ কমতে সাহায্য করে।
৩. নিমপাতা
নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। নিমপাতা বেটে পেস্ট বানিয়ে ব্রণের ওপর লাগালে সংক্রমণ কমে এবং ব্রণ শুকাতে সাহায্য করে।
৪. অ্যালোভেরা জেল
অ্যালোভেরা ত্বককে ঠান্ডা রাখে এবং প্রদাহ কমায়। প্রতিদিন রাতে অল্প অ্যালোভেরা জেল মুখে লাগালে ব্রণের দাগও ধীরে ধীরে হালকা হয়।
৫. বেশি তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়ানো
অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড ও বেশি মিষ্টি খেলে অনেক সময় ব্রণ বাড়তে পারে। তাই ফল, শাকসবজি ও পর্যাপ্ত পানি খাওয়া জরুরি।
৬. মুখে বারবার হাত না দেওয়া
অনেকেই ব্রণ খুঁটতে বা চাপতে যান। এতে সংক্রমণ বাড়ে এবং দাগ স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। তাই ব্রণ খোঁটা একেবারেই উচিত নয়।
৭. পর্যাপ্ত ঘুম ও স্ট্রেস কমানো
কম ঘুম ও মানসিক চাপও ব্রণের একটি বড় কারণ। প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
যদি দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশি ব্রণ হয় বা ব্যথা-সহ বড় ব্রণ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।তবে খেয়াল রাখবেন, ব্রণ ফাটাবেন না, এতে সেই জায়গায় ইনফেকশন হতে পারে।

কম তেলে এইভাবে বেগুন ভাজা করুন

নয়া জামানা ঃ ভাত ডালের সাথে যে কোন ভাজা থাকলেই বাঙালির খাবার পাতে আর কিছু লাগে না। এই ভাজাভুজির তালিকায় সবার উপরেই রয়েছে বেগুন ভাজা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেগুন ভাজলে তাতে অনেক তেল লেগে থাকে এবং খাওয়ার সময় বেগুনের ভেতর থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কমবেশি সবাই স্বাস্থ্য সচেতন। তবে কি এই অতিরিক্ত তেলের বেগুন ভাজা খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে? নয়তো বা খেতে হবে কম তেলে বেগুন ভাজা। কম তেলেও মুচমুচে বেগুন ভাজা রান্না করা যায়।কম তেলে বেগুন ভাজা একটি সহজ, স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পদ। যারা অতিরিক্ত তেল এড়িয়ে চলতে চান, তাদের জন্য এটি আদর্শ। সঠিক পদ্ধতি মেনে করলে খুব কম তেলেই বেগুন মচমচে ও সুস্বাদু হয়।
উপকরণের মধ্যে লাগবে-
বড় বেগুন , ১টি,
হলুদ গুঁড়ো , ½ চা চামচ,লাল লঙ্কা গুঁড়ো , ½ চা চামচ,নুন , স্বাদমতো, চালের গুঁড়ো বা সুজি , ১ টেবিল চামচ (মচমচে করার জন্য)
সর্ষের তেল বা সাদা তেল , ১,২ টেবিল চামচ প্রণালি
প্রথমে বেগুন গোল গোল বা লম্বা করে কেটে নিন। কাটার পর হালকা নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। এতে বেগুনের অতিরিক্ত জল বের হয়ে যাবে এবং ভাজার সময় কম তেল লাগবে। এরপর পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে জল মুছে নিন। এবার বেগুনে হলুদ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ও সামান্য নুন মিশিয়ে নিন। মচমচে করার জন্য উপরে অল্প চালের গুঁড়ো বা সুজি ছিটিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন।একটি নন-স্টিক প্যান গরম করে তাতে ১, ২ টেবিল চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে আঁচ মাঝারি করে বেগুনের টুকরোগুলো প্যানে সাজিয়ে দিন।
ঢাকনা দিয়ে ২,৩ মিনিট রাখুন, এতে বেগুন ভেতর থেকে নরম হবে। তারপর উল্টে দিয়ে আবার ২,৩ মিনিট ভাজুন। বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে বেগুন ভেঙে যেতে পারে।
দুই পাশ সোনালি রঙ হলে নামিয়ে নিন। চাইলে ওপরে সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।গরম ভাত ও ডালের সঙ্গে বা রুটি-পরোটার সঙ্গে এই কম তেলে বেগুন ভাজা দারুণ লাগে। কম তেলে হওয়ায় এটি হালকা ও পেটের পক্ষে ভালো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 12

‘আমি ধর্ষক নই’

সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনেই মেজাজ হারালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

হিলটন হোটেলের নৈশভোজে হামলার ঘটনায় ধৃত ব্যক্তির ‘দাবি’ ঘিরে এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হামলাকারী কোল টমাস অ্যালেনের লেখা একটি বিবৃতি (ম্যানিফেস্টো) বর্তমানে খবরের শিরোনামে। ট্রাম্প-বিরোধী ওই ম্যানিফেস্টোটি কোল তাঁর পরিজন-আত্মীয়দের পাঠিয়েছিলেন আর সেখানে ট্রাম্পকে শিশুকামী, ধর্ষক এবং প্রতারক বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই সাংবাদিক ট্রাম্পকে প্রশ্ন করলে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তিনি। সাংবাদিককে ‘খারাপ মানুষ’ বলে তোপ দেগে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘আমি শিশুকামী নই। ধর্ষক নই। কাউকে ধর্ষণ করিনি আমি।’’ শনিবার গভীর রাতে হোয়াইট হাউস আয়োজিত নৈশভোজে হোটেলের বলরুমে, নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন কোল। বছর একত্রিশের যুবকের সঙ্গে ছিল ছুরি-সহ একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র। আট বার গুলি চালান কোল। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তিও হয়। কিন্তু বলরুমে ঢুকতে পারেননি তিনি। তার বাইরেই তাঁকে ধরে ফেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। পরে জানা যায়, ট্রাম্প-বিরোধী একটি ম্যানিফেস্টো প্রস্তুত করেছিলেন কোল। আর সেটি নিজের পরিবারের সদস্যদের পাঠিয়েছিলেন। সেই ম্যানিফেস্টোয় কোথাও ট্রাম্পের নাম না নিলেও বক্তব্যগুলি যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করেই ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ম্যানিফেস্টোয় লেখা ছিল, ‘‘এক জন শিশুকামী, ধর্ষক এবং প্রতারকের করা অপরাধের কালি নিজের হাতে মাখতে আমি রাজি নই।’’ এদিকে নৈশভোজে গুলি-কাণ্ডের ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর ট্রাম্প সিবিএস নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেই চ্যানেলের সাংবাদিক নোরা ও’ডনেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একসময় নোরা কোলের লেখা কথাগুলি, পড়তে শুরু করেন। মুহূর্তেই মেজাজ হারান প্রেসিডেন্ট। রাগত স্বরে বলে ওঠেন, ‘‘আমি অপেক্ষা করছিলাম, কখন আপনি ওই লেখা পড়বেন। কারণ আমি জানতাম, আপনি পড়বেনই। এই প্রসঙ্গ তুলবেনই। কারণ, আপনি খারাপ লোক। খারাপ লোক।’’ এর পরই তাঁর সংযোজন, ‘‘হ্যাঁ, ও সেটা লিখেছে। কিন্তু আমি ধর্ষক নই। আমি কাউকে ধর্ষণ করিনি।’’ ট্রাম্পের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাংবাদিক বলে ওঠেন, ‘‘ও! তার মানে আপনি মনে করেন, আপনার কথাই সে বলেছিল?’’ প্রেসিডেন্ট তা এড়িয়ে যান এবং বলেন, ‘‘আমি শিশুকামী নই। আপনি ওই অসুস্থ লোকটার কথা পড়ে শোনাচ্ছেন আমায়? ও যা লিখেছে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি নির্দোষ।’’ ট্রাম্পের ধারণা ছিল, কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে নৈশভোজে হামলাকারী তার ম্যানিফেস্টো-তে বিতর্কিত কথা লিখেছিল। আর তাই তিনি আরও বলেন, ‘‘হ্যাঁ, আমি ওটা (ম্যানিফেস্টো) পড়েছি। ও অসুস্থ মানসিকতার লোক। চরমপন্থায় বিশ্বাসী। আগে খ্রিস্টান ছিল এখন খিস্ট-বিরোধী। কিন্তু আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, আপনি এই সব আবর্জনা পড়ছেন। কারণ আমি এর কোনওটাই নই।’’ বস্তুত, ধৃত হামলাকারীর এহেন রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট নেতাদের ‘হেট স্পিচ’-কেই দায়ী করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, বিরোধীদের বিপজ্জনক বক্তব্যই দেশে অস্থিরতা তৈরি করছে। গত দু’বছরে এই নিয়ে ট্রাম্পের ওপর তৃতীয়বার হামলার চেষ্টা হলেও তিনি দাবি করেছেন, গুলির শব্দ শুনে তিনি মোটেও উদ্বিগ্ন হননি। বরং পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো যায়, সিক্রেট সার্ভিসের আধিকারিকদের সেই নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ট্রাম্পের দাবি, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘ও (মেলানিয়া) দারুণ। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সবটা সামলে নিয়েছে।’’

সিকিমে কচিকাঁচাদের সঙ্গে ‘ফুটবলার’ প্রধানমন্ত্রী

পরনে নীল জার্সি, কালো ট্র্যাকসুট। প্রতিপক্ষদের কাটিয়ে বল নিয়ে বিপক্ষ শিবিরের গোলের সামনে। এরপর এক শটে গোল। হইহই করে উঠল সকলে। একদিন আগেও যিনি বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন, বঙ্গ বিজেপির গেমপ্ল্যান করেছিলেন, সেই তিনিই সিকিমে অন্য ভূমিকায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিকিমের ফুটবল গ্রাউন্ডে শিশু-কিশোর ফুটবলারদের সঙ্গে মেতে থাকলেন ফুটবল খেলায়। ফুটবলারদের সঙ্গে হাই ফাইভ করলেন সহজাতভাবেই।সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে পাহাড়ি রাজ্যের বছরব্যাপী উৎসবের বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ, মঙ্গলবার সকালে সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় দেখা গেল নরেন্দ্র মোদিকে। সিকিমের উঠতি ফুটবলারদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে মাঠে নেমে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। রীতিমতো ট্র্যাকসুট পরে ফুটবল খেলতে দেখা যায় তাঁকে। প্রধানমন্ত্রীকে এই ভূমিকায় দেখে উচ্ছ্বসিত সিকিমের বাসিন্দারা। তরুণ ফুটবলাররাও প্রধানমন্ত্রীকে এই ভূমিকায় কাছে পেয়ে আবেগে ভেসেছেন ছোটরা।প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে এই প্রসঙ্গে একটি পোস্টও করেছেন। তিনি লিখেছেন, ত্সিকিমের গ্যাংটকের এক মনোরম সকালে আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না।দ শিশু-কিশোরদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, খেলাধুলো আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং ঐক্য গড়ে তোলে। ফিটনেস, বন্ধুত্ব এবং আনন্দ বাড়ায়। সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী উৎসবের বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গতকাল, সোমবার সিকিমে পৌঁছেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে একটি বর্ণময় রোড শো করেন। আজ, মঙ্গলবার পালজোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সামরিক ব্যয়ে বিশ্বে পঞ্চম ভারত,

কোথায় চিন-পাকিস্তান?

মহাশক্তিধরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামরিক খরচে বিপুল ব্যয় ভারতের। ২০২৫ সালে বিশ্বের মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয়বহুল দেশের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে আমেরিকা, চিন, রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই তালিকায় পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে ভারত। চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হল, সামরিক খাতে ব্যয় ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ‘কালপ্রিট’ জার্মানি। তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে হিটলারের দেশ। তালিকায় ভারতের ধারেকাছেও নেই পাকিস্তান। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের **SIPRI** তরফে সোমবার এক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে ২০২৫ সালের বিশ্বজুড়ে সামরিক ব্যয়ের খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সামরিক ব্যয়ের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা। ২০২৫ সালে এই দেশের সামরিক খাতে ব্যয় ৯৫৪ বিলিয়ন ডলার। যদিও ২০২৪ সালের তুলনায় ব্যয়ের হার ৭.৫ শতাংশ কম। এরপরই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। জিনপিংয়ের দেশের ব্যয় ৩৩৬ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালের তুলনায় দেশটি ব্যয় ৭.৪ শতাংশ বেড়েছে। রাশিয়া সামরিক ব্যয় ৫.৯ শতাংশ বাড়িয়ে পৌঁছেছে ১৯০ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালের তুলনায় সামরিক ব্যয় ২৪ শতাংশ বাড়িয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে জার্মানি। ২০২৫ সালে সামরিক খাতে দেশটি ব্যয় করেছে ১১৪ বিলিয়ন ডলার। এরপরই রয়েছে ভারত। শক্তির আরাধনায় ৮.৯ শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়ে দিল্লি ২০২৫ সালে সামরিক খাতে ব্যয় করেছে ৯২.১ বিলিয়ন ডলার।এসআইপিআরআই-এর রিপোর্টে সামরিক ব্যয়ের নিরিখে ৪০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় ৩১ নম্বরে রয়েছে ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তান। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দেশটি সামরিক ব্যয় ১১ শতাংশ বাড়িয়েছে। ২০২৫ সালে এই খাতে ইসলামাবাদের বাজেট ছিল ১১.৯ বিলিয়ন ডলার। তবে রিপোর্ট বলছে বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৫১ শতাংশই বহন করে ৩টি দেশ আমেরিকা, চিন ও রাশিয়া। একত্রে এদের সামরিক ব্যয় ১,৪৮০ বিলিয়ন ডলার। এই ব্যয় আগামী দিনে ২,৮৮৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সামরিক ব্যয়ের নিরিখে পিছিয়ে নেই ইউরোপও। এদের সামরিক ব্যয় ১৪ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৮৬৪ বিলিয়ন ডলারে। এই রিপোর্টে স্পষ্ট যে ন্যাটো দেশগুলি যুদ্ধের বাজারে ব্যাপকভাবে শক্তি বাড়াচ্ছে। এই রিপোর্টে আরও একটি তথ্য সামনে এসেছে। হিসেব বলছে, আগের তুলনায় শক্তিধর দেশগুলির থেকে অস্ত্র আমদানি ভারত ৪ শতাংশ কমালেও, এখন অস্ত্র আমদানির নিরিখে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এখনও বিশ্বের মোট অস্ত্র আমদানির ৮.২ শতাংশ ভারতে আসে। দাবি করা হচ্ছে, সামরিক খাতে ভারতের এই বিপুল ব্যয়ের মূল কারণ চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান সীমান্ত উত্তেজনা।

‘কলমা পড়তে জানো’

‘না’ বলায় দু’জনকে ছুরির কোপ

পহেলগাঁও ধাঁচে হামলা এবার মহারাষ্ট্রে (**Maharashtra**)। কলমা পড়তে না পারায় এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ মারা হল দু’জনকে। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের কাছে মিরা রোডে। ঘটনায় ৩১ বছর বয়সি এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম জইব জুবায়ের আনসারি। এই হামলার তদন্তে আইএসআইএস জঙ্গি যোগ মিলেছে বলেও জানা যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত দুই যুবকের নাম রাজকুমার মিশ্র ও সুব্রত সেন। এঁরা বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত। ঘটনার দিন নির্মীয়মাণ একটি ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। ভোর ৪টে নাগাদ অভিযুক্ত আনসারি সেখানে যান। এবং দু’জনের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চান।

এরপর জিজ্ঞেস করেন তাঁরা কলমা পড়তে জানেন কিনা। ‘না’ বলায়। জোর করে কলমা পাঠ করতে বলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা রাজি না হওয়ায়, ছুরি বের করে তাদের উপর হামলা চালায় আনসারি। এই হামলায় রাজকুমার গুরুতর আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, সামান্য চোট পেয়েছেন সুব্রত।ছুরি দিয়ে হামলা চালানোর পর সেখান থেকে চম্পট দেয় আনসারি। পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দু’জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আনসারিকে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এলাকারই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। ঘটনার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত যুবক সন্ত্রাসী সংগঠন আইএসআইএস মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। প্রায়শই ওই জঙ্গি সংগঠনের নানা ধরনের ভিডিও দেখতেন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ছিলেন আনসারি।

সেখানে পড়াশুনা শেষ করে ওই বছর ভারতে ফিরে মিরা রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, অভিযুক্তের বাড়িওয়ালা তাঁকে ৫ই মে-র মধ্যে ভাড়া করা ফ্ল্যাটটি খালি করে দিতে বলেছিলেন। পুলিশ হামলাকারীর কাছ থেকে কিছু অপরাধমূলক

বেলাইন বন্দে ভারত সোলাপুর যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা

বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল মুম্বই-সোলাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সোমবার সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা নাগাদ ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে শেষপর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। জানা যাচ্ছে, এদিন মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে ট্রেনটি ছাড়ে। যাওয়ার কথা সোলাপুর। কিন্তু তার আগেই পুণে স্টেশনে ঢোকার সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি। চতুর্থ বগির ট্রলিটি হঠাৎ লাইনচ্যুত হয় (**Vande Bharat Derailed**)। তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেউ আহতও হননি। কেন ওই বগিটি লাইনচ্যুত হল তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যায় রেলের পরিদর্শনকারী দল।যেহেতু ট্রেনটির গতি কম ছিল এবং সেটি প্ল্যাটফর্মের কাছেই ছিল, তাই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দ্রুত ট্রেনের সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিক ভাবে আতঙ্কের আবহ সৃষ্টি হলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। যাত্রীদের অন্য ট্রেনে যাত্রার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয় দ্রুত। উল্লেখ্য, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হল ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত দ্রুতগতির ট্রেন

টিসিএস ধর্মান্তরণ কাণ্ড .....

নির্যাতিতাকে বোরখা দেয় নিদা

নাসিকের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের (টিসিএস) ধর্মান্তরণ কাণ্ডে **STCS Conversion CaseV** অভিযোগের ফুলঝুরি। এবারে এক নির্যাতিতা জানালেন, কীভাবে জোরপূর্বক তাঁর নাম বদল করে ধর্মান্তরণের চেষ্টা হয়। এমনকী ওই মহিলাকে ইমরান নামের এক ব্যক্তির অধীনে কাজ করার জন্য মালয়েশিয়ায় পাঠানোর ষড়যন্ত্রও হয়েছিল বলে অভিযোগ। টিসিএস ধর্মান্তরণ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত এইচআর বিভাগের কর্মী নিদা খান। নির্যাতিতা তরুণী অভিযোগ

করেছেন, নিদা তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেন এবং ধর্ম পরিবর্তনের হুমকি দেন। পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা তফসিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় নতুন করে তফসিলি জাতি ও উপজাতির নির্যাতনের ধারা যুক্ত করা হয়েছে মামলায়। নির্যাতিতা আরও অভিযোগ করেছেন, ধর্মান্তরণের অভিসন্ধীতে নিদা তাঁকে বোরখা এবং ইসলামি ধর্মীয় বই দিয়েছিলেন। উপযাজক হয়ে অভিযোগকারীর মোবাইল ফোনে ইসলামিক অ্যাপও ইনস্টল করেন টিসিএসের ‘এইচআর’। এর পরেই নাম পরিবর্তনের জন্য নির্যাতিতার অভিযুক্তের আইনজীবী। দু’মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা জানিয়ে শারীরিক অসুস্থতার ভিত্তিতে জামিনের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। যদিও দায়রা আদালতের বিচারক এই আবেদনে সাড়া দেননি। সূত্রের খবর, নিদা খান দাপ্তরিক ভাবে এইচআর প্রধান পদে ছিলেন না, তিনি টেলিকলার হিসাবেই সংস্থায় যোগ দেন। যদিও কার্যক্ষেত্রে এইচআর প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি চক্রের হয়ে ‘কর্পোরেট জেহাদ’ পরিচালনা করতেন। সংস্থার মহিলা কর্মীদের জোর করে ধর্মান্তরণের চেষ্টা করতেন। এমনকী হিন্দু শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসপত্রগুলি চান নিদা। নতুন নাম ঠিক করেন ‘হানিয়া’। মালেগাওয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মান্তরণ নিয়ে কথাও বলেন অভিযুক্ত। যদিও শেষে মুহূর্তে পর্দা ফাঁস হয়ে যায়।নাসিক টিসিএস সংক্রান্ত নয়টি যৌন নির্যাতন, হেনস্তার মামলার তদন্ত করছে মহারাষ্ট্র পুলিশের বিশেষ দল। যদিও এখনও পর্যন্ত পলাতক মূল অভিযুক্ত নিদা খান। তাঁর খোঁজে নিয়মতি অভিযান চালাচ্ছে তদন্তকারী দল। এর মধ্যেই গত শনিবার আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন কর্মীদের আমিষ খাবার খেতে বাধ্য করতেন বলেও অভিযোগ। জবরদস্তি একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের জন্য চাপ দিতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিদা খান বর্তমানে মুম্বইয়ে কোনও অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, যৌন নির্যাতন, মানসিক হেনস্তা এবং ধর্মান্তরণের অভিযোগ আইটি জায়েন্ট সংস্থার নাসিক কেন্দ্রের বেশ কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ এনেছেন টিসিএসের কমপক্ষে ন’জন মহিলা কর্মী। এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিশ মহাজনের দাবি, তকোম্পানির চার-পাঁচজন মুসলিম কর্মী এবং কিছু কর্মকর্তা চাকরি, ভালো বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের প্রলুব্ধ করেছিল।দ তিনি আরও দাবি করেন, মহিলাদের জমাজ পড়তে ও রোজা রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল।দ গোট ঘটনায় মুখ পুড়েছে ভারত বিখ্যাত তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার। ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্তে নেমেছে নাসিক পুলিশ। এফআইআর করেছেন ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি টিসিএস-এর মহিলা কর্মীরা। গত দুই থেকে তিন বছর ধরে তাঁদের উপর নির্যাতন চলেছে বলে অভিযোগ।

গ্রেপ্তার হওয়া ছয় অভিযুক্তের মধ্যে টিসিএসের ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার আধিকারিকও রয়েছেন। আরও কয়েক জনের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ।

প্রয়োজনে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যে শ্লীলতাহানি ও ধর্মান্তরণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে টিসিএসের বিভিন্ন পদে থাকা আসিফ আনসারি, শফি শেখ, শাহরুখ কুরেশি, রাজা মেমন, তৌসিফ আত্তার এবং অশ্বিন চাইনানিকে।

‘সিঁদুরে’র বর্ষপূর্তি, কথা রাখল ‘বন্ধু’ রাশিয়া

‘সুদর্শন চক্র’। অপারেশন সিঁদুরে পাক মিসাইলকে তছনছ করেছিল এই মোক্ষম অস্ত্র। সেই অপারেশনের বর্ষপূর্তির একেবারে কাছে এসে এবার ভারতের ভাঁড়ারে আরও বাড়ল এস-৪০০-র সংখ্যা। এটাই হবে চতুর্থ এস-৪০০। এখানেই শেষ নয়। পঞ্চম এস-৪০০ আসছে আগামী নভেম্বরেই। প্রসঙ্গত, রাশিয়ায় তৈরি এই ‘সুরক্ষাকবচ’। আধুনিক যুদ্ধে বিশ্বের প্রথম সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অন্তত ৬০০ কিলোমিটার দূর থেকে উড়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিত করতে পারে ‘সুদর্শন চক্র’। ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে পারে। পাকিস্তান ও চিনকে নজরে রেখে ৩টি সুদর্শন মোতায়েন রয়েছে রাজস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পূর্বে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রেঞ্জ ৪০০ কিলোমিটার হওয়ায় ভারতের উত্তর, পশ্চিম ওউত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। অপারেশন সিঁদুরের সময় এর মারণ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা বিশ্ব। পাকিস্তানের লাগাতার হামলা রুখে দিয়েছিল এই সুদর্শন।

নাইজেরিয়ায় জঙ্গি হামলা

মৃত অন্তত ২৯

সন্ত্রাসের আগুনে পুড়ছে আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া। এবার রাতের অন্ধকারে এক খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রামকে নিশানা করল জঙ্গিরা। ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে চলল গুলিবৃষ্টি। ভয়াবহ এই ঘটনায় অন্তত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রবিবার রাতে এই হামলা চলে নাইজেরিয়ার আদামাওয়া রাজ্যের গুইয়াকু গ্রামে। সোশাল মিডিয়ায় এই হামলার দায় নিয়েছে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুসলিমদের বাস থাকলেও গুইয়াকু গ্রাম মূলত খ্রিস্টান অধ্যুষিত। রবিবার গভীর রাতে গ্রামবাসীরা যখন ঘুমোচ্ছিলেন সেই সময় গ্রামে প্রবেশ করে জঙ্গিরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে বাড়িতে ঢুকে শুরু করে গুলিবৃষ্টি। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন গ্রামবাসীরা।

গুরুতর জখম হন আরও অনেকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে গোটা গ্রামে তাণ্ডব চালানোর পর গ্রামের বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে চলে যায় জঙ্গি দলটি।ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর গ্রামে ঢোকে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সোমবার আক্রান্ত ওই গ্রাম ঘুরে দেখেন আদামাওয়ার গর্ভনর আহমাদু উমারু ফিনত্রী। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তএই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখ জনক।

কাপুরুষোচিত এই জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।দ হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি ওই দিন কোগি রাজ্যের লোকোজা গ্রামে এক অনাথ আশ্রমে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এখানে ২৩ শিশুকে অপহরণ করেছে জঙ্গিরা। ঘটনার তদন্তে নেমে ১৫ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, দীর্ঘ বছর ধরে অশান্তির আগুনে পুড়ছে আফ্রিকার দেশ নাইরেজিয়া।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 13

কুস্তির ম্যাটে ফিরে ফের বিস্ফোরক ভিনেশ

তাঁর জীবন যেন বিতর্কের আরেক নাম। অলিম্পিকে নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হয়েছিল। রাজনীতিতে পা রেখেও সমালোচনার শিকার হয়েছেন। সেই ভিনেশ ফোগাট আবারও খবরের শিরোনামে। তারকা কুস্তিগিরের তোপ, কুস্তির ম্যাটে তাঁর প্রত্যাবর্তনে বাধা দিচ্ছে কুস্তি ফেডারেশন। ফলে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামতে পারছেন না অলিম্পিক ফাইনালে ওঠা কুস্তিগির। ২০২৪ অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গের পর কুস্তি থেকে অবসর নেন ভিনেশ। তারপর বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা হওয়ার মাত্র পাঁচ মাস পরেই তিনি ঘোষণা করেন, কুস্তির ম্যাটে ফিরতে চলেছেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, আগামী মাসে ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। সেখানে পদক জিততে পারলেই এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামার পথ খুলে যাবে ভিনেশের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০২৬ ফেডারেশন কাপের পদকজয়ীরা নামতে পারবেন ট্রায়ালে। এছাড়া ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে পদকজয়ীরাও ট্রায়ালে নামার সুযোগ পাবেন।ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩০ এপ্রিল। কিন্তু ভিনেশের অভিযোগ, নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে তিনি দেখেন, পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশনের কর্তাদের ফোন করে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি ভিনেশের। তাঁর মতে, ফেডারেশনের তরফ থেকে ষড়যন্ত্র চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে ফেডারেশন কাপেও একেবারে শেষ মুহূর্তে নিয়ম পালটে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ভিনেশের। যদিও ভিনেশের অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় সিং, যিনি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। উল্লেখ্য, যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠা কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন ভিনেশ। ধর্নামঞ্চ থেকেই অলিম্পিকের প্রস্তুতি নেন। পৌঁছে যান অলিম্পিক ফাইনালে। কিন্তু ওজন বিতর্কে তাঁর পদক জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। অধরা মাধুরী অলিম্পিক পদক জয়ের লক্ষ্যে আবারও কুস্তির ম্যাটে ফিরেছেন ভিনেশ।

ওড়িশার বিরুদ্ধে নামার আগে চোট সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

জিততে মরিয়া অস্কার

কঠিন পরিস্থিতি বললেও কম বলা হয়। দীর্ঘদিন পর ইস্টবেঙ্গল এবার চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে। বাকি পাঁচটি ম্যাচ। এই পাঁচটি ম্যাচই কার্যত একেকটা ফাইনাল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। শনিবার সেই পাঁচ ম্যাচের প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে নামছেন সল ক্রেসপোরা। এমন পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর সামনে সমস্যার তালিকাটা দীর্ঘ। অনেক জটিল অঙ্ক মিলিয়ে তারপর এগোতে হচ্ছে। তাঁর প্রথম কঠিন অঙ্কের নাম মিগুয়েল ফিগুয়েরা। দুই ম্যাচ নির্বাসিত হওয়ার পরও লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা চালাচ্ছে, অন্তত নির্বাসন এক ম্যাচ কমিয়ে মিগুয়েলকে মুম্বই সিটি ম্যাচ খেলাতে। তবে তার আগে অবশ্যই কাঁটা ওড়িশা এফসি। এই ম্যাচ না জিততে পারলে বাকি সব অঙ্ক জটিল হয়ে পড়বে। এবার ওড়িশা ম্যাচের দল গঠন নিয়েও স্বস্তিতে নেই অস্কার। চোট-আঘাতের তালিকা দেখতে গেলে চিন্তার ভাঁজ

পড়েছে লাল-হলুদ কোচের কপালে। বেশ কয়েকজন ফুটবলারের চোট-আঘাত লেগেই রয়েছে। নাওরেম মহেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিটকে গিয়েছেন বাকি মরশুমের জন্য। এমনকী রশিদ আর আনোয়ারও পুরো সুস্থ নন। কলকাতা ছাড়ার আগে পর্যন্ত লাল-হলুদ কোচ বলে গিয়েছেন, এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ওড়িশার বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচ খেলাতে পারবেন কি না তা জানেন না তিনি।তবে আশার আলো একটাই। সোমবার গোয়ায় ঘণ্টাখানেকের অনুশীলনে দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারই পুরো অনুশীলন করেছেন। তবে বাকি চার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের দিকে তাকালে এই দু'জনেরই ওড়িশা ম্যাচে পুরো নব্বই মিনিট মাঠে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আনোয়ার প্রথম একাদশে না থাকলে জিকসন, কেভিন, নুঙ্গা, রাকিপকে দিয়ে রক্ষণ সাজাতে পারেন তিনি। আনোয়ার থাকলে কেভিন, জিকসনের সঙ্গে তিনি থাকবেন। মাঝমাঠে রশিদ, সল অটোমেটিক চয়েস। কিন্তু যদি রশিদ না শুরু করেন তা হলে অন্য ভাবনা লাল-হলুদ কোচের। সে ক্ষেত্রে শুরু করতে পারেন সৌভিক চক্রবর্তী। প্রথম একাদশে আসার সম্ভাবনা এডমুন্ডেরও। সামনে ইউসুফ আর অ্যান্টনকে দিয়েও শুরু করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে অস্কারের। ওড়িশা ম্যাচে নামার আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, অমরশুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হতে চলেছে গোয়ার এই ওড়িশা এফসি ম্যাচটা। এই ম্যাচটা জিততে পারলে আমরা ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে যাব।

একই সঙ্গে বাকি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মুম্বই, পাঞ্জাব আর মোহনবাগান ম্যাচ নির্ধারণ করবে আমরা মরশুমের শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব। তবে ওড়িশা ম্যাচটি যথেষ্ট কঠিন আমাদের কাছে। এই ম্যাচটির ফলাফল বলতে পারবে আমরা পরবর্তী সময়ে শীর্ষস্থানের লড়াইয়ে থাকতে পারব কিনা। গত ম্যাচে পিছিয়ে গিয়েও দশজনে খেলে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল। গোয়ার আবহাওয়া নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

অটোগ্রাফ দেননি কোহলি

কাঁদতে কাঁদতে ব্যাট ছুঁড়ে ফেলল খুদে ভক্ত

অটোগ্রাফের জন্য প্রতীক্ষা। বিরাট কোহলির কাছে যাওয়ার দু'বার চেষ্টা। কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ। কোনওভাবেই কোহলির অটোগ্রাফ পেল না খুদে ভক্ত। চোখের সামনে দিয়ে গটগট করে চলে গেলেন 'কিং'। আর সেই খুদে ক্ষোভে-দুঃখে হাতের ব্যাটটা মেঝেতে ছুড়েই মারল। তার সঙ্গে হাপুস নয়নে কান্না! সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও দেখে মনখারাপ নেটিজেনদেরও।সোমবার ছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আরসিবি'র ম্যাচ। মাত্র ৭৫ রানে অলআউট হয়ে যায় দিল্লি। ম্যাচ জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি কোহলিদের। ম্যাচের পর হোটেল ছাড়ার সময় অপেক্ষায় ছিল এক খুদে ভক্ত। দু'বার কোহলির কাছে যাওয়ার চেষ্টাও করে। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে আটকে দেয়। অন্যদিকে কোহলি ওই ভক্তকে খেয়ালই করেননি। কানে এয়ারপড গোঁজা অবস্থায় বাইরে চলে যান।একটু পরে ফিরে আসে লাল জামা পরা ওই খুদে ভক্ত। অটোগ্রাফ না পেয়ে মনের দুঃখে ব্যাটটা আছড়ে মারে সে। তারপর হাউ হাউ করে কান্না। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওয় ওই খুদেকে কাঁদতে দেখে নেটিজেনদের কেউ কেউ বলছেন, 'কোহলি কেন এরকম করলেন?' আবার অনেকে আশাবাদী। তাদের বক্তব্য, 'ভাইরাল ভিডিও দেখে নিশ্চয়ই কোহলি সারপ্রাইজ দেবেন।'ম্যাচে অবশ্য 'রাজা'র মতো খেললেন কোহলি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অপরাজিত থেকেছেন মাত্র ২৩ রানে। আর তাতেই নয়া নজির গড়েছেন। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৯০০০ রান করলেন তিনি। ২৭৫টি ম্যাচে এই নজির গড়লেন। সব মিলিয়ে রান ৯০১২। সর্বোচ্চ ১১৩।

মেসির হাত ছেড়ে রিয়ালের কোচ হচ্ছেন স্কালোনি

বিশ্বকাপের পরই 'শত্রু' ক্লাবের দায়িত্বে

মরশুম শেষ হলে যে আলভারো আরবেলোয়ার চাকরি যাচ্ছে, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। সেই জায়গায় কি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হচ্ছেন লিওনেল স্কালোনি? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এবার বিশ্বকাপেও লিওনেল মেসিদের ডাগআউটে দেখা যাবে স্কালোনিকে। তারপরই স্কালোনিকে স্পেনে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া রিয়াল। গত মরশুম ট্রফিশূন্য রিয়াল। এবারও একই অবস্থা হতে আর একটি ম্যাচ বাকি। বার্সেলোনা পরের ম্যাচ জিতলেই লা লিগা হাতছাড়া হয়ে যাবে। মরশুমের মাঝপথে জাবি আলোন্সোকে সরিয়ে দেওয়ার পর আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে লাভের লাভ হয়নি। আগামী মরশুমে হোসে মোরিনহো, ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ থেকে জুর্গেন ক্লপ-সহ অনেকের নামই বেছে রেখেছে কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ক্লাব। সেই তালিকায় এবার জুড়ে গেল স্কালোনির নাম।স্পেনের বিখ্যাত সাংবাদিক মানোলো লামা নিশ্চিত করেছেন, আর্জেন্টিনার কোচের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ যোগাযোগ করেছে। তবে স্কালোনি এখনও কোনও উত্তর দেননি। আর্জেন্টিনার সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপ পর্যন্তই চুক্তি রয়েছে। আর ৪৭ বছর বয়সি কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বারবার উঠে আসছে একটাই নাম- লিওনেল মেসি। রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ নাকি চাইছেন, 'হাই প্রোফাইল' কাউকে কোচ করতে। আর যিনি লিওনেল মেসিকে সামলেছেন; একটি বিশ্বকাপ, দু'টো কোপা আমেরিকা জিতেছেন, তাঁর থেকে 'হাই প্রোফাইল' আর কে হবেন? আবার, মেসি বার্সেলোনার কিংবদন্তি। ফুটবল জীবনের বেশিরভাগ সময় রিয়ালের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে কাটিয়েছেন। স্কালোনির সঙ্গে মেসির সম্পর্ক খুব ভালো। তাহলে কি মেসির হাত ছেড়ে এবার তাঁরই 'শত্রু' ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন? উত্তরটা পেতে গেলে সম্ভবত বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

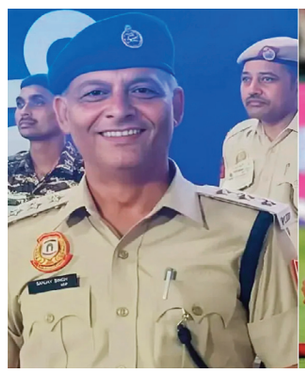

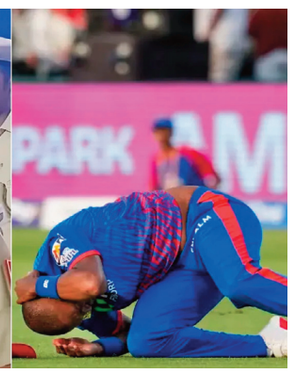

মাত্র ১১ মিনিটে বাঁচল এনগিডির প্রাণ

হতে পারতেন ক্রিকেটার। কিন্তু্ এখন তিনি দিল্লি পুলিশের এসিপি। তাঁর নাম সঞ্জয় সিং। একসময় খেলেছেন বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। দিল্লির ভরা ট্রাফিকে তাঁর বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রাণ বেঁচেছে লুঙ্গি এনগিডির। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলার সময় মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলার।মিড অফে ফিল্ডিং করছিলেন এনগিডি। ক্যাচ ধরার সময় মাটিতে পড়ে যান। মাথা সোজা মাটিতে গিয়ে পড়ে। মাথায় ও কাঁধে আঘাত লাগে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ৬টা ১৬ নাগাদ স্টেডিয়াম থেকে অ্যাম্বুল্যান্স বেরোয়। আর ৬টা ২৭-এ রাজিন্দর নগরের হাসপাতালে পৌঁছয়। সময় লাগে মাত্র ১১ মিনিট।কীভাবে? নেপথ্যে সঞ্জয় সিংয়ের বুদ্ধিমত্তা। সেদিন স্টেডিয়ামেই কর্তব্যরত ছিলেন দিল্লি পুলিশের এসিপি। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক পরামর্শ দেন, গুগল ম্যাপ দেখে যেতে। কিন্তু দিল্লির রাস্তা হাতের তালুর মতো চেনেন সঞ্জয়। তিনি বলছেন, তআমি জানি সন্ধ্যা ৬টার সময় রাস্তায় যানজট থাকবে। গুগল ম্যাপ সেটা বুঝতে পারবে না। তাই আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অন্য রাস্তা নিই। যেটার দূরত্ব বেশি, কিন্তু রাস্তা ফাঁকা থাকবে। আমি কন্ট্রোল রুমকে সেটা জানিয়ে দিই।দ দ্রুত ৬০ জন পুলিশের সহযোগিতায় 'সবুজ করিডর' তৈরি করা দেওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছতেও অসুবিধা হয়নি। সেখানে এনগিডির স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষা হয়। রাতেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রোটিয়া পেসার এখন সুস্থ আছেন। তবে যেহেতু মাথায় চোট লেগেছে, তাই অন্তত দু'টো ম্যাচ তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে।

নজির গড়ার পরদিনই ছোটবেলার কোচের ডাকে সাড়া

স্কুলে পৌঁছলেন কোহলি

ক্রিকেট কিংবদন্তিদের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। কিন্তু সাফল্যের শৃঙ্গে পৌঁছে গেলেও বিরাট কোহলি ছোটবেলার গুরুকে আজও সম্মান করেন। অতীতে একাধিকবার 'গুরুদক্ষিণা' দিতে দেখা গিয়েছে কিং কোহলিকে।

সোমবার আইপিএলে নতুন নজির গড়ার পরই দেখা গেল, ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার কাছে ছুটে গিয়েছেন বিরাট। 'গুরু'র নতুন উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন। সোমবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আরসিবির জার্সিতে খেলতে নেমেছিলেন বিরাট। জোড়া ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতান। তবে তারও আগে প্রথম এবং একমাত্র ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে ৯০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। নজির গড়ার পরদিনই দেখা গেল, গুরু রাজকুমার শর্মার ডাকে সাড়া দিয়ে কোহলি পৌঁছে গিয়েছেন দিল্লির ডিপিএস আরকে পুরম স্কুলে। হাসিমুখে খুদে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেন পুরস্কার। স্কুলে ভাষণও দিতে দেখা যায় তাঁকে।কেন হঠাৎ এই স্কুলে পা রাখলেন কোহলি? আসলে রাজকুমারের প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট দিল্লি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির একটি শাখা খোলা হয়েছে এই স্কুলে। রাজকুমারের অ্যাকাডেমি থেকেই বিরাটের উত্থান। সেই অ্যাকাডেমির নতুন শাখা উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন বিরাট। আইপিএলের ব্যস্ততার মাঝেও পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটান। বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, তস্কুলে সাধারণত আমি কিছু বলতে গেলে বেশ সমস্যা হয়। আসলে আমার স্কুলজীবনের পাট বহু আগে চুকে গিয়েছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোমরা এখন যেভাবে রয়েছ, আমিও সেই পরিস্থিতিতে ছিলাম।দ উল্লেখ্য, গতবছরও আইপিএল চলাকালীন কোচের আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় বিরাটকে।

দিল্লিতে খেলতে গিয়েছিলেন বিরাট। ম্যাচের পরে মাঠে নেমে এসেছিলেন রাজকুমার। তাঁকে দেখতে পেয়ে মাঠের মধ্যেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বিরাট। শিষ্যকে আশীর্বাদও করেন তিনি। কেরিয়ারে যতই সাফল্য আসুক না কেন, ছোটবেলার গুরুকে যে বিরাট ভুলে যাননি, প্রতি পদে সেটা প্রমাণ করেন কিং কোহলি।

আইপিএলে প্রথম হিসেবে ৯০০০ রান কোহলির

বহু যোজন দূরে বাকিরা

একাই ৯০০০! আইপিএলের সিংহাসনে বিরাট কোহলি (স্বল্পখ্যাত জম্বোজ্ঞ)। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অপরাজিত থেকেছেন মাত্র ২৩ রানে। আর তাতেই নয়া নজির গড়লেন 'কিং' কোহলি। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৯০০০ রান করলেন তিনি। এই তালিকায় আরসিবি তারকার ধারেকাছে কেউ নেই।দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৭৫ রানে। তার মধ্যে পাওয়ারপ্লে'তে স্কোর ছিল ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩। যা আইপিএলে পাওয়ারপ্লে'তে সর্বকালের সর্বনিম্ন স্কোর। জবাবে বেঙ্গালুরু শুরু থেকেই যে চালিয়ে খেলবে এতে আশ্চর্যের আর কী! ম্যাচ কার্যতই শেষ হয়ে গিয়েছিল দিল্লি ইনিংসের শেষেই। আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল বেঙ্গালুরু ইনিংসের সপ্তম ওভারে। কোহলির জোড়া ছক্কায়।ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের বলে এক রান নিতেই ৯০০০ রানের ঘরে ঢুকে যান কোহলি। ২৭৫টি ম্যাচে এই নজির গড়লেন। সব মিলিয়ে রান ৯০১২। সর্বোচ্চ ১১৩। গড় ৪০.০৫। তার মধ্যে সেঞ্চুরি আছে ৮টি, হাফসেঞ্চুরি ৬৬টি। তার পিছনে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান রোহিত শর্মার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তারকার রান ৭১৮৩। অর্থাৎ কোহলির থেকে প্রায় ২০০০ রান পিছিয়ে।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক, আইপিএলে সর্বোচ্চ রান করা পাঁচ তারকার তালিকা। বিরাট কোহলি- ২৭৫ ম্যাচে ৯০১২ রান রোহিত শর্মা- ২৭৬ ম্যাচে ৭১৮৩ রান শিখর ধাওয়ান- ২২২ ম্যাচে ৬৭৬৯ রান ডেভিড ওয়ার্নার- ১৮৪ ম্যাচে ৬৫৬৫ রান কেএল রাহুল- ১৫৮ ম্যাচে ৫৬০০ রানএকদিকে যখন কোহলির ব্যাটে রেকর্ড, তখন দিল্লির ব্যাটিংয়ে শুধুই লজ্জা। জশ হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমারের গতি-সুইংয়ে মাত্র ১৩ রানে ৬ উইকেট পড়ে। যা আইপিএলে পাওয়ারপ্লে'তে সর্বকালের সর্বনিম্ন স্কোর।

প্রীতির কাছে 'আজব' আবদার

'সব পাবে' বলেও গুগলিতে চাহালকে বোকা বানালেন পাঞ্জাব মালকিন

বোলিংয়ে চাহালের জাদু দেখতেই অভ্যস্ত ক্রিকেটদুনিয়া। এবার তিনি 'অন্যায়' আবদার করে বসলেন প্রীতি জিন্টার কাছে। পাঞ্জাব কিংসের মালকিন রাজি। তবে তাতে চাহালের স্বপ্নপূরণ হবে না। চাহালকে সব দিতে রাজি হলেও বলিসুন্দরীর কথার ভাঁজে গুগলিতে বোল্ড হলেন তারকা স্পিনার।৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে পাঞ্জাব। এখনও পর্যন্ত অপরাজিত শ্রেয়স আইয়াররা। যে কারণে চাহালের অফ ফর্ম সেভাবে চোখে পড়ছে না। তবে দলের পরিবেশ খোলামেলা রাখতে প্রীতির জুড়ি মেলা ভার। তারকা হোক বা আনকোরা প্লেয়ার, বলিউডের অভিনেত্রী সবার সঙ্গে মেশেন, খুনসুটি করেন। ফের তার উদাহরণ পাওয়া গেল।সোশাল মিডিয়ায় চাহাল লেখেন, 'ম্যাডাম, একটা ম্যাচে ওপেনিং করার সুযোগ পাওয়া যাবে?' তাতে প্রীতি রাজি ঠিকই। তবে মজা করতেও ছাড়লেন না। পাঞ্জাব মালকিন লেখেন, 'যুজি, অবশ্যই করবে। তুমি যা চাইবে সব পাবে। আইপিএল শেষ হোক, তারপর যে ম্যাচে চাইবে, সেই ম্যাচেই করবে।

আমি নিশ্চিত প্রভ (প্রভসিমরন সিং) ও প্রিয়াংশ (আর্য) কিছু মনে করবে না।'পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং জুটি এই মুহূর্তে আইপিএলের অন্যতম সেরা। তবে সেই তুলনায় চর্চা কম। প্রায় ২০০-র কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে ৭ ম্যাচে ২৮৭ রান করেছেন প্রভসিমরন। অন্যদিকে প্রিয়াংশের রান ৬ ম্যাচে ২৫৪। স্ট্রাইক রেট ২৫০। দু'জনের দাপটে দিল্লির বিরুদ্ধে ২৬৫ রানের লক্ষ্য তুলতেও কষ্ট হয়নি পাঞ্জাবের। তাঁদের জায়গায় কি চাহালকে খেলাবে প্রীতির দল? আপাতত আইপিএল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা পাঞ্জাবভক্তদের!

'রাগিয়ে দিয়েছিল', কাদের 'ভুল' প্রমাণ করতে নিজেকে আমূল বদলান শ্রেয়স?

ওয়ানডেতে তিনি ভারতের নির্ভরযোগ্য সৈনিক। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে খেলার মতো ধারাবাহিক কি? শর্ট বলে সমস্যার সমাধান কী? বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। ঠিক করে রেখেছিলেন জবাব দেবেন। সেটা তিনি দিয়েছেন। আইপিএলে আগুনে ফর্মে আছেন। কীভাবে নিজেকে পরিবর্তন করলেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক? তাঁর নিজের যুক্তি, অনেককে ভুল প্রমাণ করার ছিল।এবারের আইপিএলে ৭ ম্যাচে ২৭৯ রান করেছেন শ্রেয়স। স্ট্রাইক রেট ১৮৬। ৪টে হাফসেঞ্চুরি করেছেন। ধারাবাহিকতাকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। পাঞ্জাব এখনও পর্যন্ত আইপিএলে অপরাজিত। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি নেতৃত্বের প্রশংসা করছে ক্রিকেটমহল। কিন্তু ছবিটা এরকম ছিল না। টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত। সেসব 'কলঙ্ক' মুছে শ্রেয়স মুছে বলছেন, তআমাকে অনেকেই বলত, তুমি এই পরিস্থিতিতে কিছুই করতে পারবে না। আমি এগুলো শুনতে পছন্দ করি না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেললে এগুলো মেনে নেওয়া যায় না। তখনই ঠিক করেন, সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করবেন। তাঁর সংযোজন, তআমি বারবার ভাবতাম, কীভাবে শক্তিশালী হয়ে ফেরা যায়। চোটের সময় সেগুলো আরও ভাবাত। ওই সময় লোকে বলত, আমি আগের মতো খেলতে পারব না। আমি নিজেকে বলতাম, কেন সেটা হবে? চোটের সময় নিজেকে তৈরি রাখা আরও দরকারি।দ যেমন শর্ট বল নিয়ে প্রায়ই খোঁচা শুনতে হত। পাঞ্জাবের 'সরপঞ্জ' বলছেন, তলোকে বলত, আমি কখনই শর্ট বলের সমস্যা মেটাতে পারব না। সেটা আমাকে আরও রাগিয়ে দেয়। আমি ঠিক করি, পারফর্ম করে লোককে ভুল প্রমাণ করব। তার জন্য পরিশ্রম করেছি। আগে শর্ট বলে এক রান নিতাম বা বল শুধু নামিয়ে দিতাম। এখন মানসিকতা বদলে ফেলেছি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 29-04-2026 03:42 Page 14

গরমকালেও কালো পোশাকই প্রিয়?

ট্যাবু ভেঙে গ্রীষ্মে এসব ড্রেস বেছে হয়ে উঠুন 'ব্ল্যাক বিউটি'

পোশাকের মধ্যে কালো রং আপনার সবচাইতে বেশি পছন্দের। অথচ বাইরের তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই! অনেকেই মনে করেন, কালো রঙে গরম লাগে বেশি! দেখতেও খুব একটা ভালো লাগে না। বন্ধুরা তো বলছেই, নিজেও প্রায়শই সন্দিহান হয়ে ভাবছেন, কালো পরা ঠিক হবে কি-না। কী করবেন এমতাবস্থায়? আজ রইল ৫টি এমন স্টাইল টিপস, যা মেনে যদি গ্রীষ্মকালে (**summer fashion**) কালো রঙের পরেন, তবে বেমানান তো নয়ই, বরং রাতারাতি হয়ে উঠতে পারেন স্টাইল আইকন! ১। গরম কতটা লাগছে বা লাগছে না, তা রঙের চাইতেও নির্ভর করে পোশাকের উপাদানের উপর। সামার পার্টিতে পরা যেতে পারে খাদি কটন অথবা লিনেনের মিডি ড্রেস। গায়ে আঁটসাঁট নয়, অপেক্ষাকৃত ঢিলেঢালা হতে হবে ড্রেসটি। এতে পোশাক ও শরীরের মাঝে হাওয়া চলাচলের জায়গা থাকবে।২। রাজকার অফিস-ওয়্যারে জুড়তে পারেন কটনের কালো 'ওয়াইড-লেগ' ট্রাইজার অথবা বেলবটমস। খেয়াল রাখবেন, এর সঙ্গে ঊর্ধ্বাঙ্গের শার্ট অথবা শর্ট কুর্তাটি যেন অবশ্যই প্যাস্টেল শেডের অথবা সাদা হয়। এতে ট্রাইজারের কালো বাড়াবাড়ি লাগবে না, পর্যাপ্ত ফ্যাশনেবল লাগবে সব মিলিয়ে।৩। যদি এর উলটোটা অর্থাৎ কালো শার্ট বা কুর্তি পরেন, তবে ট্রাইজার বাছুন সাদা, অফ হোয়াইট অথবা মানানসই প্যাস্টেল শেডের। ৪। অনুষ্ঠানের মেজাজ অনুযায়ী অত্যাধুনিক কিছু পরতে চাইলে, বাছতে পারেন কালো শর্ট ডেমিন, লং স্কার্ট অথবা কো-অর্ড সেট। এতে পোশাকের উপর-নিচ দুই অংশের রঙই কালো হলেও খারাপ লাগবে না। তবে সেক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে অ্যাক্সেসারিজে। চকচকে সোনালি-রুপালির বদলে প্যাস্টেল শেডের জাঙ্ক জুয়েলারি এক চুটকিতে আপনাকে করে তুলতে পারে ফ্যাশনিস্টা!৫। শাড়ির কোনও নির্দিষ্ট মরশুম হয় না! একমাত্র শাড়িকেই বুঝি যে কোনও অনুষ্ঠানে যেমন খুশি করে স্টাইল করা যায়। কালো শাড়ি যদি পরতেই হয়, তবে চোখ বুজে 'হ্যাঁ' দিন সুতি, মলমল, কোটা ডোরিয়া অথবা খাদি কটনের মতো ফেব্রিককে। সঙ্গে পেয়ার-আপ করুন স্লিভলেস কালো ব্লাউজ। পোশাকের রং যাই হোক না কেন, তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার বেশিরভাগটাই নির্ভর করে সেজে ওঠার গুণে। পায়ের জুতো থেকে কানের দুল পর্যন্ত সবকিছুতেই যদি সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়, তবে পোশাকের রঙ নিয়ে বাড়তি মাথাব্যথার কারণ থাকে না।

দাবদাহে হাঁসফাঁস দশা

জ্বালাপোড়া গরমে এড়িয়ে চলুন এসব খাবার

বৈশাখের চড়া রোদে কার্যত নাজেহাল দশা রাজ্যবাসীর। এই চরম গরমে শরীর সুস্থ রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ! আবহাওয়া দপ্তরের চোখ রাঙানির পাশাপাশি চিকিৎসকরাও দিচ্ছেন আগাম সতর্কবার্তা। তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে বমি, মাথাঘোরা বা হজমের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে ওষুধের চেয়েও বেশি জরুরি সঠিক খাদ্যাভ্যাস। পুষ্টিবিদদের মতে, আমাদের শরীরের বড় অংশই জল। গরমে ঘামের মাধ্যমে সেই জল দ্রুত বেরিয়ে যায়। তাই শরীরকে ভিতর থেকে ঠান্ডা রাখা এবং জলের ভারসাম্য বজায় রাখাই সুস্থ থাকার একমাত্র পথ। জ্বালাপোড়া গরমে কী খাবেন আর কী খাবেন না? জেনে নিন।১) গরমে সুস্থ থাকার প্রধান হাতিয়ার হল জলীয় খাবার। এই তালিকায় প্রথম নাম লেবু জল। চিনি এড়িয়ে সামান্য মধু মিশিয়ে নিলে এটি ক্লান্তি দূর করতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। শরীরকে চনমনে রাখতে ডাবের জলের জুড়ি মেলা ভার। প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইটে ভরপুর এই পানীয় খনিজ লবণের ঘাটতি মেটায়। সকালে বা রোদে খাটাখাটুনির পর ডাবের জল অমৃত সমান।২) ফল ও সবজির ক্ষেত্রে

শসা ও তরমুজ আপনার পরম বন্ধু হতে পারে। শসায় প্রায় ৯৫ শতাংশই জল। এটি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, তরমুজ যেমন জল সরবরাহ করে, তেমনি শরীরে যোগায় তাৎক্ষণিক শক্তি। টিফিনে বা বিকেলের জলখাবারে এই দুই ফল অবশ্যই রাখুন।৩) পেটের স্বাস্থ্য ও শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে দইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। রায়তা বা ঘোল হিসেবে দই খেলে হজম ভালো হয়। সঙ্গে যদি সামান্য পুদিনা পাতা যোগ করা যায়, তবে তা শরীরের জ্বালাপোড়া ভাব কমাতে সাহায্য করে।৪) তবে গরমে বর্জনীয় তালিকার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। কফি বা চা অত্যন্ত প্রিয় হলেও, গরমে এগুলি শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন তৈরি করে। তাই আম পান্না বা ছাঁস বেছে নিন।

কৃত্রিম মেধার 'অভিশাপ'

কতটা প্রভাব ভারতে?

ফের কুড়ি হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে ওরাকেল। ফের কৃত্রিম মেধার উপর ভরসা রেখেই সিনিয়র পদাধিকারী কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার পথে এই বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা। চলতি মাসের শুরুতেও বড় সংখ্যার কর্মী ছাঁটাই করেছে ওরাকেল। সেই সময় এক কোপে ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে এই বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। তার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার গণছাঁটাই ওরাকেলে। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দায়ী করেছেন সংস্থার কর্মীরা। দাবি উঠেছে, কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত পরিকাঠামোয় ব্যয় বাড়ানোর জন্য সফটওয়্যার সংস্থাটি এই চরম পদক্ষেপ করছে। এবারও সেই কারণেই এবং সেই লক্ষ্যেই কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আমেরিকা, ভারত, কানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে মোট এই সংখ্যক কর্মীকে নিজেদের পে রোল থেকে সরিয়ে দিয়েছে ওরাকেল। বহু পুরনো কর্মী, অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মীর নামও রয়েছে এই ছাঁটাইয়ের তালিকায়। তবে কাজ হারালেও ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটি। বিশেষত, কাজ হারানো মার্কিন কর্মীরা চার সপ্তাহের মূল বেতন পাবেন। তবে ২৬ সপ্তাহের বেশি ক্ষতিপূরণ কাউকেই দেওয়া হবে না। এছাড়া কর্মীদের স্বাস্থ্য বিমা এবং অন্যান্য প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাও দেবে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা।উল্লেখ্য, কৃত্রিম মেধাই সংস্থার ভবিষ্যৎ। সেকথা মাথায় রেখে ডেটা সেন্টার নির্মাণে ওরাকেল সম্প্রতি ১৫৬ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে। মূলত ওপেনএআই-এর জন্য বিনিয়োগ। এই বিপুল খরচের অন্যতম কারণ ডেটা সেন্টারের জন্য ৩ মিলিয়ান বিশেষ ধরনের চিপ কেনা। প্রাথমিক বিনিয়োগ ছাড়াও এর জন্য বছরে ৬.৯ বিলিয়ান থেকে ৫০ বিলিয়ান অবধি খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের কারণেই সংস্থাটি কর্মী ছাঁটাই-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের পথে হাঁটছে।

তীব্র গরমে পোষ্যের শরীর ঠান্ডা রাখতে বদল আনুন খাবারে

চাঁদিফাটা রোদে নাজেহাল অবস্থা আমজনতার। ঘর থেকে বেরতে না বেরতেই গদলঘর্ম দশা। গরমে কার্যত একই অবস্থা চারপেয়েদেরও। মুখে বলতে না পারলেও ওদের কষ্টও কিন্তু একবিন্দু কম নয়। তাই এই দাবদাহের মাঝে কুকুরদের খানিকটা স্বস্তি দিতে শুধু বেশি করে জল দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে খাবারের তালিকায় যুক্ত করতে পারেন শসা, তরমুজের মতো কিছু ফল যা শরীর ঠান্ডা করে। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক এই গরমে চারপেয়েদের শরীর ঠান্ডা রাখতে অব্যর্থ কোন কোন খাবার। ১. প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির চারপেয়েদের খাবারে থাকে চিকেন। হ্যাঁ, অবশ্যই তা স্রেফ হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা। প্রোটিন প্রয়োজন তাই গরম পড়লেও চিকেন বাদ দেবেন কীভাবে, তা ভাবেন অনেকেই। বদলে দিন মাছ, হাঁস বা খরগোশের মাংস।২. গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে অব্যর্থ স্কোয়াশ ও শসা। হজমও হয় সহজে। তাই দিতে পারেন এই ফল। তবে হ্যাঁ, আপনার পোষ্যের এই ফলে কোনওরকম অ্যালার্জি আছে কি না, তা জেনে তবেই দেবেন। ৩. দুপুরে দিতে পারেন দই ভাত। শুধু দইও দিতে পারেন। কিন্তু অনেক কুকুরের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দুগ্ধজাত খাবার হজম হয় না। তা বুঝে দেবেন। অন্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে পোষ্য।৪. পোষ্যরা ফল খেতে বরাবরই ভালোবাসে। এই গরমে ওদের দিন তরমুজ। তবে অবশ্যই দানা ছাড়িয়ে দেবেন। এছাড়া অল্প পরিমাণে আপেলও দিতে পারেন। ৫. এই গরমে চেষ্টা করুন ভাত এড়িয়ে যাওয়ার। পরিবর্তে দিন বার্লি অথবা মিলেট।৬. মৌরি হজমে সাহায্য করে এবং শরীরকে শীতল রাখে।

১ কাপ ফুটন্ত জলে ১ চা চামচ মৌরি দিয়ে পানীয় তৈরি করুন। তারপর তা ঠান্ডা করে নিন। এবার ছোট আকৃতির কুকুরদের দিনে ১ চামচ করে দিন। মাঝারিদের দিন ২-৩ চামচ। বড় আকারের কুকুরদের দিন ৪ থেকে ৫ চামচ।

মেসেজের মাঝে ইমোজি

লেখার ধরনই বলে দেবে আপনি কেমন মানুষ

মানুষের মনের ভিতর কী চলে, তা কি কেবল তাদের লেখা মেসেজ পড়েই জানা যায়? মেসেজে তো চাইলেই মিথ্যে কথাও লিখতে পারে মানুষ। মনস্তত্ত্ব বলছে, মেসেজে কী লেখা রয়েছে, তার চাইতেও জরুরি প্রশ্ন হল কেমনভাবে লেখা রয়েছে। আপনি এক মেসেজেই অনেকখানি লেখেন, নাকি টুকরো টুকরো শব্দ ভেঙে ছড়িয়ে দেন মেসেজের পর মেসেজে? ইমোজির মধ্যে সবথেকে বেশি পছন্দের কোনগুলো? চট করে উত্তর দেন, নাকি 'সিন' করেও ফেলে রাখেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা? সেইসব থেকেই বোঝা যাবে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের অনেকটাই নাকি উন্মুক্ত হয়ে যায় আমাদের মেসেজ লেখার ধরণে, বলছে মনোবিজ্ঞান। কথার শেষে দাঁড়ি টানেন! যুবসমাজ একাধারে অনেকখানি বলে যাওয়ার চাইতে ভাঙা ভাঙা মেসেজ লিখে মনের ভাব প্রকাশ করে, জানাচ্ছেন মনস্তত্ত্ববিদরা। এর অন্যতম কারণ, ধৈর্যের অভাব। বড় মেসেজ পড়তে তাদের ক্লান্ত লাগে। তাছাড়া মানসিকভাবে তারা ভীষণ অস্থির। এমন লেখায় কখনওই প্রায় বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে দেখা যায় না তাদের। আর তাই, যখন কেউ মেসেজে লেখা বাক্যের শেষে দাঁড়ি অথবা ফুলস্টপ দেন, তখন বুঝতে হবে যে সে মানুষ গম্ভীর প্রকৃতির। হয়তো রগচটা। কথা বলেন কম, রাগ পুষে রাখেন দীর্ঘ সময়। সহজেই আহত হন। ফুলস্টপ দিয়ে কেবল বাক্যটি নয়, সম্পর্কটিকেও গণ্ডিতে বেঁধে দিতে চান যেন।বাক্যের শেষে প্রায়শই দেন তিনটে ডট! বাক্যের শেষে তিনটে ডটের অর্থ, বাক্যটি সেখানেই শেষ নয়। তার সমাপ্তি অনিশ্চিত। কোনও গল্পে যখন চরিত্রের সংলাপের শেষে এই তিন ডট দেওয়া হয়, তখন হতে পারে কথার মাঝেই অন্য কোনও ভাবনায় হারিয়ে গিয়েছে চরিত্রটি। অথবা কী বলবে, তা বুঝে না পেয়ে কথার মাঝে থমকে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যারা প্রায়শই এই তিন ডট ব্যবহার করেন, তারা সচরাচর অনিশ্চয়তায় ভোগেন। কথা বলতে শুরু করে প্রসঙ্গ ভুলে যান। আবার এমনটাও হতে পারে যে উলটোদিকের মানুষটির কথা বলার আগ্রহ ধরে রাখতে এমন রহস্য সৃষ্টি খানিক ইচ্ছাকৃত। রিপ্লাই দিতেই অধীর অপেক্ষা? কিছু মানুষ মেসেজ দেখেও রিপ্লাই দেন না। কেউ কেউ আবার মেসেজ পাওয়া মাত্র রিপ্লাই টাইপ করতে বসে যান। মনোবিদরা বলছেন, অস্থিরচিত্ত অথবা অতিসংবেদনশীল মানুষেরা সচরাচর চটজলদি রিপ্লাই করেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বেশি কথা লিখবেন এঁরা। উলটোদিকের মানুষ উত্তর দিতে দেরী হলে আগেই ভাবতে বসবেন, তাঁর দিকের মেসেজে কোনও গোলমাল হয়ে গিয়েছে কিনা। তবে এমন মানুষদেরও আমরা দ্রুত রিপ্লাই করি, যাদের সঙ্গে কথা বলতে আমাদের ভালো লাগে। ইচ্ছে করে, দীর্ঘ সময় ধরে এমন গপ্পগুজব চলতেই থাকুক!রেগে গেলে ব্যাকরণ মানে! মানুষ যখন জানে, উলটোদিকের মানুষের কাছে সে নিশ্চিন্ত, মানুষটি তার ভুল ধরবে না, তখন বানান আর যতিচিহ্ন নিয়ে না ভেবেই নির্দ্বিধায় মেসেজ পাঠাতে পারে। বিশেষত, ইংরেজিতে লিখলে তেমন মেসেজের সমস্তটাই হয় ছোটহাতের অক্ষরে। কিন্তু সে যখন রেগে বা উত্তেজিত হয়ে যায়, অন্যজনের ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়, তখন আচমকাই 'অল ক্যাপস'-এ মেসেজ করতে থাকে! এমনকী সঠিক বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারও করে। পরিশেষে অবশ্যই দাঁড়ি বা একাধিক জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেয় যে, তার রাগ সহজে কমবে না! ভাষায় যা বলা হল না শব্দে না কুলোলে মানুষ এন্তার ইমোজি ব্যবহার করে মেসেজের মাঝে। কথার অনেকটা কাজই ইমোজি দিয়ে সেরে দেওয়া যায়। ভালোবাসা হোক বা বিরক্তি, অথবা আনন্দ উৎসব; সব বোঝাতেই ভুরি ভুরি ইমোজি ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্ম। অনেকেই আবার কথার ভার লঘু করেন ইমোজি দিয়ে। হয়তো সে এমন কোনও সংবেদনশীল কথা বলে ফেলেছে, তা অন্যপাশের মানুষটিকে রাগিয়ে তুলতে পারে। এমন বিপদে ত্রাতা হয়ে আসে ইমোজি। আধুনিক জীবনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।

টেক্সট মেসেজিং হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদরা বলছেন, এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে কোনও কিছুকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো দেখা গেল, হুট করে যোগাযোগের নতুন কোনও মাধ্যম আবিষ্কার হল।

বার্ধক্যেও তারুণ্যে ভরপুর

চেনেন এই প্রজাতির কুকুরকে

মানুষ হোক পশুপাখি, একটা সময়ের পর বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যায় সকলেই।স্বাভাবিকভাবে চারপেয়েদের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু কিছু মানুষ যেমন এভারগ্রিন হন, বয়স ৬০-এর গণ্ডি পেরলেও ধরে রাখেন তারুণ্য, তেমনটা হয় সারমেয়দের ক্ষেত্রেও। বিশেষ একটি প্রজাতির কুকুরের জীবনে বার্ধক্য আসে স্বাভাবিকের থেকে খানিকটা দেরিতে। যদিও তার নেপথ্যে রয়েছে কারণও। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক সেগুলোই।এই প্রজাতির নাম চিহুয়াহুয়া। এটি মেক্সিকান কুকুর। যা আকারে বিশ্বের সব কুকুরের চেয়ে ছোট। সাধারণত বলা হয় যে কোনও কুকুরের গড় আয়ু ১৪ থেকে ১৫ বছর। স্বাভাবিক নিয়মেই একটা বয়সের পর খানিকটা ঝিমিয়ে পড়ে কুকুরেরা। কিন্তু চিহুয়াহুয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা তৈরি হয় বাকিদের থেকে অনেকটা পড়ে। বয়স বাড়লেও এরা চনমনে থাকে। এই প্রজাতির বহু কুকুরের মালিকরা জানিয়েছেন, জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছেও তারুণ্যে ভরপুর থাকে এরা। এতেই প্রশ্ন ওঠে, কেন অন্য প্রজাতির তুলনায় ধীরে বুড়ো হয় এরা? শুধুই কি আকারের জন্য? নাকি নেপথ্যে লুকিয়ে অন্য কারণ?বিশেষজ্ঞদের কথায়, এর মূল কারণ হচ্ছে আকার। বড় আকৃতির কুকুরদের তুলনায় ছোটদের জীবনকাল হয় বড়। বড় আকারের কুকুরেরা তাড়াতাড়ি বড় হয়। ফলে ওদের শরীর খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। ফলে দ্রুত বুড়িয়ে যায় ওরা। এদিকে ছোট প্রজাতির কুকুরদের শারীরিক পরিবর্তন হয় তুলনামূলক ধীর গতিতে।

চিহুয়াহুয়া সব থেকে ছোট প্রজাতির হওয়ায় এরা সব থেকে বেশিদিন অ্যাকটিভ থাকে। ঠিকমতো যত্ন পেলে স্বাভাবিকের থেকেও বেশি সময় বেঁচে থাকে এরা।তবে নেপথ্যে রয়েছে আরও কারণ। চিহুয়াহুয়ারা অতিরিক্ত সতর্ক, কৌতূহলী এবং সক্রিয় স্বভাবের।

এরা চারপাশ ঘুরে দেখতে এবং মালিকদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। কারণ, এরা ভাবতেই চায় না যে বয়স বাড়ছে।

গন্ধেই গা গুলিয়ে ওঠে?

কাঁঠালের এই রেসিপিগুলি খেলে আঙুল চাটবেন

এঁচোড় প্রায় পছন্দের সকলের। পিঁয়াজ, আদা, রসুন দিয়ে রসিয়ে কষিয়ে রাঁধলে নাকি মাংসকেও হার মানায়। আবার আদা, গরমমশলা দেওয়া নিরামিষ এঁচোড়েরও স্বাদ মন্দ নয়। আবার কাঁঠাল দেখলেই নাক সিঁটকোন অনেকে। গন্ধে যেন গা গুলিয়ে ওঠে কারও কারও। তবে জানেন কী, কাঁঠালের কয়েকটি রেসিপিও হার মানাতে পারে মটন-চিকেনকে। জেনে নিন কীভাবে তৈরি করবেন। কাঁঠাল বীজ ঝালভুনা উপকরণ কাঁঠাল বীজ ১ কাপ (সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো) পিঁয়াজ ১টি (কুঁচি করে কাটা) রসুন ১ চামচ (কুঁচি করে কাটা) শুকনো লঙ্কা ২টি কাঁচা লঙ্কা স্বাদমতো নুন স্বাদমতো সরষের তেল ২ টেবিল চামচ গরমমশলা স্বাদমতো প্রণালীপ্রথমে ভালো করে কাঁঠাল বীজ ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। এবার খোসা ছাড়ান। তারপর হালকা চাপ দিয়ে থেঁতলে দিন। এবার কড়াইতে সরষের তেল দিন। তাতে

একে একে শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ ও রসুন কুঁচি দিয়ে দিন। হালকা বাদামি রঙের হয়ে গেলে তাতে কাঁঠাল বীজগুলি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সব মশলার সঙ্গে কাঁঠাল বীজগুলি মিশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর কাঁচালঙ্কা কুঁচি নিয়ে নামিয়ে নিন। ছড়িয়ে দিন গরমমশলা। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।কাঁঠালের বড়া উপকরণ পাকা কাঁঠালের ক্বাথ ১০-১২টি পাকা কলা ৪টি ময়দা ২০০ গ্রাম সুজি ১ কাপ চিনি স্বাদমতো নুন স্বাদমতো চালের গুঁড়ো আধ কাপ সাদা তেল পরিমাণমতো প্রণালী কাঁঠাল ও কলা মিক্সারে পেস্ট করে নিন। এবার একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। এবার ওই রসটির সঙ্গে ময়দা, সুজি, চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন ও চিনি দিন। আধঘণ্টা রেখে দিন। এবার একটি কড়াইতে তেল বসান। গরম হয়ে গেলে অল্প অল্প করে তেলে দিন। বড়ার আকারে ভেজে পরিবেশন করুন।কাঁঠালের পায়েস উপকরণ দুধ ১ লিটার কাঁঠালের ক্বাথ ১ কাপ গোবিন্দভোগ চাল ৫০ গ্রাম চিনি স্বাদমতো কনডেন্সড মিল্ক ৫০ গ্রাম কাজুবাদাম ২৫ গ্রাম কিশমিশ ২৫ গ্রাম তেজপাতা ২টি প্রণালী কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে বীজ বের করে নিন।

এবার মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিন। এদিকে, গ্যাসে একটি বড় পাত্রে ১ লিটার দুধ বসান। একেবারে ঢিমে আঁচে রাখুন। তাতে তেজপাতা দিন। দুধ ঘন হয়ে গেলে ধুয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে দিন। চাল সেদ্ধ হলে চিনি দিন। তারপর তাতে কাঁঠালের ক্বাথ মিশিয়ে দিন। অল্প নাড়াচাড়া করে আরও দুধ ঘন করে নিন। এবার তাতে কনডেন্সড মিল্ক দিন। গ্যাস বন্ধ করে কাজুবাদাম, কিশমিশ দিয়ে দিন।

ডিজিটাল ভারতের অদৃশ্য কারিগর

মাঝেমধ্যেই কল ড্রপ হচ্ছে? দরকারি কথাবার্তায় ছেদ পড়ছে? একদিকে বিরক্তি। অন্যদিকে সময়ের অপচয়। এক সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল শুধুই কথা বলার মাধ্যম। আজ কিন্তু তা বিদ্যুৎ বা পানীয় জলের মতোই এক অপরিহার্য পরিকাঠামো। ভারতের ডিজিটাল মানচিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। নেটওয়ার্ক এখন আর গতির লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, তা হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক জীবনের অদৃশ্য মেরুদণ্ড। তাই, ডিজিটাল অর্থনীতির চাকা নির্ভর করছে সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের উপর। ইন্টারনেটের স্পিড কত, তা নিয়ে এখন আর সাধারণ গ্রাহক মাথা ঘামান না। বরং তাঁদের নজর থাকে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের দিকে। ইউপিআই পেমেন্ট করার সময় গোলমাল বা কাজের মাঝপথে বাফার হওয়া এখন আর নিছক বিরক্তি নয়, পরিকাঠামোর ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়। নেটওয়ার্কের বিচার এখন আর তার পিক পারফরম্যান্স দিয়ে হয় না, বরং তার স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা দিয়ে হয়।ডিজিটাল দুনিয়া যত বড় হচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিপদ। স্প্যাম কল, ফিশিং বা আর্থিক জালিয়াতি এখন নিত্যদিনের সমস্যা। সাধারণ মানুষ এখন শুধু ডেটা চান না, চান নিরাপত্তা। এয়ারটেলের (**Airtel**) মতো সংস্থাগুলি তাই নেটওয়ার্কের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (ভজ্জ) ব্যবহার করছে। উদ্দেশ্য একটাই; ক্ষতিকর কল বা মেসেজ গ্রাহকের ফোনে পৌঁছনোর আগেই আটকে দেওয়া।

কলকাতার কাছের এই জায়গাটিতে পাড়ি জমাবেন নাকি

ঘন জঙ্গলের ভিতরে পেভার ব্লকের রাস্তা। পর্যটকদের যাতায়াত সুগম করেছে এই রাস্তা। গলসি বিধানসভার অন্যতম পর্যটনস্থল ফিরে পেয়েছে তার আপন গরিমা। রাঢ় বাংলার কাঁকসার গড় জঙ্গলে লালমাটির দেশ। শাল, পিয়াল, মহুয়া-সহ নানা নাম না জানা বৃক্ষের ঘন জঙ্গল আর ইতিহাস লোককথায় মোড়া কাঁকসার বনকাটি। বহু শতাব্দী ধরেই বহন করে চলেছে অতীতের স্মৃতি। জঙ্গলের গভীরে অবস্থিত শ্যামরূপা মন্দির বহু যুগ ধরে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্রস্থল। জনশ্রুতি বলে, দেবী শ্যামরূপা এই অরণ্যভূমির অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, যাঁর কৃপায় এই অঞ্চল রক্ষা পেয়েছে বহু বিপদ থেকে। এখানেই আবার রয়েছে ঐতিহাসিক পর্যটনস্থল দেউল। তাই ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামরূপা মন্দির দুটি স্থানই ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির এক অনন্য যুগলবন্দি। কিন্তু এত ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। গলসি বিধানসভার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দেউল হয়ে শ্যামরূপা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। ভাঙাচোরা মোরাম মাটির পথ, কাঁচা রাস্তা, বর্ষায় কাদা আর গ্রীষ্মে ধুলোর দাপটে সাধারণ মানুষ, ভক্ত, পর্যটক এমনকি গবেষকদেরও যাতায়াতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হতো।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।